পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট
ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস
এ্যাসোসিয়েশন

সংযোগ

[দ্বিমাসিক পত্রিকা]
৪৬ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৬

সম্পাদকমণ্ডলী

সনৎ বেরা ঃ সভাপতি
অশোক রায় ঃ সহ সভাপতি

সদস্যবৃন্দ

মানস দাস, লব কুমার ভগত, কল্যাণ দাস, সোমেন ঘোষ, নীরজ ঘোষ, দেবজিৎ গোস্বামী, অমর সরকার, দীনেশ দত্ত, আশিস ঘোষ

★

ম্যানেজারিয়াল টীম

লব কুমার ভগত ঃ ম্যানেজার
সোমেন ঘোষ ঃ সহ-ম্যানেজার

সদস্যবৃন্দ

কাঞ্চন কুণ্ডু, কল্যাণ দাশগুপ্ত, চিন্ময় মণ্ডল, বিমান ভট্টাচার্য, সঞ্জীব বিশ্বাস

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয়		
জীবন, জীবিকা ও গণতন্ত্রের জন্য চাই সংবদেনশীল সরকার	২	
নিবন্ধ		
রাজ্য বিধানসভার আসন্ন নির্বাচনের গুরুত্ব	৫	প্রণব চট্টোপাধ্যায়
এই বেশ ভালো আছি	৫৫	পিনাকী চক্রবর্তী
রম্যরচনা		
রমেশবাবু ডি এ কেন বাড়ছে না?	১৫	সুজয় ঘোষ
দেশদ্রোহী কে?	২৫, ৩১	
বাজেট যন্ত্রণা		
সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের জীবন যন্ত্রণা বাড়ানোর বাজেট	৮৩	দিলীপ ব্যানার্জী
কবিতায় প্রশ্নবাণ		
সত্যেরই হয় জয়	৪২	দীনেশ দত্ত
ছড়ায় স্তোত্রপাঠ		
শিলাদেবীর গমনস্তুতি	৮০	কৌমুদী
অভিজ্ঞতার আয়নায় পাঁচটা বছর	স্টাডি টিম	১৯,৩৫,৩৯,৪৫, ৪৭, ৫১, ৫৭, ৬১, ৬৭, ৭১, ৭৭-৭৯,৮৭,৮৯,৯৩,৯৭,৯৮
সংবাদপত্রের উদ্ধৃতিতে	স্টাডি টিম	২৩, ৫৩
সংগঠন-আন্দোলন		
জাগ্রত জনগণ, দেয় হুঁশিয়ারী দূর করো মিথ্যার, দূর হটো স্বৈরাচারী	৬৩	সোমেন ঘোষ
রিপোর্টাজ		
৭ম রাজ্য কাউন্সিল সভার রিপোর্টিং	৯১	অভিজিত দাস
কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বান	৯৫	কল্যাণ কুমার দাস
কর্মচারী প্রসঙ্গ		
দপ্তর সম্পাদকের ডেস্ক থেকে	৯৯	অজয় সমাদ্দার
সরকারি আদেশনামা	১০২	
উত্তীর্ণ সন্তান-সন্ততিদের নামের তালিকা	১০৩	

কম্পোজিং : মাইক্রো কমপিউটার সেন্টার

সম্পাদকীয়

জীবন, জীবিকা ও গণতন্ত্রের জন্য চাই সংবদেনশীল সরকার

'এ দেশের রাজনীতিতে ভক্তি বা বীরপূজার যে বিরাট ভূমিকা; পৃথিবীতে তার কোথাও তুলনা নেই। (তবে) ধর্মের পরিসরে ভক্তি হয়তো জীবাত্মার মোক্ষলাভের উপায়। কিন্তু রাজনীতিতে ভক্তি বা বীরপূজা নিশ্চিতভাবে অবক্ষয়ের পথে নিয়ে যায়। যার পরিণাম একনায়কতন্ত্র।' বক্তব্যটি বি আর আম্বেদকর-এর, ১৯৪৯ সালের ২৫ নভেম্বর-এ।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গেছে, রাজনীতিতে ভক্তি বা বীরপূজার ফলেই কিভাবে জন্ম নিয়েছে একনায়কতন্ত্রের মূর্ত প্রতীক হিটলার, মুসোলিনীরা। হিটলার দেখিয়েছেন কিভাবে উগ্র জাতীয়তাবাদের স্লোগান দিয়ে মানুষকে সম্মোহিত করে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে ব্যবহার করে, পার্লামেন্ট দখল করে পরে সেই গণতন্ত্রকেই ধ্বংস করা যায়। সব কিছুরই শুরুতেই তোষামোদ করার জন্য বলা হতো 'হের হিটলার', যাঁরা এই কথা বলতে পারেননি, তাঁদের হয় জার্মানি ছেড়ে পালাতে হয়েছে, নয় মরতে হয়েছে। স্বৈরতন্ত্রে এটাই দস্তুর।

রাজনীতিতে বীরপূজা যেখানে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম দেয়, স্বাভাবিকভাবে সেখানে লিঙ্গভেদের কোন স্থান নেই। তা পুরুষ হতে পারে, মহিলাও হতে পারে। কারণ স্বৈরতন্ত্রের একটাই লক্ষ্য—ক্ষমতা বা পাওয়ার।

ভারতীয় সংবিধানে গণতন্ত্র কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে জনগণের সর্বপ্রকার স্বাধীনতার জন্য এবং একইসঙ্গে একনায়কত্বকেও অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনেই দেশের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা সভা করলেও প্রমাণ ছাড়াই বা জাল প্রমাণপত্র হাজির করে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধে ছাত্রনেতাদের জেলে পুরে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের রাজ্যে কার্টুন আঁকলেও জেলে যেতে হচ্ছে, এমনকি সারের দাম বাড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেও তাই।

কথিত আছে রোম যখন পুড়ছিল, সম্রাট নিরো তখন বেহালা বাজাচ্ছিলেন। রাজ্যজুড়ে প্রতিদিন কোথাও না কোথাও মহিলারা ধর্ষিতা, অত্যাচারিতা, নিগৃহীতা হলেও বা ফসলের দাম না পেয়ে চাষী আত্মহত্যা করলেও বা বিনা চিকিৎসায়, অর্ধাহারে, অনাহারে চা শ্রমিকরা মারা গেলেও রাস্তার মোড়ে মোড়ে বেজে চলেছে মনোরম সংগীত। ধর্ষিতার চোখের জল, চাষী বউয়ের কান্না, চা শ্রমিকের সন্তানদের হাহাকার চাপা পড়ে যাচ্ছে খেলা, মেলা, উৎসবে।

কেন্দ্র বা অন্যান্য রাজ্যের মতো আমাদের রাজ্যেও বিভিন্ন সরকারি দপ্তর আছে। সেই দপ্তরগুলিতে ভারপ্রাপ্ত স্বাধীন মন্ত্রীও আছেন, কিন্তু দপ্তরভিত্তিক কাজের ফিরিস্তি দিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া বা মন্ত্রীদের সংবাদমাধ্যমকে 'বাইট' দেওয়ার আগে 'হের হিটলারের' মতো 'মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়' কথা লিখতে বা বলতেই হবে। অর্থাৎ রাজনীতিতে 'ভক্তি বা বীরপূজা'।

নিজেদের গোপন এ্যাজেন্ডাকে গোপন রেখেই এক বিশেষ পরিস্থিতিতে জার্মান উগ্রজাতীয়তাবাদকে হাতিয়ার করে হিটলারের উত্থান ঘটে ও পরে তার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায়। ক্ষমতায় আসার জন্য নিজেকে বামপন্থী বলতেও আপত্তি ছিল না তাঁর।

আমাদের রাজ্যেও বামফ্রন্ট সরকারের কিছু ভুল ত্রুটিকে হাতিয়ার করে ৩৪ বছরের সাফল্যকে নস্যাৎ করে দিয়ে বুদ্ধিজীবী ও প্রচারমাধ্যমের একাংশের সহযোগিতায় বামপন্থী ভাবধারার মুখোশ পরে ক্ষমতায় এসেই গণতন্ত্র নিধনের শুরু। বিভিন্ন নির্বাচনে গা-জোয়ারি, বিরোধীদের ৩৫ বছর চুপ করে থাকার নির্দেশ, কো-অর্ডিনেশন কমিটি ভেঙ্গে দেওয়ার নির্দেশ, কোন্ কোন্ খবরের কাগজ মানুষ পড়বেন বা কোন্ কোন্ টিভি চ্যানেলের খবর শুনবেন, তাও বলে দিচ্ছেন। এমনকি বিগত বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে সরকারি কর্মচারীদের দেওয়া গালভরা প্রতিশ্রুতি, যা ছাপার অক্ষরে পাঁচ বছর আগে তাদেরই নির্বাচনী ইস্তাহারে লেখা ছিল, সেই প্রতিশ্রুতিগুলিকে সরিয়ে রেখে এখন চেষ্টা করা হচ্ছে ভাতে মারার।

আমাদের রাজ্য সহ পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের দিন নির্ধারিত হয়ে গেছে। জোর কদমে চলছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির প্রচারও। দিল্লি-রাজ্যের মধ্যেও চলছে যেন অঘোষিত সেটিং পর্ব। 'ভাগ মদন ভাগ', 'ভাগ মুকুল ভাগ', 'ভাগ মমতা ভাগ' আর তেমন শোনা যাচ্ছে না। সারদ তদন্তে সি বি আই ও যেন ভোটের গরমে নরম(!) হয়ে গেছে। এই সুযোগে কেন্দ্রও তার জনবিরোধী বিলগুলি পাস করিয়ে নিচ্ছে। জীবনজীবিকার স্বার্থে আমাদের ক্ষেত্রেও নিয়োগকর্তা নির্বাচনে আছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। শাসক অনুচর কর্মচারী সংগঠনগুলি এখনও বলে যাচ্ছে পুনরায় ক্ষমতায় এলে সরকারি কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া সব পূরণ হয়ে যাবে। কারণ রাজ্য সরকারের সদিচ্ছার অভাব নেই।

কিন্তু সত্য বেশি দিন চেপে রাখা যায় না, তা একদিন না একদিন ধরা পড়বেই। ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছিল জার্মানিতে। শিল্পপতিদের নিকট জনৈক জার্মান নাজী নেতার লিখিত এক গোপন পত্র বিরোধীপক্ষের হাতে পড়ে। সেই পত্রের অংশ বিশেষে আছে "আমাদের পোস্টারের ভাষা দেখে আপনারা অনবরত বিভ্রান্ত হবেন না। ...অবশ্য তার মধ্যে 'পুঁজিবাদ নিপাত যাক' প্রভৃতি আকর্ষণীয় বুলি রয়েছে। কিন্তু অবধারিতভাবে এগুলির প্রয়োজন, কারণ শুধুমাত্র 'জার্মান জাতীয়তা' বা 'জাতীয়তা' প্রভৃতি পতাকা নিয়েই আমরা আমাদের লক্ষ্যস্থানে পৌঁছতে পারব না, আমাদের ভবিষ্যত সুনিশ্চিত হবে না। ক্ষুদ্র সমাজতান্ত্রিক শ্রমিকের ভাষায় আমাদের কথা বলতে হবে।... তা না হলে তারা কখনই আমাদের তাদের আপনজন বলে ভাববে না। আমরা কূটনৈতিক কারণেই কোন স্পষ্ট কর্মসূচী তুলে ধরি না।" এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে কোন মন্তব্য না করেই পাঠকবন্ধুদের অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে নিয়ে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে জীবন, জীবিকা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য এক কর্মচারী স্বার্থবাহী, জনমুখী ও সংবেদনশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করাই হলো এই মুহূর্তের প্রধানতম কাজ। কারণ পাঁচ বছরের নির্মম অভিজ্ঞতায় এখন এ রাজ্যের মাটির ডাক—সমস্ত মিথ্যাচার নিপাত যাক। □

১৫ মার্চ, ২০১৬

With Best Compliments From B-72

M. CONSTRUCTION

Govt. Contractor &
General Order Supplier

P.O. + VILL.- SONDANGA
NADIA

NADIA

নিবন্ধ

রাজ্য বিধানসভার আসন্ন নির্বাচনের গুরুত্ব

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

ষোড়শ রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন আসন্ন। স্বাধীনতার পর রাজ্য বিধানসভার প্রতিটি নির্বাচনই ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত ১৯৬৭ সালের চতুর্থ বিধানসভা নির্বাচন এবং ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত অষ্টম বিধানসভা নির্বাচন ছিল জাতীয় ও রাজ্য পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে উত্তাল গণ-আন্দোলনের শীর্ষে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৭ সালের চতুর্থ বিধানসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনে জনগণের কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব ছিল অত্যন্ত তীব্র। এই কারণে রাজ্যে বামপন্থীরা ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পারলেও, জনগণ কংগ্রেসকে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। বামপন্থীরা দুই জোট ইউনাইটেড লেফট ফ্রন্ট এবং পিপলস ইউনাইটেড লেফট ফ্রন্ট নির্বাচনের পর জনগণের রায় মেনে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। এর মধ্য দিয়ে রাজ্য রাজনীতির মূল স্রোতধারায় বামপন্থীদের নির্ধারক শক্তি হিসাবে গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই সময় ৮টি রাজ্যে অ-কংগ্রেসী সরকার গঠিত হয় এবং কেন্দ্রে লোকসভায় কংগ্রেসের আসন-সংখ্যা হ্রাস পায়। জাতীয় রাজনীতিতে সমকালীন পরিস্থিতিতে এ ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

অষ্টম বিধানসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতও ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যস্তরে সত্তর দশক ধরে চলে আসা কংগ্রেসী সরকারের আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে এবং ১৯৭৫ সালের জুন মাসে আরোপিত অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থার পটভূমিতে এই নির্বাচনের সামনে প্রধান প্রশ্ন ছিল গণতন্ত্র বনাম স্বৈরতন্ত্র। ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণ স্পষ্টভাবেই গণতন্ত্রের পক্ষে রায় দেন। কংগ্রেস দল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ং তাঁর খাসতালুক বলে পরিচিত রায়বেরিলি থেকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। কেন্দ্রে প্রথম গঠিত হয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে প্রথম অকংগ্রেসী সরকার। অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে বিভিন্ন রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার গঠনের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তা এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সর্বভারতীয় স্তরেও সম্প্রসারিত হয়। এর পর পরই অনুষ্ঠিত হয় রাজ্য বিধানসভার অষ্টম নির্বাচন। এই নির্বাচনে প্রথম সুযোগেই জনগণ রাজ্যে আধ-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী সিদ্ধার্থ রায় সরকারকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে প্রতিষ্ঠিত করে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার। ১৯৬৭

সালে যে প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটেছিল, ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে সেই প্রক্রিয়ার পথ ধরে রাজ্য রাজনীতিতে বামপন্থীরা মূলধারার রাজনীতিতে নির্ধারক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এর মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী বামপন্থীদের প্রভাব এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

অতীতের নির্বাচনগুলির তাৎপর্যকে বিন্দুমাত্র লঘু না করে বলা যায় যে, নানান কারণেই পূর্বের নির্বাচনগুলির তুলনায় এবারের এই নির্বাচনের বহুকেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য রয়েছে, যা বিশেষভাবে আলোচনার প্রয়োজন। বিশেষত আসন্ন নির্বাচনে নিজেদের ভূমিকা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

এক

পূর্বের নির্বাচনগুলির সাথে এবারের নির্বাচনের জাতীয় পরিপ্রেক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ। তবে পূর্বের নির্বাচন দুটির একটিতে লোকসভা নির্বাচনের সাথে সাথেই এবং অপরটিতে লোকসভা নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এবার তা হচ্ছে না। তার অর্থ এই নয় যে, এবাবের নির্বাচনের কোন জাতীয় প্রেক্ষিত নেই। বরং কিছু কিছু প্রশ্নে অধিক মাত্রাতেই তা রয়েছে। অতীতের নির্বাচন দুটিতে জাতীয় পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদ নির্দেশিত নব্য উদারনীতি এবং হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণ তীব্র হয়ে এক চরম দক্ষিণপন্থার জন্ম দিয়েছে। ইতোমধ্যেই এই প্রক্রিয়ার বিষময় প্রতিক্রিয়ায় জাতীয় আর্থ-রাজনীতি ও সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এর নেতিবাচক প্রভাব এই রাজ্য রাজনীতিকেও কলুষিত করে চলেছে। এছাড়া রাজ্য পরিস্থিতি তো আছেই।

কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি সরকার প্রতিষ্ঠার পর সাম্রাজ্যবাদ নির্দেশিত নব্য উদারনীতির আক্রমণ যা বিগত আড়াই দশক ধরে চলে আসছে তা এক নতুন মাত্রা অর্জন করেছে। সামাজিক কল্যাণমূলক খাতে সরকারি বরাদ্দ হ্রাস, মূল্যবৃদ্ধি সহ জনগণের উপর আর্থিক বোঝা বৃদ্ধি, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ব্যাঙ্ক-বীমার বেসরকারিকরণ, বিলগ্নীকরণ তথা বেসরকারিকরণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বর মূলে কুঠারাঘাত, রেল বীমা প্রতিরক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে নামমাত্র শর্তে বা বিনা শর্তে বিদেশি পুঁজির প্রবেশ, দেশ-বিদেশের বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে বিপুল অঙ্কের কর ছাড় প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এই নীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে চলেছে। ভয়াবহ অর্থনৈতিক মহামন্দায় যখন বিশ্ব অর্থনীতি কম্পমান, তখন সেখান থেকে শিক্ষা নিতে নারাজ কেন্দ্রীয় সরকার।

এই নব্য উদারনীতির পরিণতিতে ভয়াবহ বেকারী, দারিদ্র্য, কর্মচ্যুতি প্রভৃতি ঘটে চলেছে। কিন্তু একই সাথে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে আয় ও সম্পদের কেন্দ্রীভবন ও বৈষম্য। এক তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, এক শতাংশ ধনী ভারতীয় নাগরিক দেশের মোট সম্পদের ৫৩ শতাংশের মালিক। দশ শতাংশ ধনী ব্যক্তির হাতে ৭৬.৩০ শতাংশ সম্পদ কেন্দ্রীভূত রয়েছে, অর্থাৎ ৯০ শতাংশ ভারতীয়দের দখলে মাত্র এক-চতুর্থাংশ সম্পদ কেন্দ্রীভূত রয়েছে। অথচ ২০০০ সালে এই এক শতাংশ ধনী ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩৬.৮০ শতাংশ। অর্থাৎ বিগত ১৫ বছরে এই সম্পদের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আয় ও সম্পদের বৈষম্য, গণতন্ত্রের যে বিপদ সৃষ্টি করতে পারে, তা বহুকাল পূর্বে ডঃ বি আর আম্বেদকার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। ১৯৪৯ সালের ২৫ নভেম্বর সংসদে সংবিধানের খসড়া পেশ করে তিনি বলেছিলেন যে, "১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি যেদিন থেকে এই সংবিধান চালু হবে আমরা তখন এক দান্দ্বিক যুগে প্রবেশ করব। রাজনৈতিক জীবনে আমাদের থাকবে সমতা, আর অসমতা থাকবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। স্বল্প সময়ের মধ্যে আমাদের এই বৈষম্য দূর করতে হবে। নইলে এই অসমতার যারা শিকার তারা একদিন এই রাজনৈতিক গণতন্ত্রের কাঠামো উড়িয়ে দেবে।" এই উদারনীতি তাই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই শুধু নয় রাজনৈতিক গণতন্ত্রের নিকটও এক ভয়ঙ্কর বিপদ।

দ্বিতীয় বিপদ হলো হিন্দুত্ববাদ। ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের পর দক্ষিণপন্থার বিপদকে উস্কে দিয়ে আর এস এস-এর নেতৃত্বে হিন্দুত্ববাদী শক্তি সাম্প্রদায়িক বিভাজনের লক্ষ্যে উদ্যোগী হয়েছে। গোমাংস ভক্ষণ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, লাভ জিহাদ, ঘরওয়াপসি প্রভৃতির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক প্রচার চালিয়ে তারা হিন্দু ভোটকে সংহত করতে চাইছে। গত বছরের অক্টোবর মাস পর্যন্ত দেশে ৬৩০টি দাঙ্গা ঘটেছে যার ফলে ৮৬ জন মানুষ নিহত হয়েছে। দেশব্যাপী আর এস এস ও তার শাখা সংগঠনগুলির পক্ষে গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করার দাবিকে সামনে রেখে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস চলছে। উত্তরপ্রদেশে আখলাক নামে ৫০ বছর বয়সী 'এক নাগরিকের বাড়িতে গোমাংস আছে' এই মিথ্যা প্রচার করে তাকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। তবে সম্প্রতি জে এন ইউ-এর ছাত্র নেতা কানহাইয়া কুমারের উপর যে জঘন্য আক্রমণ চালানো হয়েছে তা নজিরবিহীন। মিথ্যা ও দেশদ্রোহীতার তকমা এঁটে তাকে শুধু গ্রেপ্তার করাই হয়েছে তাই নয়, পরবর্তীকালে পাতিয়ালা কোর্টে বিচারকদের সামনে তাকে আক্রমণ করা হয়েছে। এসব একমাত্র ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রেই সম্ভব, ভারতের ন্যায় একটি গণতান্ত্রিক দেশে এসব কল্পনার অতীত।

হিন্দুত্ববাদীরা শুধু সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টির রাজনীতিই করছে তাই নয়। হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নতুন করে শিক্ষানীতিতে, পাঠ্যক্রমে এবং পাঠ্য পুস্তকে সাম্প্রদায়িক উপাদান যুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে। ইতিহাসের পুনর্লিখন করার চেষ্টা হচ্ছে। ভারতের ইতিহাস থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কারণ স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে আর এস এস-এর কোনো ভূমিকা নেই। ওরা জানে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কম্যুনিস্টরা এবং জাতীয়তাবাদীরা অংশ নিয়েছিলেন। উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, গবেষণা কেন্দ্রে এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে বাছাই করা আর এস এস-এর লোকজনদের বসানো হচ্ছে। এর সাথে চলছে প্রাক্ আধুনিক কুসংস্কারমূলক প্রচার। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছেন বৈদিক যুগে প্লাস্টিক সার্জারির প্রচলন ছিল। তার বড় উদাহরণ গণেশ। কারণ মানুষের মাথা কেটে তৎস্থানে হাতির মাথার প্রতিস্থাপনই হলো এই প্লাস্টিক সার্জারির বড় উদাহরণ। এই ধরনের নানান অপবিজ্ঞানের প্রচার সরকারি স্তরে শুরু হয়েছে।

এসবের মধ্য দিয়ে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের গণতন্ত্রের ভিত্তিকে বিপদের মুখে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে ক্ষতিকর উগ্র হিন্দুত্ববাদী কর্মসূচীগুলি যা ক্রমশই উন্মোচিত হচ্ছে। সমাজের যে সমস্ত মানুষ উগ্র হিন্দুত্ববাদী কর্মসূচী সমর্থন করতে রাজি নন, তারা আর এস এস-বিজেপি'র গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছেন। ইতোমধ্যেই গোবিন্দ পানেশর, এম এম কালবুর্গির ন্যায় মুক্তমনা বুদ্ধিজীবীরা খুন হয়েছেন। দেশে যে জাতপাত ব্যবস্থার কাঠামো রয়েছে, তাকে হিন্দু ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে আরো শক্তিশালী করার প্রয়াস নিয়েছে হিন্দুত্ববাদ। পশ্চাদমুখী পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নিয়মকানুনের পক্ষে সওয়াল করে হিন্দুত্ববাদ। এরা মহিলাদের সমাজের ও পরিবারের সম্মানের ভাণ্ডার বলে প্রচার করে মহিলাদের অধস্তন করে রাখার চেষ্টা করে। এসবের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা আক্রান্ত হচ্ছে এবং ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে শক্তিশালী করার পরিবর্তে হিন্দু রাষ্ট্রের দিকে নিয়ে যেতে চাইছে আর এস এস।

নরেন্দ্র মোদি সরকারের শাসনকালে দেশের অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদের বিপদ বেড়েছে। ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে বারাক ওবামার ভারত সফরকালে ও তারপরে স্ট্র্যাটেজিক বন্ধন আরও জোরালো হয়েছে। এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলির উপর নিজ আধিপত্য কায়েম করতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন ভারতকে সঙ্গী করতে চায় এবং ভারত এক্ষেত্রে সম্মত।

এই নির্বাচনের সামনে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটটি তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতোমধ্যেই দিল্লি ও বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি'র শোচনীয় পরাজয় এই নীতিকে বেশ কিছুটা ধাক্কা দিতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, নব্য উদারনীতির বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে বামপন্থীরা ধারাবাহিকভাবে লড়াই করে চলেছে। এক্ষেত্রে তাদেরই রয়েছে একমাত্র বিশ্বাসযোগ্যতা। এই প্রেক্ষিতেই এ রাজ্যের নির্বাচনকে বিচার করতে হবে।

দুই

এই রাজ্যে বিগত প্রায় পাঁচ বছর ধরে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার শাসনে রয়েছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরের সব থেকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে একজোট করে, সাম্রাজ্যবাদীদের বিভিন্ন সংস্থার আশীর্বাদ নিয়ে বৃহৎ পুঁজির নেতৃত্বাধীন ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত প্রচারমাধ্যমকে সাথে নিয়ে অলীক ও অবাস্তব প্রতিশ্রুতির সাহায্যে জনগণকে বিভ্রান্ত করে এই সরকার ক্ষমতাসীন হয়।

এই সরকারের শাসনকালে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ, জীবন-জীবিকা এবং রাজ্যের ঐতিহ্যমণ্ডিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এক চরম বিপদের সম্মুখীন। বিগত ৩৪ বছরে সাতটি বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করেছিল, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি নির্মাণ করেছিল, তা আজ ধুলায় লুণ্ঠিত। সব থেকে আক্রান্ত মানুষের স্বাধীন মতপ্রকাশের

অধিকার, রাজ্যে মানুষের ভোটের অধিকার লুঠ করা হচ্ছে। বিগত পঞ্চায়েত ও পৌর নির্বাচন এবং অতি সম্প্রতি বিধাননগর পৌর-নিগমের নির্বাচনে যেভাবে ভোট লুঠ করা হয়েছে, তা ১৯৭২-এর নির্বাচনকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, সমবায় নির্বাচন, স্কুল-কলেজ কমিটির নির্বাচন, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্র সংসদের নির্বাচন, কলোনি কমিটির নির্বাচন সর্বত্রই চলছে ভোট লুঠ। ছাত্র-সংসদ নির্বাচনের দাবিতে ছাত্র নেতা কমরেড সুদীপ্ত গুপ্ত শহীদ হয়েছেন। এর পাশাপাশি চলছে দখলদারির রাজনীতি। বিভিন্ন স্তরের পঞ্চায়েত এবং পৌরবোর্ড দখল করতে ভিন্ন দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জোর করে বা লোভ দেখিয়ে পদত্যাগ-দলত্যাগ করানো হচ্ছে। আসলে এর মধ্য দিয়ে জনগণের পছন্দকেই খুন করা হচ্ছে।

তৃণমূল কংগ্রেস এবং তার সরকার জনগণের কণ্ঠস্বরকেই স্তব্ধ করে দিতে চায়। ক্ষমতাসীন হওয়ার সাথে সাথে বিরোধীদের দশ বছর মুখে কুলুপ এঁটে রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় শুধুমাত্র সি আই টি ইউ করার অপরাধে তিন হাজার ঠিকা শ্রমিককে কাজে যোগদান করতে দেওয়া হচ্ছে না। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকার সহ পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার থাকা সত্ত্বেও বিগত ধর্মঘটগুলিতে অংশগ্রহণ করার অপরাধে(!) শুধু বেতন কাটাই নয়, ডায়াস নন ও চাকরিকালের মেয়াদ থেকে ওই দিনটিকে বাদ দেওয়াও হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্য সরকারগুলি যে দানবীয় শ্রম আইন লাগু করেছে বা করতে চলেছে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা তাঁর সরকার সে সম্পর্কে নীরব।

কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার দেশব্যাপী এক চরম ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, তেমনই এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ও তার সরকারের নেতৃত্বে সৃষ্টি হয়েছে এক চরম রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা। সমস্ত ধরনের বিরোধী কণ্ঠকে বন্ধ করে দেওয়া, বিরোধী দলের এবং বিভিন্ন গণ-সংগঠনের সভা সমাবেশ বা প্রকাশ্য কার্যকলাপ কার্যত রাজ্যে নিষিদ্ধ। একটি ব্যঙ্গচিত্র ফরওয়ার্ড করার অপরাধে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্রকে 'মাওবাদী' আখ্যা দিয়ে জেল হাজতে পাঠানো হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সভায় 'সারের দাম বাড়ছে কেন' এই প্রশ্ন করায় মুখ্যমন্ত্রী তাকে মাওবাদী আখ্যা দেন এবং পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রী তানিয়া ভরদ্বাজ একটি বেসরকারি চ্যানেলে মুখ্যমন্ত্রীকে পার্ক স্ট্রীট গণধর্ষণের বিষয়ে প্রশ্ন করায় তাকে মুখ্যমন্ত্রী 'সি পি এম', 'মাওবাদী' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে অনুষ্ঠান মঞ্চ ছেড়ে চলে যান। আসলে মুখ্যমন্ত্রী প্রচণ্ড রকম অসহিষ্ণু। তোষামোদ ধর্মী বক্তব্য ব্যাতীত অন্য কোন ধরনের বক্তব্য শোনায় তাঁর আগ্রহ নেই। এই কারণেই তিনি বিধানসভা এড়িয়ে চলেন। কারণ সেখানকার সমালোচনাকে তিনি মাওবাদী বলে চিহ্নিত করতে পারবেন না। বিগত প্রায় পাঁচ বছরের শাসনকালে বিধানসভাকে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। শুধু বিধানসভাই নয়, রাজ্যের বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি এই পাঁচ বছরে কার্যত অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন

সুপ্রীম কোর্টের এক প্রাক্তন বিচারপতি। রাজ্যে মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত কয়েকটি কেসে রাজ্য সরকার ভৎর্সিত হয়। এরপরই তৎপরতা শুরু হয় তাঁর অপসারণের এবং শেষ পর্যন্ত এই বিচারপতি মহাশয়কে অপসৃত করে সেখানে বসানো হয়েছে এমন একজন পুলিশ কর্তাকে যার বিরুদ্ধে রয়েছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের একাধিক অভিযোগ। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের স্বাধীন কার্যকলাপকে স্তব্ধ করে দিতে রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে এমন চাপ সৃষ্টি করা হয় যে, চেয়ারম্যান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। একইভাবে পাব্লিক সার্ভিস কমিশন, মহিলা কমিশন, প্রভৃতিকে অকেজো করে রাখা হয়েছে। রাজ্যের নির্বাচিত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ও পৌর বোর্ডগুলি এখন দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এইভাবে রাজ্যের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকারের পাশাপাশি রাজ্যের জনগণের জীবন-জীবিকা আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে এই সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ। পণ্যের মূল্য বেঁধে দেওয়ার নামে সরকার যা করেছে তার ফলে সব থেকে লাভবান হয়েছে ফড়ে ও বৃহৎ ব্যবসায়ীরা। রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে ব্যাপক। বস্তুতপক্ষে বর্তমানে সারা দেশের মধ্যে এই রাজ্যে বিদ্যুতের ইউনিট মূল্য সব থেকে বেশি। এর পাশাপাশি জনগণের উপর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে নিত্য নতুন শোষণ।

রাজ্যের শিল্প অর্থনীতি চরম সঙ্কটের মুখে। এই কয়েক বছরে নতুন করে কোনো শিল্প আসেনি। পরন্তু চালু শিল্পগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হিন্দমোটর কোম্পানী সহ বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প বন্ধ। রাজ্যে চা বাগানগুলি ক্রমশ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিগত কয়েক বছরে অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় এবং আত্মহত্যার কারণে মৃত্যু হয়েছে সাড়ে তিনশ'র বেশি চা শ্রমিকের। চটকলগুলি বন্ধ বা রুগ্ন হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে রাজ্য থেকে একাধিক শিল্পপতি পাততাড়ি গুটিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে সমস্ত শিল্প-প্রকল্প গৃহীত হয়েছিল এবং তা চালু হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়, সেসব প্রকল্প এখন বন্ধ। জমি অধিগ্রহণ সম্পর্কে রাজনীতি, তোলাবাজি, তৃণমূল আশ্রিত সমাজবিরোধীদের অত্যাচার, সিন্ডিকেটবাজী প্রভৃতির কারণে রাজ্যে শিল্প পরিবেশ কার্যত তলানিতে ঠেকেছে। অনেক বাগাড়ম্বর করে রাজ্যে যে শিল্প সম্মেলনগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা কার্যত ব্যর্থ। এসবের মধ্য দিয়ে আগামী প্রজন্মের সামনে সৃষ্টি হয়েছে এক অন্ধকার রাজ্য।

তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের শাসনে রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে চলছে এক চরম নৈরাজ্য। বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকের সেই গণ-টোকাটুকির কালো দিনগুলি ফিরে আসার ইঙ্গিত স্পষ্ট হচ্ছে। ছাত্র সংসদের নির্বাচন বন্ধ করে শাসকদলের মদতপুষ্ট ছাত্র সংগঠনগুলির দাপাদাপি চলছে। এদের অত্যাচারে অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক, ছাত্র সমাজ আক্রান্ত। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী সব কিছু দেখেও নীরব।

রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার শোচনীয় অবনতি ঘটে চলেছে। নারী-নির্যাতন, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি প্রভৃতি ঘটনা রেকর্ড স্তরে পৌঁছেছে। রাজ্যের পুলিশের একাংশ শাসকদলের চাপে অসহায়। অপর এক অংশ নিজেদের তৃণমূল কংগ্রেসের সশস্ত্র বাহিনিতে পরিণত করেছে। পুলিশ প্রশাসন এখন দলদাস। থানা থেকে শুরু করে সরকার, পঞ্চায়েত সর্বত্রই রাজত্ব করছে তৃণমূলী গুন্ডাবাহিনী। এই সময়কালে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রায় দু'শ জন মানুষ নিহত হয়েছেন যার মধ্যে রয়েছে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী-কর্মচারী।

যে সংবাদ-মাধ্যমের কাঁধে ভর করে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের শাসনক্ষমতায় আসীন হয়েছে, সেই সংবাদ মাধ্যমের এক বড় অংশই এখন তৃণমূলী হামলার মুখে পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূল কংগ্রেসের ছোট-বড়-মাঝারি নেতারা প্রতিদিনই সংবাদ-মাধ্যমের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাচ্ছে। রেহাই পাচ্ছেন না সাংবাদিককুলও।

তৃণমূল শাসনে দুর্নীতি লাগামছাড়া রূপ পেয়েছে। হাজার হাজার কোটি টাকা চিট ফাণ্ড দুর্নীতিতে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব থেকে শুরু করে মন্ত্রী-সাংসদ-বিধায়ক-কাউন্সিলারদের যুক্ত হওয়ার বিষয়টি এখন দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। এই দুর্নীতি তদন্তে যাতে সি বি আই যুক্ত না হয় তার জন্য সরকারি কোষাগারের অর্থ ব্যয় করে রাজ্য সরকার সুপ্রীম কোর্টের দ্বারস্থ পর্যন্ত হয়েছিল।

রাজ্যের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিও বিপজ্জনক মাত্রা পেয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে বিজেপি'র রাজনৈতিক এবং নির্বাচনী সখ্যতা জন্মলগ্ন থেকেই। ১৯৯৮, ১৯৯৯ এবং ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এবং ২০০৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি-র নির্বাচনী মৈত্রী গড়ে উঠেছিল। ফলে রাজ্য থেকে ১৯৯৮ সালে একটি এবং ১৯৯৯ সালে দুটি আসনে বিজেপি'র জয় হয়েছিল। ১৯৯৯ সালে বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ জোট সরকারের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন তৃণমূল সুপ্রীমো। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দৃঢ় অবস্থান নেওয়ার পরিবর্তে সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থে অনেক ক্ষেত্রে সব ধরনের সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং পরিচিতি সত্তার রাজনীতির কার্ড তৃণমূল কংগ্রেস সরকার খেলে থাকে। সারদা কেলেঙ্কারিতে ডুবে থাকা এই দলটি এখন বাঁচার জন্য বিজেপি'র সাথে সমঝোতা করেছে। এটা ভাবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, বিগত কয়েক মাস ধরে সারদা তদন্তে সি বি আই-এর ধীরে চলো নীতির পিছনে এই সমঝোতা ক্রিয়াশীল। কিন্তু এর ফলে রাজ্যে সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিপদ ক্রমবর্ধমান। ২০১১ সালে রাজ্যে আর এস এস-এর শাখার সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচশ'র কাছাকাছি যার অধিকাংশই ছিল নিষ্ক্রিয়। বর্তমানে তা প্রায় দেড় হাজারে পৌঁছেছে। রাজ্যে ৩৪২টি ব্লকের মধ্যে আড়াইশ' ব্লকে আর এস এস অত্যন্ত সক্রিয়। রাজ্যে একদিকে যেমন আর এস এস-এর শাখার সংখ্যা বাড়ছে, তেমনই অন্যদিকে মুসলিম মৌলবাদী শক্তি বেড়ে চলেছে। কয়েক মাস পূর্বে বর্ধমান জেলার খাগড়াগড় বিস্ফোরণের সময় মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিপদ যে বাড়ছে—তার প্রমাণ রয়েছে।

তিন

বিগত প্রায় পাঁচ বছরের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের শাসনে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জীবন-জীবিকা ভয়ঙ্করভাবে আক্রান্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ২০১১ সালে যখন এই সরকার ক্ষমতাসীন হয়, তখন রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতার পরিমাণ ছিল দু'কিস্তিতে ১৬ শতাংশ। এর মধ্যে এক কিস্তি অর্থাৎ দশ শতাংশ অর্থ বামফ্রন্ট সরকার ভোট অন অ্যাকাউন্টে ধরে রেখেছিল। বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৯ সালের পহেলা এপ্রিল থেকে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য কেন্দ্রীয় হারে মহার্ভঘাতা প্রদান করেছিল। বিগত ৩৪ বছরে কোনো কোনো সময় আর্থিক অনটনে মহার্ঘভাতা বকেয়া থাকলেও, বছরে গড়ে অন্তত দু'কিস্তি মহার্ঘভাতা রাজ্য সরকার প্রদান করেছে। কিন্তু বর্তমান সরকার এই পাঁচ বছরে ৭ কিস্তিতে ৫০ শতাংশ মহার্ঘভাতা বকেয়া রেখেছে (৭ শতাংশ, ৮ শতাংশ, ১০ শতাংশ, ৭ শতাংশ, ৬ শতাংশ, ৬ শতাংশ, ৬ শতাংশ)। বর্তমানে ন্যূনতম ক্ষেত্রে এক শতাংশ মহার্ঘভাতার মূল্য ৬৬ টাকা। অর্থাৎ একজন কর্মচারী ন্যূনতম ক্ষেত্রে ৩৩০০ টাকা (৫০ শতাংশ × ৬৬ টাকা) বঞ্চিত হচ্ছেন। একজন গ্রুপ-সি কর্মচারীর ক্ষেত্রে এই বঞ্চনার পরিমার আরও বেশি। অন্যদিকে এক কিস্তি মহার্ঘভাতা দিতে রাজ্য সরকারের মাসিক ব্যয়ের পরিমাণ ২৫ কোটি টাকা। বছরে ৩০০ কোটি টাকা অর্থাৎ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ৫০ শতাংশ মহার্ঘভাতা বকেয়া রেখে রাজ্য সরকার প্রতি বছর ১৫ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে চলেছে। মহার্ঘভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থের অভাব বা অপচয়ের কথা বলা হলেও এই সরকার বছরে ৬০টি উৎসব, মেলা, খেলা, দলীয় ক্লাবকে অর্থ বিতরণ সহ বশংবদ বুদ্ধিজীবীদের নানান কায়দায় অর্থ পাইয়ে দিচ্ছে।

শুধুমাত্র মহার্ঘভাতার ক্ষেত্রেই নয়, বেতন কমিশন গঠনের ক্ষেত্রেও চলছে তঞ্চকতা। বেতন কমিশনের অবশিষ্ট সুপারিশ অকার্যকর রেখে বা চুক্তি প্রথায় নিযুক্ত কর্মচারীদের চাকরির শর্তাবলীকে বিচার্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত না করেই বেতন কমিশনের ঘোষণা করা হয়েছে। বিপুল পরিমাণ মহার্ঘভাতা বকেয়া। এরও কোনো সমাধান করা হয়নি। সঙ্গতকারণেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি অবিলম্বে ২৫ শতাংশ ইন্টারিম রিলিফ ন্যূনতম ২০০০ টাকা দাবী করেছে।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও তার অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলিকে ভাঙবার জন্য তৃণমূলী ফেডারেশনের নেতাদের দাবি মতো সংগঠন নেতৃত্বকে দূর-দূরান্তে বদলি করা হচ্ছে। পরে রয়েছে বিপুল সংখ্যক শূন্যপদ যা পূরণ করা হচ্ছে না। বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নভাবে কিছু পদ যদি কোথাও পূরণ হয়, তার বেশির ভাগ হচ্ছে চুক্তি প্রথায়। এই নিয়োগেরও কোনো স্বচ্ছতা নেই। দলীয় আনুগত্য এবং কোথাও কোথাও অর্থের বিনিময়ে এইসব নীতিহীন নিয়োগ হচ্ছে। রাজ্য সরকারি দপ্তরগুলিতে ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক হুমকির মুখে কর্মচারী ও ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত কর্মচারীদের কাজ করতে হচ্ছে। অথচ বিগত ৩৪ বছরে ছিল এক গণতান্ত্রিক পরিবেশ। টিফিন

বিরতির সময় অফিসে অফিসে বিক্ষোভে কোনো বাধা ছিল না। এমনকি চরম বামফ্রন্ট সরকার বিরোধী সংগঠনগুলিও এই স্বাধীনতা ভোগ করেছে। দাবি-দাওয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রিসভার সদস্যদের সাথে এবং উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিকদের সাথে আলাপ আলোচনার ক্ষেত্রে কোনো বিধি-নিষেধ ছিল না।

চার

পূর্বোক্ত প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের গুরুত্বকে বিবেচনা করতে হবে। এই মুহূর্তে জাতীয় স্তরে সাম্রাজ্যবাদ নির্দেশিত নব্য উদারনীতি অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বকে বিপদাপন্ন করে তুলছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্ট আর এস এস-এর সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের ঘৃণ্য চক্রান্ত। নরেন্দ্র মোদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই দুই প্রবণতা জাতীয় রাজনীতিকে দক্ষিণপন্থী লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে সংহত করছে। গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ বাড়ছে। দেশের প্রচলিত শ্রম আইনগুলি মালিক স্বার্থে পরিবর্তনের অভিসন্ধি এর ইঙ্গিত। রাজ্যস্তরে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার বিপন্ন, রুটি-রুজি আক্রান্ত। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। এই অবস্থায় বিধানসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সব থেকে জরুরি।

প্রশ্নটির সাথে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কিত। কারণ অতীতের ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে, রাজ্যে যখন রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভারসাম্য শ্রমজীবীদের পক্ষে পরিবর্তিত হয়েছে, তখনই রাজ্য কর্মচারীদের অর্থনৈতিক অধিকারগত দাবি অর্জিত হয়েছে। উদারহণস্বরূপ বলা চলে যে, রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা প্রথম কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার দাবিটি অর্জন করেন ১৯৬৯ সালে, যখন রাজ্যে ক্ষমতাসীন হয় দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর রাজ্যে জারি হয় আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস। সেই সময় কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা আর পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়বার অর্থাৎ ১৯৭৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা পেয়েছেন। কিন্তু ২০১১ সালে বামফ্রন্ট সরকার চলে যাওয়ার পর তা আবার অধরা হয়ে গেছে। একই চিত্র বেতন কমিশনের ক্ষেত্রেও। যে পাঁচটি বেতন কমিশন অর্জিত হয়েছে, যার সুপারিশ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আরও উন্নত করে কার্যকর হয়েছে, এরও সময়কাল বামফ্রন্ট সরকার। অধিকারগত প্রশ্নে বিক্ষোভ ধর্মঘটের অধিকার সহ পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার অর্জিত হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালেই। সুতরাং এই নির্বাচনের সাথে পরিস্থিতি পরিবর্তনের প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে যুক্ত। বিগত পাঁচ বছর ধরে বিভিন্ন স্তরে যে সংগ্রামগুলি সংগঠিত হয়েছে তাকে নির্বাচনী সংগ্রামের সাথে যুক্ত করতে হবে।

রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রশ্নটি শুধুমাত্র রাজ্যের সীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দেশব্যাপী অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব রক্ষা, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে তুলে ধরা এবং গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামকে জয়ী করার এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো এই রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। কারণ পশ্চিমবঙ্গ হলো বামপন্থী গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ

শক্তির এক অগ্রবর্তী ঘাঁটি। এই ঘাঁটিকে রক্ষা করতে পারলে সর্বভারতীয় স্তরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইকে অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা নির্বাচনী কর্মী। অতীতে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনায় এ রাজ্যের কর্মচারীদের ভূমিকা বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে। এই ভূমিকাকে এবারও প্রতিপালন করতে হবে। রাজ্যের ভোটারদের নিকট আমাদের আহ্বান হবে 'নিজের ভোট নিজে দিন, যাকে ইচ্ছে তাকে দিন'। এই শ্লোগান রাজ্যে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের সাথে যুক্ত। তাই এই কাজ আমাদের সম্পন্ন করতে হবে। ▯

বিজ্ঞপ্তি

(ফর্ম-৪, বিধি-৮)

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করা হলো

১. পত্রিকার নাম : সংযোগ
২. পত্রিকার ভাষা : বাংলা ও ইংরাজী
৩. প্রকাশের স্থান : পি ডব্লুউ ডি অফিস, নীলরতন সরকার হাসপাতাল, কলকাতা-৭০০ ০১৪
৪. প্রকাশ কাল : দ্বি-মাসিক
৫. মুদ্রাকরের নাম, জাতি ও ঠিকানা : শ্রী মানবেন্দ্র পাল; ভারতীয়; পি ডব্লুউ ডি অফিস; নীলরতন সরকার হাসপাতাল, কলকাতা-৭০০ ০১৪
৬. প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা : ঐ
৭. সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা : সনৎ বেরা, ভারতীয়, পি ডব্লুউ ডি অফিস, নীলরতন সরকার হাসপাতাল, কলকাতা-৭০০ ০১৪
৮. স্বত্বাধিকারী ও তার ঠিকানা : পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন, পি ডব্লুউ ডি অফিস, নীলরতন সরকার হাসপাতাল, কলকাতা-৭০০ ০১৪

আমি, শ্রী মানবেন্দ্র পাল এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর :
মানবেন্দ্র পাল

রমেশবাবু ডি এ কেন বাড়ছে না?

সুজয় ঘোষ

ফুটবলপাগল রমেশবাবু বরাবরই আর্জেন্টিনার অন্ধভক্ত। তাই ছেলে হবার পর শখ করে তার নাম রাখেন দিমারিয়া। আর্জেন্টিনার তারকা ফুটবলার। কিন্তু বিদেশী নাম তো, দেশের সবার আবার জিভ ঘোরে না! তাই দিমারিয়া আদ্য অচিরেই পাড়ার সবাই ও আত্মীয়দের কাছে হয়ে গেলো 'ডি এ', 'ডি' ফর দিমারিয়া, 'এ' ফর আদ্য। সবাই তাকে আদর করে এখন 'ডি এ' বলেই ডাকে।

এদিকে, ছেলের বয়স প্রায় ৫ বছর হতে চলল, কিন্তু এখনও সে হাঁটতে শিখল না! তাই ডি এ-র চিন্তায় রমেশবাবুর কপালে হাত। ডাক্তার, বদ্যি, হাকিম, কবিরাজ, ওঝা, তান্ত্রিক, হোম, যজ্ঞ, ঝাড়ফুক, তুকতাক—কিছুই বাদ রাখেনি করতে। তবুও ডি এ বাড়ে না কেন! হাঁটে না কেন! "দেখো, আমি বাড়ছি মাম্মি!" বিজ্ঞাপনের চমক দেখে বাজারে গিয়ে কমপ্ল্যান কিনে এনে সকাল-সন্ধ্যা মাদার ডেয়ারিতে গুলে খাইয়েছে। ছেলে আবার চকলেট ফ্লেবার পছন্দ করে বলে তাও কিনে এনেছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হওয়ার নয়, ডি এ আর বাড়ে না!

ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান ডাঃ মাঝি বলেছেন, সোমাটোট্রপিক হরমোন (STH), আর গ্রোথ হরমোন (GH) কম ক্ষরণ হচ্ছে। তাই ডিএ বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে। ফিজিওথেরাপি-ও করিয়েছেন। পাড়ার বুড়িদের কথা শুনে ঘন্টার পর ঘন্টা ছেলেকে তেল মাখিয়ে রোদে পুড়িয়েছেন। যদি ভিটামিন "D" একটু বেশি তৈরি হয়। হাড়গুলি শক্তপোক্ত হয়। যদি ডি এ হাঁটতে শুরু করে। গিন্নি আবার ওপাড়ার পাগলাবাবার কাছ থেকে মন্ত্র পড়ানো ত্রিফলা এনেছেন। পাগলাবাবা বলেছেন, এই ত্রিফলা রাতে বাথরুমে দু'মগ জলে ভিজিয়ে রেখে দিবি, আর সকালে উঠে ছেলেকে খাওয়াবি। তাহলে 'এক মিনিটেই' সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। পাড়ার কিছু বখাটে ছেলে রামেশবাবুকে দেখলে প্রায় টিটকিরি মেরে বলে, "কাকু, বিদেশী তেলের বিজ্ঞাপন তো টিভি রোজ দেখাচ্ছে, ওটা একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন।" শুনে তো রমেশবাবু রেগে কাই। এই মারে, আর সেই মারে।

ডি এ-র আবার সাতকুলে সাকুল্যে একটি মাত্রই পিসি। তাই ডি এ-কে নিয়ে পিসির চিন্তাও নেহাত কম নয়। উনি আবার সততার পরাকাষ্ঠা, বেজায় ধার্মিক মানুষ। তাই তিনি ডি এ-র বেড়ে ওঠার জন্য বিপত্তারিণীর ব্রত থেকে চণ্ডীমণ্ডপের মনসাপুজো,

মা, মাটি থেকে ঘটি, বাটি সব ধরনের পুজো-আচ্চা করেছেন, সিন্নি চড়িয়েছেন, উৎসব পালন করেছেন। মুক্ত হস্তে দান ধ্যানও করেছেন। আর এসব কাজে উনি কোনো বাছবিচার করেন না। অন্ধ ফকির থেকে পাড়ার ক্লাব, সবাইকে দেদার অর্থ সাহায্য করেন। কাউকে দু'হাজার, তো কাউকে দু'লাখ। এমনকি, চুল্লু খেয়ে দখিনপাড়ার মর্জিনা বিবির খসমটা যখন মারা গেল, তাকেও দু'লাখ টাকা দিয়ে দিলেন।

দানের এমনই বাতিক যে রমেশবাবুর সাইকেলটাও কাকে দান করে দিলেন। পরে রমেশবাবু দিদিকে বকাবকি করলে পরে উনি বলেন, 'ছাড়তো বাপু, আগে আমার ডিএ বড়ো হোক, হাঁটতে শিখুক, অমন সাইকেল তোকে আমি পাঞ্জাব থেকে ৪০ হাজার আনিয়ে দেব।' ডি এ-র দিদি ভিখারীদেরও পেটপুজো করিয়ে দরিদ্রনারায়ণসেবা দেন, পুণ্যি লাভের জন্য। ইলিশ, মটন, বাগদা, ল্যাংচা সবই নিজে হাতে খাওয়ান। আর দেশ-বিদেশের ভিখারীগুলিও জড়ো হয়ে যায় ফ্রি-তে ভালো-মন্দ খাবার লোভে। মাঝে মধ্যে তারা ডি এ-র বৃদ্ধির কামনা না করে, পিসির গুণকীর্ত্তন করতে থাকেন। পিসিরও দিল তাতে "গার্ডেন গার্ডেন" হয়ে যায়। দেশের এমন কোনো তীর্থস্থান বাকি নেই, যেখানে পিসি পুজো দিয়ে পাথর পুঁতে আসননি! এমনকি সিঙ্গাপুর, বাংলাদেশ, লন্ডনেও পুজো দিয়ে এসেছেন! কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! ডি এ-র বৃদ্ধির তেমন কোনো লক্ষণ আজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

পাড়ার সমবয়সী অন্য ছেলেরা আজ ডি এ-র থেকে কতো বেড়ে গেছে। সত্যিই দেখলে কষ্ট হয়। পাশের বাড়ির নরেনখুড়োর ছেলেটা তো তরতর করে বাড়ছে। এখনই ডি এ-র সাথে পার্থক্য ৫৪ সেন্টিমিটার। পাড়ার লোকে অবশ্য বলে নরেনখুড়োর প্রচুর কালো টাকা। তাই ছেলেকে দামি দামি ভালো সব খাবার খাওয়ায়। এইতো পরশু শুনলাম, নরেনখুড়ো আবার নাকি আমেরিকায় তার এক জিগরি দোস্তের কাছ থেকে কী একটা ক্যাপসুল এনেছে, তা খাইয়ে ছেলেকে নাকি আরো লম্বা করে ফেলবে, তখন তার নাগাল পাওয়াই নাকি দুস্কর হয়ে যাবে।

রমেশবাবুও কানাঘুষোয় সেকথা শুনেছে। কিন্তু রমেশবাবুর অতো পয়সা কোথায়, তার উপর বাবার নাকি ৩৪ বছরের দেনা শোধ করতে হচ্ছে। তবে দু'দিন আগে এক ফকিরবাবা এসে একটা জলাঞ্জলির মন্ত্র শিখিয়ে গিয়েছেন। যেটা সকাল-সন্ধ্যা জপ করলে বিন্দু বিন্দু করে ডি এ-র বৃদ্ধি হবে। ২০১৬ জানুয়ারির শেষে ডি এ ১০ সেমি বৃদ্ধি পাবে। এটাই এখন রমেশবাবুর একমাত্র আশার আলো। একটু হলেও দিমারিয়া আদ্য, মানে সাধের ডি এ শেষ পর্যন্ত বাড়বে তো? কিন্তু ঐ আশায় কেবল চাষা মরে না, মরে রমেশবাবুর মতন সাধারণ মানুষও।

এত কিছুর পরেও ডি এ-র বৃদ্ধি না হওয়াতে রমেশবাবুর মনে একটা খটকা লাগলো। তাই গোপনে তদন্ত শুরু করলেন তিনি। এক সপ্তাহের মধ্যেই ফল হাতে নাতে পেলেন, যা দেখে রমেশবাবুর চক্ষু একেবারে চড়কগাছ। আসলে সরষের ভেতরেই লুকিয়ে ছিল পেত্নী। যে দিদিকে বিশ্বাস করে রমেশবাবু তাঁর ছেলের সমস্ত দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন,

শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো সেই দিদিই, মানে ডি এ-র প্রাণের পিসিই, তার ভাইপোর এই সর্বনাশের মূল কাণ্ডারী।

গত একবছর ধরে রমেশবাবু তাঁর দিদিকে ডি এ-র চিকিৎসার জন্য মোট ষোলো লাখ টাকা পাঠিয়েছিলেন। সেই পুরো টাকাটাই দিদি নিজের নাম প্রচারের জন্য দান-খয়রাতি করে উড়িয়েছেন। এমনকি উল্টে পাড়ার লোকের কাছ থেকে বাইশ লাখ টাকা দেনা করে বসে আছেন। এখন দেনা শুধতে তো ভিটেমাটি নিয়ে টানাটানি হবে। রমেশবাবু তাই বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁর ডি এ-র বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করতে হয় তাহলে এই অলক্ষুণে দিদিকেই বাড়ি থেকে তাড়াতে হবে। এছাড়া আর কোনো উপায় তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। পাড়ার লোকেদেরও একই মত। □

With Best Compliments From B-833

PIYALI CONSTRUCTION &
GENERAL ORDER SUPPLIERS

Vill.+P.O.- Gopalpur, Dist.- North 24 Parganas
Pin-743445, West Bengal
Mobile No. : 9609387592, E-mail : piyali.const@gmail.com

N.24-PGS.

With Best Compliments From 1317

M/s. R. M. CONSTRUCTION

Govt. Contractor (PHED)

R. G. S. Nagar
Barrackpore, Kolkata-700120

N.24-PGS.

With Best Compliments From B-74

DULAL PATRA

Govt. Contractor

Ranaghat
Nadia

NADIA

With Best Compliments From B-75

GALLANT ENGINEERS CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

Aguripara, P.O.- Kanchrapara
North 24 Parganas

NADIA

With Best Compliments From 766

M/s. GHOSH ENTERPRISE

Prop. **Ashok Kr. Ghosh**

Civil Contractor & Supplier

Suri, Samanaway Palli, Birbhum

BIRBHUM

With Best Compliments From B-321

FAJLU JAMAN

Gopipur, Burwan
Murshidabad

MURSHIDABAD

With Best Compliments From B-222

PARADISE CONSTRUCTION

Govt. Contractor & General Order Suppliers

Vill.-Mongalpur, P.O.- B. T. Park
Dist.- Dakshin Dinajpur
Mobile No. : 9434207452, 9434232992

DAKSHIN DINAJPUR

With Best Compliments From B-77

M/s. BISWAS BROS

Post + Vill.- Mohanpur
P.S.- Haringhata Farm, Dist.- Nadia

NADIA

এই বঞ্চনার শেষ চাই

রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মানুষের মতো সরকারি কর্মচারীদেরও বিপুল প্রত্যাশা দিয়ে ক্ষমতায় আসা বর্তমান সরকার পাঁচ বছর শেষ করতে চলেছে। কিন্তু অন্যান্য অংশের মানুষের মতো সরকারি কর্মচারীদের কি অবস্থা? ৪৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা বাকি। বিপুল শূন্যপদ। যতটুকু নিয়োগ হচ্ছে তাও চুক্তি ভিত্তিতে। একজন এস এ ই-কে একাধিক কাজের দায়িত্ব নিতে হচ্ছে। অথচ ক্ষমতায় আসার পূর্বে বর্তমান রাজ্য সরকার সরকারি কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে কি বলেছিলেন? এখন কি বলছেন? সত্যিই কি মহার্ঘভাতা দেওয়ার মতো টাকা নেই সরকারের? সত্যি কি শূন্যপদ নেই কোনো দপ্তরে? আসুন, দেখি নির্বাচনের পূর্বে কর্মচারীদের কি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল আর ক্ষমতায় আসার পর কি বলছেন রাজ্যের মন্ত্রীরা।

□ সরকারি কর্মচারী সম্বন্ধে

"পশ্চিমবঙ্গে সরকারি কর্মচারীদের অবস্থা অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোর মতোই শোচনীয়। ফিফথ পে-কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ওটা শেষ করে সিক্সথ্ পে-কমিশনকেও আপ টু ডেট করতে হবে। এক্ষেত্রে জানুয়ারি ২০০৬-এর থেকে মার্চ ২০০৮—এই ২৭ মাসের বেতন সরকার কোনোভাবেই দিতে রাজি নয়। এটা অবশ্যই দিতে হবে।

এছাড়া সরকারি ক্ষেত্রে সাড়ে তিন লক্ষ শূন্যপদ আছে। এখানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লোক নিয়োগ হলে সাড়ে তিন লক্ষ বেকার যুবকের চাকরি নিশ্চিত। এর পাশাপাশি ওই সাড়ে তিন লক্ষ শূন্যপদে লোক নিয়োগ হলে চাকরিরত সরকারি কর্মচারীদেরও প্রমোশন হতে পারে। যা বছরের পর বছর আটকে আছে।

সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা আপ টু ডেট হয়নি। সর্বোপরি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত ভাতা না থাকায় অন্য রাজ্যের তুলনায় এরাজ্যে বেতন প্রায় অর্ধেক।

সরকার বিরোধী সরকারি কর্মচারী সংগঠনগুলির সবাই যাতে দলের উর্দ্ধে উঠে একসঙ্গে লড়ে তার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস সচেষ্ট হবে।" (সূত্র ঃ জাগো বাংলা বিশেষ সংখ্যা, নির্বাচনী ইস্তাহার—২০০৯)

"তৈরি হবে ওয়ার্ক কালচার মিশন। রাজ্যে কর্মসংস্কৃতি ফেরাতে আমরা বদ্ধপরিকর। সরকারি কর্মচারীদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে। তাঁদের দীর্ঘদিন যেসব বক্তব্য উপেক্ষিত ছিল, যেসব বঞ্চনা দীর্ঘদিন তাঁরা সহ্য করেছেন, গোটা বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনার মাধ্যমে আশু পদক্ষেপ নেওয়া হবে।" (সূত্র ঃ সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ইস্তাহার ২০১১, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১১)

বিগত দুটি নির্বাচনে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের মন্ত্রীরা কি বলতে শুরু করলেন ঃ

□ বকেয়া মহার্ঘভাতা সম্বন্ধে

কেন্দ্রীয় সরকার ০১/০৭/২০১৩-তে তাদের কর্মচারীদের জন্য আরও ১০ শতাংশ মহার্ঘভাতা ঘোষণা করলে, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রীরা বলেন—

মাননীয় মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ঃ "...ওরা তো টাকা ছাপিয়ে ডি এ দিয়ে দেবে। আমাদের তো তা করার উপায় নেই। অর্থনীতি চাঙ্গা করার বদলে ওরা আরও বেহাল করে দিল। এটা এক ধরনের পাগলামি।" (সূত্র ঃ এই সময়, ২০১৩)

মাননীয় মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী ঃ "কেন্দ্র তো রাজ্যগুলিকে বলেনি যে কেন্দ্রের হারে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডি এ দিতে হবে। এই প্রতিশ্রুতি তো আগের সি পি এম সরকার দিয়েছে। ওদের অদূরদর্শিতার ফল এখন আমাদের ভুগতে হচ্ছে।" (সূত্র ঃ এই সময়, ২০১৩)

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ঃ "...কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের ডি এ আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মাইনে অনেক বেশি, আমরা রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের তা দেবো কি করে? কেন্দ্রীয় সরকার ডি এ দিলেই আমাদের দিতে হবে কেন?" (সূত্র ঃ গণশক্তি, ২১/১১/১৩)

মাননীয় মন্ত্রী অমিত মিত্র ঃ "সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা দেওয়া তখনই সম্ভব যখন এর আর্থিক দায় কেন্দ্র নেবে।" (সূত্র ঃ এই সময়, ১৯/১১/১৪)

মাননীয় অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র ঃ "এবছর (জানুয়ারি মাসে) সাত শতাংশ মহার্ঘভাতা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সরকারি কর্মীরা মাইনে তো পাচ্ছে?" (সূত্র ঃ এই সময়, ১০/৬/১৫)

ডি এ না দেওয়ার উপরোক্ত উক্তিগুলি ছাড়াও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী প্রায়শই রাজ্যের আর্থিক অবস্থা খারাপ, কর্মচারীদের বেতন পেনশন দিতে সব টাকা খরচ হয়ে যায় ইত্যাদি বলেন। যেমন ২০১১ সালের অক্টোবর মাসে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এক টাকা আয়ের ৯৪ পয়সাই চলে যায় বেতন, পেনশন, সুদ ইত্যাদি যোজনা বহির্ভূত খরচ মেটাতে। তাঁর প্রশ্ন ছিল ৬ পয়সায় কি উন্নয়ন সম্ভব? (সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬/১০/১১)

কিন্তু তথ্য কি বলছে ঃ রাজ্য সরকারের আয়, ঋণ, বেতন-পেনশন খরচ ব্যয় (২০১৪-১৫) (কোটি টাকায়)

আয়		ব্যয়	
(ক) রাজস্ব আয়—	৯৬,৪৬৬	(ক) ঋণের কিস্তি ও সুদ—	৩০,৬৬১.৬৭
(খ) মূলধনী আয়—	৩৩,২০১	(খ) বেতন —	৩১, ৫৪৪.৩৪
		(গ) পেনশন —	১২,৬৮২.৬৮
মোট আয়—	১,২৯,৬৬৭	মোট ব্যয়—	৭৪,৮৮৮.৩৯

(সূত্র ঃ বাজেট অ্যাট এ গ্ল্যান্স ২০১৫-১৬, পৃঃ ১ ও ১৩)

রাজ্য সরকারের তথ্যই বলছে পূর্বোক্ত তিনটি খাতে ব্যয়ের পরিমাণ আয়ের

৫৮ শতাংশ, ৯৪ শতাংশ নয়।

শুধু তাই নয়, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতার টাকা কিভাবে লুট হচ্ছে তাও সরকারি পরিসংখ্যানেই উঠে আসছে। যেমন রাজ্যের অর্থ দপ্তরের হিসাব জানাচ্ছে ২০০৮-০৯ সালের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৯-১০ সালে সরকারি কর্মচারীদের বেতন বাবদ ব্যয় বেড়েছিল ৮১১২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। ২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১ সালে বেড়েছিল ৩০৮৩ কোটি টাকা। তারপর থেকেই কমে গেছে। ২০১৩-১৪ বর্ষের থেকে ২০১৪-১৫ বর্ষে বেতন বাবদ ব্যয় বেড়েছিল মাত্র ১৫৫৯ কোটি টাকা। সরকারি সূত্রেই জানা যাচ্ছে মূলত কর্মচারীদের ডি এ না দিয়ে সরকার বছরে সাশ্রয় করেছে ১৬,০০০ কোটি টাকারও বেশি। রাজ্যের অর্থ দপ্তরের হিসাব জানাচ্ছে প্রায় সাড়ে তিন বছরের বকেয়া মহার্ঘভাতার টাকায় ২০১৪-১৫ বর্ষের বেতন দিয়েছে সরকার। (সূত্র ঃ গণশক্তি, ১৯/২/১৬)

অথচ তথ্যেই স্পষ্ট বাজেটে বেতন-পেনশন বাবদ টাকা ধরা থাকলেও সরকার খরচ করেনি।

বেতন খাতে ব্যয় বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয়

(সমস্ত টাকার হিসাব কোটিতে)

আর্থিক বছর	বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
২০১৪-১৫	৩৩,৬২৫.৩৩	৩০,৯৮৫.১০
২০১৫-১৬ (নভেঃ '১৫ পর্যন্ত)	৩৩,৬৯৩.১৭	৩২,৯১১.০৪

পেনশন খাতে ব্যয় বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয়

আর্থিক বছর	বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
২০১৪-১৫	১৩,৫৬৮.২৮	১২,১২৮.২১
২০১৫-১৬ (নভেঃ '১৫ পর্যন্ত)	১৩,৮২৪.৭৯	১৩,২৮৬.৫২

(সূত্র ঃ সংশ্লিষ্ট বছরের 'বাজেট অ্যাট এ গ্ল্যান্স')

অথচ পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে ঠিক বিপরীতটাই ঘটেছিল—

বেতন খাতে ব্যয় বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয়

আর্থিক বছর	বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
২০০৭-০৮	১২,০৭৮.৯৬	১২,৮০৮.৭৮
২০০৮-০৯	১৩,৮২০.৬৮	১৪,০৫৭.৭২

পেনশন খাতে ব্যয় বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয়

আর্থিক বছর	বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
২০০৭-০৮	৩,৬৯৯.৪২	৩,৯৬৯.৪৮
২০০৮-০৯	৪,৩০১.৬০	৪,৩০১.৭২

(সূত্র ঃ সংশ্লিষ্ট বছরের 'বাজেট অ্যাট এ গ্ল্যান্স')

বুঝতে অসুবিধা হয় কি দুই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ।

এখানেই শেষ নয়, রাজ্যের আর্থিক অবস্থা খারাপ, বামফ্রন্ট সরকারের দেনার জন্য কিছুই করা যাচ্ছে না বলা হলেও সরকারি বিজ্ঞাপনেই দেখা যাচ্ছে ২০১০-১২ সালে যখন ২১,১২৮.৭৪ কোটি সরকারের রাজস্ব আদায় হয়েছিল সেখানে ২০১৫-১৬ সালে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৪২,৯১৯.৬৬ কোটি টাকা। (সূত্র ঃ এই সময়, ০১/৩/১৬)

অন্যদিকে ২০০৩-০৪-এ রাজ্যের প্রাপ্য কেন্দ্রীয় সহায়তা (গ্রান্টাস্ ইন এড) এক ধাক্কায় কমিয়ে দিয়েছিল বাজপেয়ী সরকার। ২২৩৭ কোটি টাকা থেকে নেমে এসেছিল ১৮৯৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকায়—প্রায় ৪০০ কোটি টাকা কম। ২০১৪-১৫'এ রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সহায়তা বাবদ পেয়েছিল ২০৮৮০ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা—যা সর্বকালীন রেকর্ড। বিগত বছরের তুলনায় ৯০২৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা বেশী। এছাড়াও কেন্দ্রীয় রাজস্বের অংশ হিসাবে পেয়েছিল ২০১২-'১৩ সালে ২১ হাজার ৯৭৬ কোটি টাকা আর ২০১৪-'১৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৮ হাজার ২৪১ কোটি টাকা। চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশে ২০১৪-'১৫ সালের তুলনায় ২০১৫-'১৬ সালে করের অংশ বাবদ ১৬,৭১৪ কোটি টাকা অতিরিক্ত প্রাপ্তি হয়। তাহলে ঋণের জন্য বামফ্রন্ট সরকার দায়ী? অতিরিক্ত অর্থ যাচ্ছে কোথায়? —এটাই প্রশ্ন।

স্বাভাবিক ভাবেই, রাজ্য সরকারের মাননীয় মন্ত্রীদের উক্তি, সমস্ত পরিসংখ্যান প্রমাণ করে সরকারি কর্মচারীদের ডি এ দেওয়ার কোনো রাজনৈতিক সদিচ্ছাই নেই বরং কর্মচারীদের দলদাসে পরিণত করতে না পারার আক্রোশে ভাতে মারার ইচ্ছার প্রাবল্যই প্রধান। অর্থাৎ বহু প্রচারিত কর্মচারী দরদী ভাষণগুলি ছিল পুরোপুরি ভাঁওতা—মানুষকে বোকা বানানোর কৌশল।

এই নৈরাজ্যের প্রকৃত সমাধান নিয়োগকর্তা পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই সম্ভব।

—স্টাডি টিম

With Best Compliments From 1318

BOSE & CO.

2/35, Jatindas Nagar
Belgharia, Kolkata-700056

N.24-PGS.

শাসক অনুচর কর্মচারী সংগঠনের আসল চেহারা এদের বিশ্বাস করা চলে?

 'সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা দেওয়া তখনই সম্ভব যখন এর আর্থিক দায় কেন্দ্র নেবে।' (সূত্র ঃ এই সময়, ১৯/১১/১৪)

মাননীয় অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র-র এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে অর্থমন্ত্রীর যুক্তির সঙ্গে সহমত পোষণ করে তৃণমূল প্রভাবিত কর্মচারী সংগঠনের নেতা মঙ্গলময় ঘোষ বলেন, 'অমিতবাবু সঠিক কথা বলেছেন। কেন্দ্র তার বরাদ্দ দিচ্ছে না। তবে এর মধ্যে রাজ্য সরকার চেষ্টা করছে বকেয়া মেটানোর।' (সূত্র ঃ এই সময় ১৯/১১/১৪)

 বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করেই যে বামবিরোধী নয়া 'প্রোগ্রেসিভ ইউনাইটেড ইঞ্জিনীয়ার্স এ্যাসোসিয়েশন' গড়েছে শাসকদল, রাখঢাক না করেই তা জানিয়েছেন তৃণমূল সমর্থিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের নেতারা। সম্প্রতি এ্যাসোসিয়েশনের উদ্বোধনী সভায় ফেডারেশনের কোর কমিটির সদস্য সঞ্জীব পাল সরাসরিই বলেন, 'ভোটের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজকর্মগুলি দ্রুত সম্পন্ন করুন, এব্যাপারে ইঞ্জিনীয়ারদেরই গুরু দায়িত্ব। অবশ্যই আপনাদের দাবি-দাওয়া আছে ও থাকবে। সেই দাবি মেটানো হবে দ্বিতীয়বার মন্ত্রিসভা গড়ার পরেই।' সুবর্ণবণিক সমাজ হলে অনুষ্ঠিত ওই সভায় সঞ্জীববাবু জানান, 'রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবি এড়িয়ে যাওয়া যায় না। এটা কর্মচারীদের প্রাপ্য। তবে এটাও মাথায় রাখতে হবে যে রাজ্য সরকার আর্থিক সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সেটাই মহার্ঘভাতা মেটানোর ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধক।' (সূত্র ঃ এই সময়, ৫/৯/১৫)

 প্রচারে তৃণমূলের কর্মচারী সংগঠনও ঃ বকেয়া মহার্ঘভাতা নিয়ে সরকারি কর্মচারীদের ক্ষোভ প্রশমন করতে উন্নয়নের খতিয়ান নিয়ে প্রচারে নামছে তৃণমূলের কর্মচারী সংগঠন। প্রচারে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে রাজ্য সরকারের ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনও। এই প্রচারের সূচনা হয়েছে ওয়েষ্ট বেঙ্গল অফিসার্স ফোরামের বার্ষিক সাধারণ সভায়। শাসকদলের সমর্থক এই সংগঠনের সম্পাদকীয় ভাষণে রাজ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির মরুদ্যান সৃষ্টি হয়েছে বলে দাবি করে আগামী দিনে তা রক্ষা করার আবেদন জানানো হয়েছে। সংগঠনের মতে, রাজ্যে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরকারি কর্মচারীরাও সুরক্ষিত।

অফিসার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, বর্তমান সরকার উন্নয়নের নিরিখে সারা দেশের মধ্যে নজির গড়েছে। কেন্দ্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কর্মচারীদের জন্য ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন, কর্মচারীদের জন্য ক্যাশলেস স্বাস্থ্য প্রকল্প চালু ও বাসস্থানের জমি সংক্রান্ত আদেশনামা প্রকাশ করেছে। সচিবালয়ের কর্মীদের অবস্থান পর্যালোচনার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পর্যালোচনা কমিটি গঠন করেছে। যা এক কথায় নজিরবিহীন। যদিও বকেয়া মহার্ঘভাতা নিয়ে সুকান্ত বিশেষ কিছু বলতে চাননি।

(সূত্র ঃ এই সময়, ৮/২/১৬)

—স্টাডি টিম

With Best Compliments From B-531

ABHIJIT GHOSH

Govt. Contractor Illambazar

BIRBHUM
MOBILE : 9932317491

BIRBHUM

[*সম্প্রতি সমস্ত দেশজুড়ে চরম দক্ষিণপন্থী ও হিন্দুত্ব ভাবধারার শক্তি ভয়ঙ্কর দাপাদাপি শুরু করেছে। কেন্দ্রে আসীন মোদী সরকার একদিকে নব্য উদারনীতি ও বেসরকারিকরণের ধারক ও বাহক, অন্যদিকে এই সরকারের নেতা-নেত্রী ও মন্ত্রীরাও আর এস এস-এর হিন্দুত্বের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে আগের থেকে আরও বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ফলে এদেশের ধর্মনিরপেক্ষতা, বহুত্ববাদী ঐতিহ্য ও গণতন্ত্র এবং একইসাথে সংগ্রামী মানুষের ঐক্যও ভীষণভাবে বিপদের সম্মুখীন। অত্যন্ত পরিকল্পিত ও চক্রান্তের জালবুনে দেশদ্রোহিতার ধুয়ো তুলে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা কানহাইয়া কুমার সহ বহু ছাত্রদের ওপরে নির্যাতন নামিয়ে আনা হয়েছে। শুধু তাই নয়, হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী গবেষক রোহিত ভেমুলারের উপরে মানসিক নির্যাতনের বোঝা চাপিয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করানো হয়েছে। উপরিউক্ত ঘটনাগুলির বিরুদ্ধে শুধু এদেশের নয়, বিভিন্ন দেশের প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবীরা তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। আমাদের দেশেও খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও গবেষকেরাও প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে এই ধরনের অত্যাচার এবং বিস্ময়কর সরকারি নীরবতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। দেশজুড়ে এই আলোড়নমূলক পরিস্থিতিকে বিবেচনায় রেখে সংযোগ সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে এই প্রসঙ্গে এদেশের দুই প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও সাংবাদিক যথাক্রমে ইরফান হাবিব ও পি সাইনাথ-এর দুটি রচনা পুনর্মুদ্রিত করা হলো। আমাদের প্রত্যাশা পাঠকবর্গ এ থেকে সমগ্র বিষয়টি অনুধাবন করে নিজেদের কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারবেন।*]

দেশদ্রোহী কে?

ইরফান হাবিব

দেশদ্রোহীতা কী? কে দেশদ্রোহী আর কে নয়? দেশের অর্থ কখনোই এটা নয় যে যাদের সরকার চলছে তাদের মান্যতা দেওয়াই দেশপ্রেম। বলা হয়ে থাকে কোনো দেশের সীমাটাই দেশ। জন স্টুয়ার্ট মিল বা অন্য কারো কথা দেখে নিন, কোথাও বলা নেই, যে শুধু জমিটাই দেশ। দেশ তৈরি হয় জনগণকে নিয়ে। নাগরিকদের নিয়েই দেশ। তাদের মধ্যে একটা চেতনাবোধ থাকা প্রয়োজন যে আমরা একজোট, একটা দেশ। মানুষ যেখানে থাকে সেখানে দেশ স্থাপন করে। আমাদের সীমানা সিয়াচেন পর্যন্ত না তার থেকে বেশি অথবা আকসাই চীন আমাদের কী আমাদের নয়, এর সঙ্গে দেশের কোনো সম্পর্ক নেই। দেশের অর্থ তার নাগরিকদের কল্যাণে। এই কথার পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করা প্রয়োজন যে দেশপ্রেমী অথবা দেশদ্রোহী কে?

সিয়াচেনে কিছুদিন আগে আমাদের কয়েকজন জওয়ান প্রাণ হারিয়েছেন। একজনকে

জীবিত উদ্ধার করা হয়েছিল। পরে তিনিও মারা যান। এখন কেউ যদি বলেন ২০ হাজার ফুট উচ্চতায় আমাদের জওয়ানদের পাঠাবেন না, তাহলে তিনি কি দেশদ্রোহী? পাকিস্তান যদি বলে আমরা সেনা সরিয়ে নিচ্ছি, আপনারাও সরিয়ে নিন। এখন যেটা বর্ডার তাকে মেনে নেওয়া হোক। একটা টিম বানানো হোক, যারা দেখবে দু'দিক থেকে এর উলঙ্ঘন হচ্ছে না। এটা মানতে কী বিরোধিতা হয়? সংবাদপত্রে খবর হয়েছে এর আগে পাকিস্তানে সেনারা যখন ভাবে মারা গেছিলেন তখন বড় বড় সেনা জেনারেল, মেজর জেনারেল সেখানে গিয়েছিলেন। তখন পাকিস্তান প্রস্তাব দিয়েছিল যে দু'দিক থেকে সেনা সরিয়ে নেওয়া হোক। এবারও এই ঘটনার পর পাকিস্তান ফের প্রস্তাব দিয়েছে দু'দিক থেকে সেনা সরানো হোক। আমাদের বড় বড় সেনা আধিকারিকরা তা খারিজ করে দিয়েছেন। তারা তো এখানে এ.সি ঘরে বসে অছেন। এরা জাতীয়তাবাদী? যারা এখানে বসে সিয়াচেনে সেনাদের পাঠাচ্ছেন তাদের মৃত্যু হতে পারে জেনেও, তারা দেশদ্রোহী নয়। কিন্তু যারা বলছেন ওখানে জওয়ানদের পাঠিও না, গরিব লোক এভাবে মেরো না। তারা দেশদ্রোহী? তাহলে কাকে বলবো জাতীয়বাদী? জে এন ইউ-র ঘটনাতেও এই দেশদ্রোহীতার অভিযোগ লাগানো হয়েছে। সিয়াচেনে আমাদের জওয়ান শহীদ হচ্ছে আর এরা এখানে দেশ বিরোধিতা করছে—এমনই বক্তব্য। জওয়ানদের ওখানে কে পাঠাচ্ছে? জে এন ইউ-র ছাত্ররা?

আমাদের সংবিধানে বাক্‌স্বাধীনতা এবং মতপ্রকাশের অধিকার রয়েছে। সংবিধানেও এই অধিকার দেওয়া হয়েছে, যে কেউ চাইলে সরকারের সমালোচনা করতে পারেন। আজকাল যে রাষ্ট্রদ্রোহীতার কথা বলা হচ্ছে কোথাও তা লেখা নেই। সরকারের সাথে কেউ সহমত হোক বা না হোক তার বাক্‌স্বাধীনতার পূর্ণ অধিকার আছে।

জে এন ইউ-তে অনেক ধরনের স্লোগান দেওয়া হয়েছে বলে বলা হচ্ছে। তার মধ্যে কিছু ভুল স্লোগানও থাকতে পারে। যা অন্য কারো ভাবনায় আঘাত দিয়ে থাকতে পারে। সত্যি-মিথ্যে বলতে পারবো না, কিন্তু কিছু লোক দাবি করছেন ওখানে স্লোগান দেওয়া হয়েছে ভারতের বরবাদির। যারা এই ধরনের স্লোগান দেন তাদের কাছে আমার একটাই বক্তব্য, বিজেপি'র হাত শক্ত করবেন না। ভারত বিরাট বড় বিষয়। আপনারা বললেই ভারত বরবাদ হবে না। কিন্তু এমন কাজ করবেন না যাতে বিজেপি মজবুত হয়। আপনারা বরবাদ করুন না করুন, কিন্তু বিজেপি নিশ্চয়ই বরবাদ করবে। বিজেপি-কে এই কাজ করার সুযোগ দেবেন না। কিন্তু এর সঙ্গেই আমি বলবো যতটা সম্ভব 'আজাদি' দেওয়া যায়, তা দেওয়া উচিত। যতক্ষণ বিতর্ক হবে না, কথা হবে না, ভাবের আদান প্রদান হবে না, ভারত এগোবে না। এই জন্য মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

সব বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পরিবেশ তৈরি করতে হবে যাতে সকলে নিজের মত জানাতে পারবে। হিন্দুস্তান সবার। সব অংশের মানুষের বাক্‌স্বাধীনতা দিতে হবে। সে মণিপুর হোক, নাগাল্যান্ড হোক অথবা কাশ্মীর। শুধু কাশ্মীর ভারতের অংশ না, কাশ্মীরীরাও ভারতীয়। কিন্তু বিজেপি-র নীতি আলাদা। নাগপুর (আর এস এস সদর দপ্তর) মনে করে ন্যাগাল্যান্ড, মণিপুর তাদের গোলাম। আমাদের তা নীতি নয়। আমরা

মনে করি সবাই তাদের কথা বলবেন। এটা আমাদের কর্তব্য আমরা যদি সত্যিই কাশ্মীরকে ভারতের অংশ মনে করি, তাহলে কাশ্মীরীদের সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন? তাদের ভুয়ো সংঘর্ষে মারা হবে না। তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হবে না। ওদের যাতে এটা মনে না হয় যে, যারা হত্যাকাণ্ডে যুক্ত ছিল তাদের ছেড়ে দেওয়া হলো কিন্তু আফজল গুরুকে শূলে চড়ানো হলো। এই ধারণা যেন না হয় যে ওকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে কারণ সে মুসলমান ছিল, কাশ্মীরী ছিল। কারো যদি মনে হয় যে এটা ন্যায়বিচার হলো না। আমি ন্যায় পেলাম না। এই কথা বলার যদি অধিকার না থাকে তাহলে গণতন্ত্রই থাকবে না ভারতে। তাই যদি আমাদের দেশের কাজ করতে হয়, তাহলে প্রত্যেককে বলতে দিতে হবে। তা না হলে দেশের উন্নয়ন হবে না। যারা মানুষকে কথা বলতে বাধা দিচ্ছে তারাই দেশদ্রোহী। যারা গুণ্ডামি করছে তারাই দেশদ্রেহী। এরা কারা যারা অন্যকে দেশদ্রোহী বলছে? গুণ্ডারা সব সময় নিজেদের সব থেকে বড় দেশপ্রেমিক বলে, জাতীয়তাবাদী বলে দাবি করে। আপনারা টিভিতে দেখেছেন, কাগজেও এসেছে, 'গুণ্ডা ন্যাশনলিজম' শব্দটা। আদালত চত্বরে আইনজীবীরা বলছেন 'মেরে ফেলবো। গুলি করবো।' তখন এই 'গুণ্ডা ন্যাশনালিজম' শব্দটাই যথার্থ মনে হয়।

আর এস এস, বিজেপি নিজেদের সব থেকে বড় দেশভক্ত বলে। ১৯২৫ সালে আর এস এস-এর প্রতিষ্ঠা। অসহযোগ আন্দোলনের পরে কিছু লোক মুসলিম লিগে, কিছু লোক হিন্দু মহাসভায় চলে যায়। আর কিছু লোক আর এস এস-এ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। শুরু থেকেই এদের প্রতারণা ছিল। গোলওয়ালকার বলেছেন, আমরা চাইতাম হিন্দু স্বয়ংসেবক সংঘ বানাতে। কিন্তু কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছিলেন যে নামের মধ্যে 'রাষ্ট্রীয়' শব্দটা রাখো। এটা শুধু হিন্দুদের বিষয় তা গোপন কর। সম্ভবত ব্রিটিশকে কোনো কারণে খুশি করার জন্য সেই সময় 'রাষ্ট্রীয়' নাম রাখে। অর্থাৎ শুরু থেকেই ধোঁকাদারি।

শুরু থেকেই তাদের শত্রু কে ছিল? ব্রিটিশরা নয়। যারা ভারতে শাসন করছিল তাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেনি। মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতা ছিল। তারাও তো হিন্দুদের মতো ব্রিটিশ শাসনে নিষ্পেষিত ছিল। মুসলিম লিগের মতো যারা হিন্দুদের বিরুদ্ধে ছিল। আর অপরদিকে আর এস এস, হিন্দু মহাসভা মুসলিমদের বিরুদ্ধে। পারস্পরিক বিরোধের জেরে আসলে ব্রিটিশদের হয়েই কাজ করছিল এরা। তাদের সুবিধে করছিল।

১৯৩৮ সালে আর এস এস-এর সরসংঘচালক গোলওয়ালকার 'উই অর আওয়ার নেশানহুড ডিফাইন্ড' বই লেখেন। সেখানেই স্পষ্ট ছিল হিন্দুরাষ্ট্রের লক্ষ্য। এরা যখন ১৯২৫ সালে আর এস এস তৈরি করে তখনই এটা স্থির করেছিল। দ্বিজাতিতত্ত্বের নীতি শুধু মুসলিম লিগের নয়। হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্তানের স্লোগান তো আগেই দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩৭ সালে হিন্দু মহাসভার সভাপতি হয়েও সাভারকার একই কথা বলেছিলেন। হিন্দু আর মুসলিম দুটি আলাদা রাষ্ট্র হবে। এরা জাতীয়তাবাদী? রাষ্ট্র, জাতির ভাগ চায় যারা, তারা রাষ্ট্রভক্ত? এরা বলে হিন্দুস্তানের বরবাদী শুরু হয়েছে

যবে থেকে মুসলমানরা এখানে এসেছে। সব সময় বলে আমরা এক হাজার বছর পরাধীন ছিলাম। কিন্তু দু'শো বছরের ব্রিটিশের গোলামির বিরুদ্ধে একটা কথাও বলেনি এরা। ১৯২৫ থেকে ৪৭ পর্যন্ত কোনো প্রতিবাদ করেনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। এরা হিন্দুরাষ্ট্রের কথা বলে, মোদি যা বানাতে চায়। এই প্রসঙ্গে গোলওয়ালকার কী বলেছে? সেই হিন্দুরাষ্ট্রে মুসলমানদের কী হবে? হয় হিন্দু হয়ে যেতে হবে নতুবা হিন্দুরাষ্ট্রের গোলাম হয়ে থাকতে হবে। কোনো অধিকার থাকবে না। কোনো ন্যায়বিচারের অধিকার থাকবে না এমনকি তাদের নাগরিকত্বও থাকবে না। ভারতের জনগণের একটা বড় অংশকে বলে দেওয়া হলো তাদের কোনো অধিকার থাকবে না। এরা দেশদ্রোহী নয়?

সাভারকার তো ব্রিটিশকে মুচলেকা দিয়ে এসেছিলেন। গোটা জীবনে আর ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কথা বলেননি। ১৯৪৩-এ ব্রিটিশ যখন এদের প্যারেড, অস্ত্র চালনায় আপত্তি জানালো, গোলওয়ালকার লিখে দিলেন প্যারেড করবো না। কোনো ইউনিফর্ম পরবো না। ব্রিটিশ গোয়েন্দারা রিপোর্ট দিয়েছিল, এদের নিয়ে ব্রিটিশদের কোনো বিপদ নেই, মুসলিমদের থাকলে থাকতে পারে।

এরপর ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা এলো। গান্ধীজী হত্যার পর সর্দার প্যাটেল যিনি এদের উপর নিষেধাজ্ঞা তোলার সওয়াল করেছিলেন, তিনি চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে লিখলেন, গান্ধীজী হত্যায় এদের হাত আছে কিনা তার প্রমাণ মেলেনি, কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এরা নিরীহ মুসলমানদের অনেক মেরেছে। রক্তে রাঙা এদের হাত। ব্রিটিশদের নিয়ে এই আর এস এস-এর কোনো মাথা ব্যথা ছিল না, কিন্তু নিরীহ নারী, শিশুদের মারতে এরা দক্ষ ছিল। গান্ধীজীর মৃত্যুতে এরা মিষ্টি বিলি করেছিল। এরা দেশদ্রোহী নয় তো কে দেশদ্রোহী? দেশভাগের পর মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড এবং আর এস এস-ই দু'পক্ষে গণহত্যা করিয়েছে। কে হিসেব রাখবে কে আগে কে পরে করেছে?

নিষেধাজ্ঞা তোলা হবে কি না সেই আলোচনার সময় ১৯৪৮ সালে সর্দার প্যাটেল যখন ভারতের সংবিধান এবং জাতীয় পতাকাকে স্বীকার করার কথা বলেছিলেন, তখন অস্বীকার করেছিল আর এস এস। এখন নির্দেশ দিচ্ছেন সব জায়গায় ঝাণ্ডা লাগাতে হবে। ৪৮-এ মানেননি কেন? এখন জাতীয়তাবাদী আর দেশদ্রোহী বিতর্ক তুলে জাতীয় পতাকা মনে পড়েছে?

এরপর কেন্দ্রীয় সরকার বলেছিল, তাহলে আর এস এস-এর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠবে না। জেলেই থাকতে হবে নেতাদের। তখন বাধ্য হয়ে মুচলেকা দিয়েছিল বলেছিল, সংবিধান মানবে এবং জাতীয় পতাকাকে স্বীকার করবে। জেলে থাকতে হবে শুনেই মুচলেকা দিয়েছিল। এত বাহাদুর ছিল এরা! মুচলেকা দিয়ে বলেছিল, জাতীয় পতাকাকেও মানি, সংবিধানও মানি। আসলে সবই ধোঁকাবাজি ছিল। মানতো না কোনোটাই। চিরকাল ওরা গেরুয়া পতাকাকেই স্যালুট করেছে। জাতীয় পতাকাকে নয়। স্বাধীন দেশের প্রথম সরকার এদের দেশবিরোধী বলে ঘোষণা করেছিল। তারা এখন অন্যদের দেশবিরোধী বলছে।

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের নামে খুব সম্মান হচ্ছে এখন। রাস্তাও হচ্ছে। ১৯৬১ সালে

উনি বলেছিলেন গান্ধীজী রাষ্ট্রপিতা নন। কল্যাণ সিং যখন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনিও ঐ একই কথা বলেছিলেন। ওদের দাবি বেদের সময় থেকে আমাদের রাষ্ট্র। গান্ধীজী কীভাবে রাষ্ট্রপিতা হবেন? বেদে তো রাষ্ট্রের কোনো বিষয় নেই। ভারত নামই নেই বেদের কোথাও। কী করে রাষ্ট্র বেদের সময় থেকে হয়ে গেল?

এই পুরো সংগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বড় অবদান আছে। জে এন ইউ-র আগে হায়দরাবাদে হয়েছে। এটা পুরো ফ্যাসিস্ট ষড়যন্ত্র। ঠিক যেভাবে নাৎসিরা জার্মানিতে করেছিল। জনগণের স্বাধীনতা হরণ করছে এরা। যেখানে এদের সরকার আছে সেখানেই চেষ্টা চলছে, সর্বত্র পারছে না। চেষ্টা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে কোনো বিতর্ক না হয়। গুন্ডাগর্দি করছে। এ বি ভি পি-কে ব্যবহার করছে; কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি হায়দরাবাদে রোহিত ভেমুলার ক্ষেত্রে যা করেছেন। হায়দরাবাদেও এই ঘটনার পিছনে এ বি ভি পি ছিল। জে এন ইউ-তেও এ বি ভি পি-কে দিয়ে এত নোংরাভাবে এই কাজ করালো যে প্রতিবাদে তাদের তিন নেতাই ইস্তফা দিয়েছে। এসবই নাৎসি জার্মানি থেকে এরা শিখেছে। গোলওয়ালকার বলেছিল, যেখানে নাৎসিরা ইহুদিদের হত্যা করেছিল, এখানেও তাই হওয়া উচিত অর্থাৎ মুসলিমদের খুন করো।

ভারতের সংবিধানে বলা হয়েছে সরকার মিশ্র সংস্কৃতিকে তুলে ধরবে। এন ডি এ সরকার ছাড়া এদের আগে কংগ্রেস এবং অন্য যে সরকার ছিল তাদের আর যে ত্রুটিই থাক, সকলেই মিশ্র সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছে। আর এস এস মিশ্র সংস্কৃতির সব সময় বিরোধিতা করেছে। আদবানিজী আজকাল খুব নরমপন্থী হয়েছেন। তিনি এক সময়ে বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন, মিশ্র সংস্কৃতির মতো খারাপ জিনিস আর কিছু নেই। হিন্দু আধিপত্যবাদী সংস্কৃতি হওয়া চাই। মিশ্র সংস্কৃতিতে তো মুসলিম, খ্রিস্টান, পারসি, সবাই থাকবে। এই মিশ্র সংস্কৃতিকে ধংস করতে চায় আর এস এস। এটাই সবথেকে ভয়ঙ্কর।

তাই যে বিবাদ এসেছে তা খুব বড় বিপদ। এদের আগের সরকার স্কুল পাঠ্যবই বদলে দিয়েছিল। এবার ক্ষমতা বেশি, বিশ্ববিদ্যালয়কে টার্গেট করেছে। সারা দেশের জনতার এখন একজোট হওয়া প্রয়োজন এদের বিরুদ্ধে। মাত্র ৩১ শতাংশ ভোট পেয়ে এরা সরকার চালাচ্ছে। ৬৯ শতাংশ এদের বিরুদ্ধে। এখন যেখানে নির্বাচন হচ্ছে, সেখানেই এদের ফল খারাপ হচ্ছে। ফলে এদের ফ্যাসিস্ট গুন্ডাগিরি আরো বাড়বে। যে যে শক্তি এদের মোকাবিলা করতে পারবে তাদের এক জায়গায় আসতে হবে। যতক্ষণ না তা হচ্ছে ফ্যাসিবাদকে রোখা যাবে না। তাই বামপন্থী এবং অবামপন্থী এমন গণতান্ত্রিক শক্তিকে এক মঞ্চে আসতে হবে। যদি এক মঞ্চে আসতে না-ও পারেন, তাহলে যেভাবে সম্ভব পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে তুলতে হবে। যা জে এন ইউ-য়ের ঘটনায় হয়েছে। কংগ্রেস এবং সব বামপন্থীরা এক জায়গায় এসেছে। তাই যত বদমাশি এরা করছে জে এন ইউ নিয়ে, পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীদের টেনে এনেছে, ভুয়ো ভিডিও বানিয়েছে—তাতে সফল হয়নি। কারণ বিরোধীরা একটা বড় ফ্রন্ট বানাতে পেরেছে। আমাদের ছোট মতপার্থক্যকে পাশে সরিয়ে রেখে এখন একজোট হতে হবে, কারণ এতেই দেশকে রক্ষা করা যাবে। □

`With Best Compliments From B-836

M/s. AMARASH SADHU

Govt. Contractor & General Order Suppliers

Korarbagan, Bongaon
North 24 Parganas

N.24-PGS.

With Best Compliments From B-838

AQUATECH ENGINEERS

Govt. Contractor
Specialist in : Sinking of Deep Tube-well &
Civil-Mechanical Works

Regd. Office : A-10/387, Kalyani, Nadia-741235
Mobile No. : 9830614198

N.24-PGS.

With Best Compliments From B-380

BISWANATH BISWAS

Govt. Contractor & General Order Suppliers

Tikarhat
Burdwan

BURD.

চেতনায় চাই আজাদি, কারাগার-মুক্ত হোক সব চিন্তা

পি সাইনাথ

জে এন ইউ-এর ঘটনা একেবারেই বিচ্ছিন্ন নয়।

দেশের সম্ভ্রান্ত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংঘ পরিবারের গেরুয়াকরণের কর্মসূচীও নতুন নয়।

১০৫ দিন ধরে চলেছিল পুনের এফ টি টি আই পড়ুয়াদের বিক্ষোভ, সংঘ-নিযুক্ত ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে। দেশের চলচ্চিত্র জগতের নক্ষত্ররাও এই লড়াইয়ে সংহতি জানিয়েছিলেন। আন্দোলনের সমর্থনে সেদিন সোচ্চার হয়েছিলেন পরিচালক, শিল্পী সবমহলই। সংহতি জানাতে আন্দোলনের ১০০তম দিনে পুনের ক্যাম্পাসে হাজির ছিলাম আমি নিজেও।

একই কায়দায় সংঘ-বিরুদ্ধ স্বর চাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল আই আই টি চেন্নাইয়ের আম্বেদকর পেরিয়াল স্টাডি সেন্টারে। একইরকম সক্রিয় ছিল মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক।

আই আই টি, আই আই এম এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলিতে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সুপরিকল্পিত কায়দায় উপাচার্য বা ডিরেক্টর পদে বসানো হচ্ছে সংঘ-ঘনিষ্ঠদের। যাঁরা সংঘের সুর মিলিয়ে বিশ্বাস করেন ১৫০০০ বছর আগে চলা পুষ্পক রথ ছিল বিজ্ঞানের অগ্রগতি, সেইসব জোকারদের বসানো হচ্ছে উঁচু পদে।

সংঘ-ব্রিগেড গান্ধীকে শত্রু, রবীন্দ্রনাথকে শত্রু মনে করতো। তারা জাতীয় পতাকাকে মানতে চায়নি, জাতীয় সংগীতকে মানতে চায়নি। সংঘ চেয়েছিল গেরুয়া ঝাণ্ডা। এরাই নিদান হাঁকছে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথায় ২০৭ ফুট উঁচু জাতীয় পতাকা তুলতে হবে। শুধু জাতীয় পতাকা তুলেই তাহলে মণিপুর, নাগাল্যান্ড, কাশ্মীরের সমস্যা মিটে যেত!

মিথ্যাচার করেছিল রবি ঠাকুরকে নিয়েও। ব্রিটিশরাজের বন্দনা করে নাকি 'জনগণমন' লেখা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এদের দেখে।

এরাই এখন দেশপ্রেমের ক্লাস নিচ্ছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এরাই ব্রিটিশদের পা ধরে ক্ষমা চেয়েছিল।

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলবে না, মুচলেখা দিয়েছিল সাভারকার।

সংঘ শুধুই বলবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে। কানহাইয়া কুমার সেই সংঘের চক্রান্তের শিকার। বানানো ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের শিকার। কীভাবে জি নিউজ জালিয়াতি করেছে, ফাঁস করেছেন ওই চ্যানেল থেকে ইস্তফা দেওয়া প্রযোজক বিশ্ব দীপক। সরকারের বিশ্বাস

অনুযায়ী খবর করেছিল ওরা। বানানো সেই টেপই পাঠানো হয়েছিল মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকে, বিজেপি-র দপ্তরে।

নিজেদের মনগড়া ইতিহাসেই শুধু এদের ভরসা। ধর্মনিরপেক্ষতা, সৃজনশীলতা, গণতন্ত্রকে সংঘ ঘৃণা করে। নির্মিত নয়, এমন ইতিহাসকে এরা ঘৃণা করে। গান্ধীর মতোই এদের শত্রু নেহরু। নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম ও পাঠাগারেও আক্রমণ করেছে এরা। প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন দেশের অন্যতম শিক্ষাবিদ মহেশ রঙ্গরাজন।

মেধাবৃত্তির দুনিয়ায় আর এস এস-এর কোন উপস্থিতি নেই। তবু তারা মেধাচারিতার দুর্গ দখল করতে মরিয়া। শুধু জে এন ইউ নয়। গণতন্ত্র, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সুস্থ বিতর্কের জন্য যারাই সওয়াল করেছে, আর এস এস তাদের ঘৃণা করে এসেছে।

জে এন ইউ'র দশজন ছাত্র হয়তো আফজলের নামে স্লোগান দিয়েছে।

তাহলে পি ডি পি? কাশ্মীরে বিজেপি'র জোটসঙ্গী, ওরাও তো আফজল গুরুর ফাঁসির বিরোধিতা করেছে। আমার মতো এদেশে অনেকেই রয়েছেন যাঁরা মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে। আমি জে এন ইউ'র ছাত্র ছিলাম ৩৭ বছর আগে। জে এন ইউ'র ক্যাম্পাস বিতর্কের পীঠস্থান। দুনিয়ার সব ক্যাম্পাসের মতোই। কানহাইয়া কাউকে পাথর ছোঁড়েনি, লাঠি মারেনি। সে কিছু ছাত্রের ঝগড়া থামিয়েছিল। শুরু করেছিল বিতর্ক। সে জানিয়েছিল জাতিবাদ থেকে, মনুবাদ থেকে, ক্ষুধা থেকে সে আজাদি চায়। আমিও চাই।

ব্রিটিশরা তিলককে, গান্ধীকে যে কালা আইনে জেলে পুরেছিল, সেই একই দেশদ্রোহিতার আইনে কানহাইয়াকে জেলবন্দী করেছে বিজেপি।

একই ঘটনা হায়দরাবাদে। প্রাণ গেল রোহিত ভেমুলার। সংঘ মিথ্যাচার করেছে এই বলে যে রোহিত সত্যি দলিত ছিল কি না! মৃত রোহিতকেও এরা নিচে নামাচ্ছে। মেধাবী রোহিত যদিও দলিত সংরক্ষণের সুযোগে সেখানে ভর্তি হয়নি। হয়েছে নিজের যোগ্যতায়। রোহিত লড়ছিল সংদের দলিত বিদ্বেষের বিরুদ্ধে। সংঘের চোখে রোহিতও দেশবিরোধী।

দত্তাত্রেয় দুটো চিঠি লিখেছিলেন স্মৃতি ইরানিকে। রোহিতের শাস্তি চেয়ে। স্মৃতি ইরানি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে লিখেছিলেন পাঁচটা চিঠি। এরা সুপ্রিম কোর্ট মানে না। হাইকোর্ট মানে না। আদালত চত্বরে পেটায় আইনজীবীদের।

এই একই সরকার হরিয়ানায় জাঠদের সাথে আলোচনায় রাজি। ১৫ জন মারা গেছে হরিয়ানায়। সরকার সেনাকে বলেছে নমনীয় হতে। হরিয়ানা নিয়ে সরকার সমঝোতা করছে। হরিয়ানার চেম্বার্স অফ কমার্স বলেছে দশ হাজার কোটি টাকার লোকসান হয়েছে। লেজে গোবরে হয়েছে মোহনলাল খাট্টারের সরকার। এই খাট্টারই দু'মাস আগে বলেছিল মুসলিমরা এদেশে থাকতে পারে কিন্তু তাদের বিফ খাওয়া ছাড়তে হবে।

হরিয়ানা নিয়ে নরম, জে এন ইউ নিয়ে গরম।

জে এন ইউ'র যে ছাত্ররা একটা পাথরও ছোঁড়েনি তাদের জেলে পুরছে। দেশদ্রোহীর

তকমা সাঁটছে। জে এন ইউ'র ছাত্রদের লড়াইয়ের দাবি ক্যাম্পাসের বাইরেও। তারা সংঘের মুখোশ খুলে দিতে চায়। সংঘের স্বঘোষিত 'গডম্যান'দের বেআব্রু করতে চায়।

সংঘ ভারতীয় ঐতিহ্যের কথা শোনায়। স্বাধীনতা সংগ্রামে এদের একজন হিরোর নামও বলতে পারবে না। সোশ্যালিস্টদের, কমিউনিস্টদের, কংগ্রেসের অবদান আছে। শুধু এদেরই একজনেরও নেই স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন ন্যূনতম অবদান।

সংঘ ধর্মনিরপেক্ষদের ঘৃণা করে। যুক্তিবাদীদের ঘৃণা করে। এরা মেরেছে দাভোলকার, পানসারে, কালবুর্গিদের। যেভাবে ১৯৪৮-এর ৩০ জুলাই গডসে মেরেছিল গান্ধীকে। খুনের ঐতিহ্য এরা অবশ্য বজায় রেখেছে।

সংঘ মুখ খুললেই মিথ্যে বলে। কোন দাঙ্গা বাধানোর আগে মিথ্যে গুজব ছড়ায়। সল্ট লেকে বলবে বালিগঞ্জে তারা দেখেছে কোন মন্দিরের সামনে কোন গোরুর মাথা পড়ে আছে। আমি দেখিনি আমার ভাই দেখেছে। বালিগঞ্জে বলবে আলিপুরে দেখেছে।

সংঘ আরও আগ্রাসী হবে। দিল্লি আর বিহারে গোহারান হেরেছে। সামনে তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, কেরালার ভোট। পরের বছর উত্তরপ্রদেশে। এদের দুটো গানই জানা আছে। সেটাই ওরা বারবার বাজায়। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ আর দেশবিরোধিতার তকমা সাঁটা!

জে এন ইউ সংঘের কাছে ব্যুমেরাং হয়ে গেছে। জে এন ইউ বলেই। ভিন্ন মেরুর মতাদর্শের সংঘর্ষ চলে এখানে বারোমাস। যুক্তি, পাল্টা যুক্তি, বিতর্কের আঁতুরঘর জে এন ইউ। প্রকাশ কারাত, সীতারাম ইয়েচুরির মতো বামপন্থী নেতারাই নন, বহু আই এ এস, আই এফ এস-এর মতো আমলারাও জে এন ইউ-রই ফসল।

লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। সংঘ-বিজেপি জমানায় এই প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের লিখিত প্রতিবেদনে বলা হলো পুষ্পক রথের গালগল্পের কথা। এ দেশে জন্ম নেওয়া নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ভেঙ্কটেশ বললেন এধরনের বোকাদের জায়গায় তিনি আর দ্বিতীয়বার আসবেন না।

সব চেয়ে চিন্তার বিষয় মিডিয়াও সংঘের সাজানো অ্যাজেন্ডায় জড়িয়ে পড়ছে। তারাও ব্যস্ত হলো কে দেশপ্রেমিক আর কে দেশদ্রোহী বাছতে। এতে লাভ তো সংঘেরই।

আমি দেশপ্রেমিক কি না কাদের কাছে প্রমাণ করবো, সংঘের কাছে? যাদের বরাবর মুচলেখা দেওয়ার ইতিহাস। জরুরী অবস্থার সময়েও এরা মুচলেখা দিয়েছিল। জেল থেকে ছাড়া পেলে ভালোভাবে চলবে। এমনই বীরপুঙ্গব সংঘ!

এরা আসলে গণতন্ত্রকেই জেলে পাঠাতে চায়। স্বাধীন চিন্তাকে গারদবন্দী করতে চায়। কাঁটাতার লাগাতে চায় চেতনার জগতে। সংঘ চায় চেতনায় বশ্যতা স্বীকার।

গণতান্ত্রিক, যুক্তিবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ সব ভাবনাকেই সংঘ পুরতে চায় কারাগারে।

কারগার থেকে কানহাইয়ার মুক্তি চাই। কানহাইয়ার মুক্তি হলেও লড়াই শেষ হবে না। দেশজুড়ে লাখো কানহাইয়ার মুক্তি চাই। তাদের কণ্ঠস্বরের মুক্তি চাই। কথা বলার বিধি-নিষেধের মুক্তি চাই। □

With Best Compliments From B-773

MD. MOSARRAF HOSSAIN

Govt. Contractor

BIRBHUM

নিয়োগ নীতির ব্যাভিচার

বর্তমান রাজ্য সরকারে আসীন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইস্তাহার অনুযায়ী বহু বেকার যুবক-যুবতী চাকরি পাবার আশা নিয়ে বুক বেঁধেছিলেন। কারণ শাসকদলের নির্বাচনী ইস্তাহার অনুযায়ী বামফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ শূন্যপদ ছিল, ক্ষমতায় এলে যা তারা পূরণ করবে। কিন্তু সরকারের মেয়াদকাল পূর্ণ হতে যাওয়ার সময়ে রাজ্য সরকারের দেওয়া পরিসংখ্যানই অন্য কথা বলছে। সত্যিই কি সাড়ে তিন লক্ষ শূন্যপদ ছিল? পরিসংখ্যান কি বলছে—

পঞ্চম বেতন কমিশনের রিপোর্ট বলছে, ১৯৯৬ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত রাজ্য সরকারি দপ্তরে অনুমোদিত পদ বা কর্মী ছিল ৪,৮৪,২৯০ জন। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র সম্প্রতি বিধানসভায় এক প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছেন তাঁরা সরকারে আসার পর ১,৩৯,৯২৫টি পদ তৈরি করেছেন যদিও তাঁরই দেওয়া তথ্য বলছে, রাজ্যে এখন কর্মচারীর সংখ্যা ৩,২৭,৮৬২টি, অর্থাৎ সরকারের শূন্যপদ রয়েছে ২,৯৬,৩৫৩টি। (সূত্র ঃ এই সময়, ০৩/১১/১৪)

যদি উল্লিখিত সংখ্যার নতুন পদ সত্যিই তৈরি হয়, তা সত্ত্বেও সরকারি পরিসংখ্যানেই প্রমাণ হয়ে যায় বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে সাড়ে তিন লক্ষ শূন্যপদ ছিল না। ক্ষমতায় আসার পর ২০১২ সালে রাজ্য সরকার বেকারদের চাকরি দেওয়ার জন্য এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক তৈরি করে এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে নিয়ম করে লক্ষ লক্ষ লোক নিয়োগের কথা বলে থাকেন। মুখ্যমন্ত্রী কখনও বলেন চার বছরে ৩৯ লক্ষ চাকরি দিয়েছি তো কখনও সেটা লাফিয়ে ৬৭ লক্ষে চলে যায়। যদিও কোথায় কত নিয়োগ হয়েছে তার কোন পরিসংখ্যান নেই। আবার কখনও সরকারি দপ্তরে ৩ লক্ষ চাকরি দিয়েছি, ২ লক্ষ আরও দেবো বলে ঘোষণাও করেন।

কিন্তু রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী বিধানসভায় জানান এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে মোট নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ১৭,২৯,১১৩ জন। এর মধ্যে চাকরি হয়েছে ১০৪৩ জনের। (সূত্র ঃ গণশক্তি, ৪/৩/১৫)

কিন্তু গত সাড়ে চার বছরে সরকারি দপ্তরে চাকরি কি কিছুই হয়নি? অবশ্যই হচ্ছে, তবে তার বেশিরভাগটাই চুক্তির ভিত্তিতে। আমাদের বিভিন্ন দপ্তরে বিপুল পরিমাণ এস এ ই পদ শূন্য থাকলেও পি এস সি-কে অকেজো করে দিয়ে কখনও অবসরপ্রাপ্তদের কখনও এজেন্সির মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরে এস এ ই নিয়োগ হচ্ছে।

রাজ্যের অর্থসচিবের লেখা এক চিঠির (No. F.S-54/2015) সূত্রে জানা গেছে গত সাড়ে চার বছরে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর সহ ৬২টি বিভাগে নিয়োগ হয়েছে মাত্র ৪১,১৭১ জন। যাদের সিংহভাগটাই চুক্তির ভিত্তিতে। তার মধ্যে পুলিশ, স্কুল শিক্ষক এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরে চার বছরে মোট নিয়োগ হয়েছে ১৯,৬০৪টি।

দপ্তর	শূন্যপদ	চার বছরে নিয়োগ
স্কুল শিক্ষা	৫৬,৯৯০	৩৮২
স্বাস্থ্য	২০,২৭৩	৪২৩১
পুলিশ	৪৩,৮৯৮	১৪,৯৯১
সংখ্যালঘু উন্নয়ন	১৭০৩	২৭৩
আদিবাসী উন্নয়ন (নবগঠিত)	৯৬ (নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল)	২১

(সূত্র ঃ গণশক্তি, ১৪/৯/১৫)

লক্ষ লক্ষ শূন্যপদ থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী বেকারদের নিয়ে রসিকতাতেও কম যান না। যেমন ১৯/৪/১০১২ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকা মারফৎ জানা যাচ্ছে 'প্রশাসন চালাতে গিয়ে কোথায় অসুবিধা হচ্ছে?' মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্নের জবাবে অনেক সচিবই লোকবল কম থাকার কথা বলায় মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের উদ্দেশে হালকা সুরে বলেন, 'লোক নেই তো আমি কি করব? তাহলে তো মঙ্গলগ্রহ থেকে লোক আনতে হয়।'

২০১৫ সালে এসে আবার মুখ্যমন্ত্রীই বলছেন, "রাজ্যে নতুন হাসপাতাল হচ্ছে, স্কুল কলেজ হচ্ছে, বাড়ছে সরকারি কাজ। অথচ শূন্যপদ অনেক। লোক না নিলে চলবে কি করে? (সূত্র ঃ আনন্দবাজার, ১/৭/১৫)

তাই দু' লক্ষ লোক নিয়োগের ঘোষণা। যেমন প্রাথমিক শিক্ষক ৩৫,০০০, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষক ৩৫,০০০, গ্রুপ-সি কর্মী ৭০,০০০, গ্রুপ-ডি কর্মী ৬০,০০০। (সূত্র ঃ আনন্দবাজার, ১/৭/১৬)

কিন্তু নিয়োগ হবে কবে? সংবাদমাধ্যম মারফৎ জানা যাচ্ছে ১৭/১১/১৫ তারিখে গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগের জন্য পশ্চিমবঙ্গ চতুর্থশ্রেণী কর্মীনিয়োগ পর্ষদের বিজ্ঞপ্তি জারি হলেও নিয়োগ পরীক্ষা কবে হবে পর্ষদ তার জন্য সরকারের মুখ চেয়ে আছে। (সূত্র ঃ এই সময়, ৫/২/১৫)

ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্টাফ সিলেকশন কমিশন সূত্রে জানা গেছে এখনও কর্মচারী নিয়োগের নির্দিষ্ট কোনও নির্দেশই রাজ্য সরকারের তরফে আসেনি। বড় জোর সেক্রেটারিয়েট ও ডাইরেক্টরেট মিলিয়ে আড়াই হাজার নিয়োগের নির্দেশ এসেছে। নির্বাচনের আগে সেই প্রক্রিয়াও শেষ করা অসম্ভব।

গ্রুপ-ডি রিক্রুটমেন্ট বোর্ড জানিয়েছে, ৬০ হাজার কর্মচারী নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছে তারা, তবে নেহাতই প্রাথমিক পর্যায়ে। সব মিলিয়ে ঠিক কত সংখ্যক নিয়োগ হবে, কবের মধ্যে হবে—তাও এখনও স্পষ্ট নয় কমিশন বা বোর্ডের কাছে। (সূত্র ঃ এই সময়, ২৩/২/১৬)

মুখ্যমন্ত্রীর চাকরি দেওয়া এখানেই শেষ নয়। গত ১৬/২/১৬ তারিখে নেতাজী ইন্ডোর

স্টেডিয়ামে 'উৎকর্ষ বাংলা' অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মুড়ি মুড়কির মতো চাকরি বিলিয়েছেন। সেখানে কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের উদ্দেশে বলেছেন, 'এখনও পর্যন্ত ১৫ লক্ষ বেকার ছেলেমেয়েদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে ১০ লক্ষের চাকরি দেওয়া হয়ে গেছে। ভয় নেই, বাকি ৫ লক্ষেরও হবে।' অথচ তথ্য বলছে পলিটেকনিক ও আই টি আই মিলে পাঁচ বছরে প্রশিক্ষণ পেতে পারে বড় জোর ৯০ হাজার। ভোকেশনাল জুড়লে সংখ্যাটা আরও সাড়ে ৩ লক্ষ বাড়তে পারে। এরা সকলেই চাকরি পেলেও সংখ্যাটা কোনো ভাবেই ৫ লক্ষ ছাড়াতে পারে না। (সূত্র ঃ গণশক্তি ১৭/২/১৬)

পলিটেকনিক, আই টি আই পাশ ছেলেদের চাকরি তো দূরঅস্ত, গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনীয়ারদের অবস্থা কি? ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে পেটের তাগিদে এখন তাদের ক্লার্কের চাকরিতেও আপত্তি নেই। গত তিন চার বছরে স্টাফ সিলেকশন কমিশন যে পরীক্ষাগুলি নিয়েছিল, তার প্রায় প্রতিটি পরীক্ষাতেই বিপুল পরিমাণ ইঞ্জিনীয়ার আবেদন করেন। সংবাদপত্রের পাতা থেকে তার পরিসংখ্যান দেওয়া হলো।

পরীক্ষা	ন্যূনতম যোগ্যতা	বিটেক/বিই ইঞ্জিনীয়ার	ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার	পি এইচ ডি	স্নাতকোত্তর
লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক	মাধ্যমিক বা সমতুল	১০,৬৩৭	৬,৬০৪	০	৫৫,০১৪
এ এস আই এক্সাইজ	উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল	৪,০১৩	১,৪৬১	০	২,৭০৪
এস আই ফুড	উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল	৪,৯১৭	৩,০৩১	১২	১৬,৭৪৫
স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ (এসসি/এসটি) ফায়ার ইঞ্জিন অপারেটর কাম ড্রাইভার	মাধ্যমিক বা সমতুল	১১৬	২৩৬	০	১,৪১১
	অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ	০	০	০	২

(সূত্র ঃ এই সময়, ২৭/০৬/২০১৫)

এই রকম বহু পরিসংখ্যান প্রমাণ করছে শাসকদলের নির্বাচনী ইস্তাহার আসলে বেকার যুবক-যুবতীদের সঙ্গে নির্মম রসিকতা যা এখনও চলছে। যার সর্বশেষ উদাহরণ হলো পাঁচ বছর পি এস সি-কে অকেজো করে রেখে কখনও সিনিয়ার সিটিজেনদের কখনও এজেন্সির মাধ্যমে এস এ ই নিয়োগ করে নির্বাচনের আগে হঠাৎ পি এস সি-র মাধ্যমে লোক নিয়োগের বিজ্ঞাপন। অর্থাৎ পাঁচ বছর আগের দেওয়ার টোপ আবার একবার।

প্রিয় পাঠকবন্ধু, এবার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পালা এমন মিথ্যাচারিতাই কি চলতে থাকবে? নাকি রাজ্যের কর্মপ্রার্থীরা একটি সংবেদনশীল সরকার পাবে?

—স্টাডি টিম

With Best Compliments From B-228

S & R CONSTRUCTION

Chahinnamasta Pally
Balurghat
Dakshin Dinajpur

DAKSHIN DINAJPUR

With Best Compliments From B-219

SULEKHA CONSTRUCTION

Chakvrigu Mistrypara
Chakvrigu, Balurghat
Dakshin Dinajpur

DAKSHIN DINAJPUR

With Best Compliments From B-141

CHOUDHURY & SONS

Government Contractor & General Order Supplier
At+P.O.- Garhjoypur, P.S.- Joypur, Dist.- Purulia (W.B.)
Mobile : 9732075571/9732073887

PURULIA

With Best Compliments From B-142

SRIKRISHNA CONSTRUCTION

Government Contractor & General Order Supplier
Prop. **DIPANJAN SINGH DEO**
Vill.+P.O.- Garhjoypur, P.S.- Joypur, Dist.- Purulia (W.B.), Pin- 723201
Mobile No. : 9851884467

PURULIA

With Best Compliments From 2994

THE WEST BENGAL PEST CONTROL & SERVICE SUPPLY

Expert in : Pre & Post Construction Antitermite Soil treatment and All Kinds of Pest Control Service

Mr. Krishna Pada Das Mobile : 9433737014, 9088889088
39/G, Kalikapur, Barasat, North 24 Parganas

MALDA

With Best Compliments From B-538

PARTHA SARATHI SADHU
&
SHYAMAL MONDAL

Purandarpur, Birbhum

BIRBHUM

টুকরো সংবাদে টক-ঝাল-মিষ্টি

ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেত...

অর্থাৎ ঋণ করতে ঘি খাও। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এই প্রবচনটি একটু পাল্টে করেছেন ঋণ করেও দান খয়রাতি করো, ঋণ করেও মেলা খেলা করো, ঋণ করেও নীল-সাদা রং করো। শপথ নিয়েই ১১ দিনের মাথায় তাঁর ঋণের কথা মাথায় আসে, তিনি খাতা খোলেন তিন হাজার কোটি টাকা ধার করে। স্বাধীনতার পর থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ৬৪ বছরে এরাজ্যের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৯২ হাজার কোটি টাকা। এই ঋণের মধ্যে ৭৯ হাজার কোটি টাকা ছিল স্বল্প সঞ্চয় খাতে ঋণ। কেন্দ্রীয় সরকারের আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলক ছিল এই ঋণ। অথচ বর্তমান সরকারের এই ৫ বছরে ঋণ ১ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে রেকর্ড করেছে সারা ভারতে। গত তিন বছর ধরে বাজার থেকে ধার করায় শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে দিদির "বিশ্ব বাংলা"।

('ক'...এ...কামদুনি, 'খ'...এ...খরজুনা, 'গ'...এ...গাইঘাটা...)

ব্যঞ্জনবর্ণ ও স্বরবর্ণের প্রতিটি অক্ষরে একাধিক অত্যাচারিত ধর্ষিত মেয়ের চোখের জল, বুকের রক্তে—লবণাক্ত/রক্তাক্ত 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প। এই বিষয়েও কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী "বাংলা এগিয়ে, বাংলা প্রথম"। মনে আছে মধ্যমগ্রামের সেই কিশোরীকে? বিহার থেকে বাংলায় এসেছিল শুধু লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে বলে। হায় দুঃস্বপ্ন! বিহারে আবার তার বাবা-মা ফিরে গেছেন কোল খালি করে, লজ্জায় মাথা হেঁট হয়েছে বাংলার। আসানসোল রূপনারায়ণ পলিটেকনিক কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্রীকে জোর করে মদ খাইয়ে ধর্ষণ করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা। ছাত্র পরিষদের সম্পাদক শান্ব মণ্ডলও এই ধর্ষণকান্ডে যুক্ত ছিল। এমন অজস্র উদাহরণ বাংলার গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে রয়েছে। 'লজ্জা' শব্দটার ক্ষমতা নেই এই লজ্জা বোঝানোর। নতুন কোন শব্দ আবিষ্কার করবেন কি দিদিভাই?

মিথ্যার ফুলঝুরি, চমকের ঝালমুড়ি...

রাজ্যের অর্থমন্ত্রী তথ্য দিয়েছেন, হোডিং এ হোডিং-এ দেখা যাচ্ছে গত পাঁচ বছরে এ রাজ্যে বিনিয়োগ হয়েছে ৮৭ হাজার ১৭৭ কোটি টাকা অথচ আনন্দবাজারের তথ্য অনুযায়ী ও অর্থ দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিনিয়োগ মাত্র ৬৮৭১ কোটি টাকা। অথচ এই পাঁচ বছরে গুজরাটে বিনিয়োগ ১,১২,৮৮০ কোটি, মহারাষ্ট্রে বিনিয়োগ ৬৪,৭৫০ কোটি এবং অন্ধ্রপ্রদেশে বিনিয়োগ ২৬,৭৫৪ কোটি। সেখানে কোথায় বাংলা?

অথচ, বুদ্ধদেববাবুর আমলে পাঁচ বছরে বিনিয়োগ এসেছিল ৪৮,১০৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ এই পাঁচ বছরের ৮ গুণ বিনিয়োগ এসেছিল শেষ পাঁচ বছরের বামফ্রন্ট আমলে। কিন্তু তা নিয়ে প্রচারে কয়েকশো কোটি টাকা ব্যয় করা হয়নি, বা মিথ্যার ফুলঝুরি জ্বালানো হয়নি।

বিদ্যুৎ বিলে ব্যাপক বৃদ্ধি

বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধিতে আবার বাংলা প্রথম। সি ই এস সি এলাকায় ১০০ ইউনিট বিদ্যুতের দাম ২০১১ এপ্রিলে ছিল ৪২০ টাকা ৮৫ পয়সা সেখানে ২০১৫ এপ্রিলে হয়েছে ৬৭৫ টাকা ৬৫ পয়সা। অর্থাৎ ৬১ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে। গরিব মানুষের বিদ্যুতের দামেও পশ্চিমবঙ্গ প্রথম। ২৫ ইউনিট পর্যন্ত ব্যবহারকারী গরিবদের জন্য প্রতি ইউনিট দাম এরকম—

অন্ধ্রপ্রদেশে	— ১ টাকা ৪৫ পয়সা
হরিয়ানায়	— ২ টাকা ৭০ পয়সা
উত্তরপ্রদেশে	— ২ টাকা
বিহার, তামিলনাড়ুতে	— ৩ টাকা
গুজরাটে	— ৩ টাকা ১৫ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গে (বিদ্যুৎ পর্ষদ)	— ৩ টাকা ৩৭ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গে (সি ই এস সি)	— ৩ টাকা ৭৮ পয়সা

বাম আমলে ২০০৪-০৫, ২০০৫-০৬, ২০০৬-০৭ এই তিন বছরে বিদ্যুতের দাম কমেছিল। ২০১০-১১ সালে সি ই এস সি এলাকায় প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম ছিল ৪ টাকা ৭৩ পয়সা যা ২০১৪-১৫ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৬ টাকা ৯৭ পয়সা। অন্যদিকে সি ই এস সি-এর মুনাফা ২০০৮ সালে ৩৫৫ কোটি টাকা থেকে ২০১৪-এ ৬২৫ কোটি টাকা হয়েছে এবং গত পাঁচ বছরে বিদ্যুতের দাম বেড়েছে ৪৭.৩৬ শতাংশ। গোয়েঙ্কাজীর আই পি এল-এর "পুনে ওয়ারিয়র্স" দলের খরচ পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের পকেট কেটেই সংগৃহীত হলো।

রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির এলাকাতেও বিদ্যুতের ইউনিট প্রতি গড় মাসুল ২০১০-১১ সালে ছিল ৪ টাকা ৭১ পয়সা, ২০১৫-তে মাসুল ৬ টাকা ৫৬ পয়সা। বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরে (১৯৭৭-২০১১) ইউনিট পিছু বিদ্যুতের দাম বেড়েছিল ৩ টাকা ৯৭ পয়সা। আর তৃণমূল সরকারের চার বছরেই (২০১১-১৫) ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের দাম বেড়েছে ১ টাকা ৮৫ পয়সা।

(সূত্র ঃ গণশক্তি, ৯/৯/'১৫)

—স্টাডি টিম

With Best Compliments From

B-87

G. B. CONSTRUCTION

Govt. Contractor & General Order Suppliers

Senpara, Pirtala,
P.O.- Krishnagar
Dist.- Nadia
(S.T.D.-03472) Ph. No.- 253523

NADIA

সত্যেরই হয় জয়

দীনেশ দত্ত

এভাবেই কি চলবে রাজ্যপাট?
এভাবেই কি গুমোট গরমে মানুষের পুড়ে যাবে গা?
উবে যাবে বুক ভরে জমে থাকা সব উষ্ণ বাতাস?
চলন্ত পথের ধারে ওঁত পেতে থাকা বিপদের লক্ষ ছোবল
এভাবেই কি প্রতিদিনই কেড়ে নেবে জীবনের নতুনের স্বাদ?

এভাবেই কি চলবে রাজ্যপাট?
কেন এই সভ্য সমাজে আজ বন্যদের বিপুল আস্ফালন?
কেন আজ কদর্য বাজারী ভাষা গর্ব ভরে বলে
আমিই তো সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ?
টাকার মধুর স্বাদে কেন আজ বিবর্ণ হয়
মূল্যবোধের লালিত্যের রঙ?

কেন আজ দুষ্কৃতীদের সারা গায়ে
বীরত্বের রঙিন মুখোস?
এভাবেই কি ধসে যাবে
গণতন্ত্রের পাথরের ভিত
কাগজের তাসের মতো?
এভাবেই কি মূল্যহীন হবে
প্রশাসনের বিশ্বাসী মুখ
ঝরে পড়া হলুদ পাতার মতো?

এভাবেই কি চলে যাবে দিন?
এভাবেই কি সবুজ ক্ষেতের বুক
ঢেকে দেবে ঘোলাটে কুয়াশা?
কখনই হয় না তা।

হতে পারে চারিদিকে আজ চক্রান্তের নিটোল বুনন—
হতে পারে বন্দুকের নিশানায় আছে সংগ্রামের সব দক্ষ সেনাপতি—
হতে পারে বিবেকের বাঁধন ছিঁড়ে দলে দলে স্বঘোষিত ভিক্ষুকের দল
গান বাঁধে ছলনাময়ীর মানবিক রূপ—

তবুও সত্য এটাই—
বিষাক্ত মাটির বুকে
কখনও জন্ম নেয় না কোনও উন্নত জীবনের রস—
নৃশংস দৈত্যের হাতে
সৃষ্টি হয় না মিথ্যার পবিত্র সৌধ
সত্য এটাই—
সত্যেরই হয় জয়।

With Best Compliments From A-313

SISIR JANA

Govt. Contractor & General Order Suppliers

Vill. +P.O.- Simulia
Dist.- Purba Medinipur

PURBA MEDINIPUR

With Best Compliments From A-312

SARASWATYA JAL SAMPAD BWABAHAR KARI UNNYAN SAMITY

Vill.- Saraswatya (Nichu), P.O.- Sundarnagar,
P.S.- Panskura
Dist.- Purba Medinipur

PURBA MEDINIPUR

With Best Compliments From A-315

KAMAL KUMAR BERA

Govt. Contractor & General Order Supplier

Vill.- Sasania, Contai
Purba Medinipur

PURBA MEDINIPUR

With Best Compliments From A-319

M/s. SANTANU ENTERPRISE

Kolaghat, Purba Medinipur
Mobile No. : 9593087633

PURBA MEDINIPUR

With Best Compliments From A-318

KRISHNENDU BHAKTA

Govt. Contractor

Chandipur, Math Chandipur
Purba Medinipur
Mobile No.- 9932668849/9474729555

PURBA MEDINIPUR

With Best Compliments From A-317

M/s. JANA & CO.

1/16, West Avenue
Bidhannagar, Paschim Medinipur

PURBA MEDINIPUR

অথ কমিশন কথা

 রাজ্য মানবাধিকার কমিশন ঃ সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায়কে ইস্তফা দিতে বাধ্য করা হয়েছে। তাঁর জায়গায় বসানো হয়েছে প্রাক্তন পুলিশকর্তা নপরাজিত মুখোপাধ্যায়কে। যাঁর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। শুধু তাই নয় তিনি সাংবিধানিক পদে থেকেও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠকে সরকারের প্রশস্তি করেন।

 রাজ্য মহিলা কমিশন ঃ দলের শ্রমিকনেত্রী রাজ্যসভার সদস্য দোলা সেন ও বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়কে কমিশনের সদস্য করা হয়েছে। যদিও তাঁরা রাজনৈতিক দলের পদ থেকে ইস্তাফা দেননি। সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটাই দস্তুর। মমতা অবশ্য তার ধার ধারেনি।

 পাবলিক সার্ভিস কমিশন ঃ পি এস সি চেয়ারম্যানের পদ থেকে নুরুল হককে ইস্তফা দিতে হয়েছে। রাজ্য সরকারি কর্মী, আধিকারিক নিয়োগে এই সাংবিধানিক সংস্থার ক্ষমতা ও কাজের পরিধি সংকুচিত করতে করতে বিলোপের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে পি এস সি-কে।

 রাজ্য নির্বাচন কমিশন ঃ এই কমিশনের চেয়ারম্যানের পদ থেকে সুশান্তরঞ্জন উপাধ্যায়কে ইস্তফা দিতে হয়েছে। এক্ষেত্রে রাজ্য পুরভোটের গণনা নিয়ে তৈরি হওয়া বিরোধের জেরে শাসকদলের চাপেই তাঁকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করেছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের ব্যাখ্যা।

(সূত্র ঃ বর্তমান, ৭/১০/১৫)

—স্টাডি টিম

With Best Compliments From 922

M/s. BAPI ENTERPRISE

Govt. Contractor & General Order Suppliers

Vill.+P.O.- Chandaneswar
P.S.- Bhangore, South 24 Parganas

S. 24-PGS.

With Best Compliments From B-198

M/s. NILIMA CONSTRUCTION

Govt. Contractor

25, Purbachal Road
Kolkata-700078

S.24-PGS.

With Best Compliments From 924

BISWAJIT BISWAS

Govt. Contractor & General Order Suppliers

2No. Govt. Colony, P.O.- Kanta Tala
P.S.- K.L.C., Dist.- South 24 Parganas
Mobile No. : 9733661348

S.24-PGS.

With Best Compliments From 220

HALDER & CO.

Mobile No : 9933092821

Govt. Contractor

S.24-PGS.

With Best Compliments From B-118

SIMPLEX EXTRUDER PVT. LTD.

Sugandha, Chinsurah
Hooghly

PASCHIM MEDI.

With Best Compliments From S-112

BAIDYANATH POLYTUBES PVT. LTD.

Kolkata-700013

PASCHIM MEDI.

With Best Compliments From B-111

LONGLAST PIPES (INDIA) PVT. LTD.

Kolkata-700001

PASCHIM MEDI.

With Best Compliments From B-115

BALAJI UDYOG

Rejinagar
Murshidabad

PASCHIM MEDI.

With Best Compliments From 849

GOBINDA MAITY

Govt. Contractor

Pingla, Paschim Medinipore

PASCHIM MEDI.

With Best Compliments From B-1054

PARESHNATH MALLICK

Vill.+P.O.- Khano
Burdwan

BURD.

With Best Compliments From S-595

PERFECT ENGINEERS CO.-OPERATIVE SOCIETY LTD.

Vill.- Chak-Kismar, P.O.- Debra Bazar, Pin-721126
P.S.- Debra, Dist.- Paschim Medinipur

PASCHIM MEDI.

শিল্পের কান্না, না মিথ্যার বন্যা

"কোথায় সেই পাট শিল্প? চা শিল্প? ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প? টেক্সটাইল শিল্পগুলি কোথায় আজ? শিল্পের থেকে আজ শুঁড়িখানা অনেক বেশি। শিল্প মানে যেন শুধু মদের বন্যা! আর বিষমদে মৃত্যুর কান্না! কেন এসব ভাবব না আমরা! কেন বাংলার ছেলেমেয়েরা বাংলাতে কাজ না পেয়ে চলে যাচ্ছে, লক্ষ লক্ষ জন বাংলার বাইরে...।"

না, ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কোন শাসকবিরোধী রাজনৈতিক দলের বক্তব্য বা ইস্তাহার নয়। এই কথাগুলি ছাপার অক্ষরে লেখা আছে বর্তমান শাসকদলের ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের নির্বাচনী ইস্তাহারে। নির্বাচনী ইস্তাহারের এই লেখাগুলি পড়ে সত্যিই সন্দেহ হয়, এগুলো কি বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে লেখা, না ওই কথাগুলি শাসকদল ক্ষমতায় এলে, তা কার্যকরী করবে সে জন্য লেখা।

এটা ঠিক যে, বিভিন্ন কারণে পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কিছু পাট শিল্প বন্ধ হয়েছিল। তার মূল কারণটি ছিল কেন্দ্রের নীতি; এবং বিশেষত কেন্দ্রীয় সরকারের শরিক হিসাবে সে সিদ্ধান্তের শরিকও ছিল বর্তমান রাজ্যের শাসকদল ও তাদের সর্বময় কর্ত্রী। কারণ মুকেশ আম্বানির পেট্রোকেমিক্যাল লবির চাপে বাধ্যতামূলক জুট প্যাকেজ উঠে যাওয়ার মুখে। ফলে শুধু পাট শিল্পের শ্রমিকরা নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৭০ লক্ষ পাটচাষী। শাসকদলের নির্বাচনী ইস্তাহার অনুযায়ী সেই পাটশিল্পকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার দায়ও বর্তমান রাজ্য সরকারের ছিল। কিন্তু পাঁচ বছরে আমরা কি দেখলাম? ২০১১-এর সালে চটকল বন্ধ ছিল ৮টি। কিন্তু এক বছরের মধ্যে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১২টি। আর চার বছরের মধ্যে সংখ্যাটা এখন ২২।

চা শিল্প নিয়ে ইস্তাহারে প্রশ্ন করা হলেও ৫ বছরে অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়েছে। ২০১২-তে চা মালিকরা বন্ধ রেখেছিল ১০টি চা বাগান। ২০১২-১৩ সালে যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৩টিতে। শুধু ডানকান গ্রুপের ২০১৫-তে বন্ধ ১৫টি চা বাগান। (সূত্র ঃ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম)

ফলে অনাহারে, অর্ধাহারে, বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে চা শ্রমিকরা। গত চার বছরেই মারা গেছে ৩৬১ জন চা শ্রমিক। (সূত্র ঃ গণশক্তি, ৬/১/১৬)

ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পেও একই অবস্থা। ইস্তাহারে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল কেন বাংলার ছেলেমেয়েরা বাংলাতে কাজ না পেয়ে চলে যাচ্ছে বাংলার বাইরে? উত্তরটি হয়তো শাসকদলেরও জানা। তাদেরই হঠকারি কার্যকলাপে সিঙ্গুর থেকে ন্যানো কারখানাকে

তাড়ানোর ফলে হাজার হাজার বেকারের চাকরি বা কর্মসংস্থানের সুযোগ নষ্ট হয়েছে। শাসকদলের তোলাবাজি, গোষ্ঠীকোন্দলের জেরেও রাজ্য ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানি। উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি বলা যেতে পারে, যেমন—

(১) শালবনি থেকে ইস্পাত শিল্প ছেড়ে গেছে জিন্দালরা।

(২) রঘুনাথপুরে জয় বালাজী গোষ্ঠী কারখানা করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে।

(৩) রঘুনাথপুরে প্রকল্প বন্ধ রেখেছে আধুনিক শিল্পগোষ্ঠী।

(৪) রঘুনাথপুর ছেড়েছে শ্যাম স্টিল।

(৫) ইলেকট্রো মেডিক্যাল অ্যান্ড অ্যালায়েন্সের ২টি কারখানাতেই উৎপাদন বন্ধ।

(৬) শালিমার পেন্টস বন্ধ রেখেছে হাওড়ার কারখানা।

(৭) তোলা আদায়ে অস্থির হয়ে সিঙ্গাপুরের নির্মাণ সংস্থা কেপেল ল্যান্ড লিমিটেড রাজ্য ছেড়েছে।

(৮) হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস বন্ধ।

(৯) তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উইপ্রো, ইনফোসিস রাজ্য ছেড়েছে।

(সূত্র ঃ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম)

এরকম ছোট বড় বহু কারখানা হয় বন্ধ হয়েছে, নয় রাজ্য ছেড়েছে। ক্ষমতায় আসার তিন বছরের মধ্যেই সব মিলিয়ে মোট ৯৯টি বড় শিল্প কারখানা বন্ধ হয়েছে। কর্মহীন হয়েছে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার শ্রমিক কর্মচারী। সেই সঙ্গে বড় শিল্পের হাত ধরে বেঁচে থাকা ছোট শিল্পও মুখ থুবড়ে পড়েছে। সরকারি এক হিসাবে এই তিন বছরে রাজ্যে ৪৫ হাজার ছোট মাঝারি শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। তার থেকে সাড়ে চার লক্ষ শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। (সূত্র ঃ দেশ কাল ভাবনা, ২০/৮/১৪)

স্বাভাবিকভাবে রাজ্যে এই শিল্পের হাল দেখে মুখ্যমন্ত্রী মালিকদের আস্থা অর্জনের জন্য নিয়ম করে বলে যাচ্ছেন 'আমি ধর্মঘট বন্ধ করে দিয়েছি', 'আপনারা মালিক, আমরা কর্মচারী' ইত্যাদি। এমনকি রাজ্যে বিনিয়োগের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে শিল্পপতিদের নিয়ে দেশ বিদেশ ভ্রমণ করছেন আর প্রত্যেকবারই লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের গল্প শোনাচ্ছেন। যেমন গত ৮-৯ জানুয়ারি, ২০১৫ 'গ্লোবাল বিজনেস সামিট'-এর শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানান "দু-দিনে ২লক্ষ ৪৩ হাজার কোটি টাকার প্রস্তাব এসেছে।" কিন্তু বছর শেষে রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর জানাচ্ছে রাজ্যে শিল্প গড়ার কাগজপত্রে সই হয়েছে মাত্র ১৮টি। তার মোট পরিমাণ ৬০৫ কোটি টাকা। কোথায় ২,৪৩,০০০ কোটি টাকা আর কোথায় ৬০৫ কোটি টাকা! (সূত্র ঃ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম)

পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারকে কুৎসা করা হলেও কয়েকটি রাজ্যের লগ্নির ছবি দেখলেই এই রাজ্যের লগ্নির আসল ছবি পরিষ্কার হবে।

কয়েকটি রাজ্যের লগ্নির আসল ছবি

রাজ্য	গত পাঁচ বছরে	বছরে গড়ে
গুজরাত	১১২৮৮০	২২৫৭৬
মহারাষ্ট্র	৬৪৭৫০	১২৯৫০
অন্ধ্রপ্রদেশ	২৬৭৫৪	৫৩৫০
মধ্যপ্রদেশ	১৮৭০৫	৩৭৪১
পশ্চিমবঙ্গ	৬৮৭১	১৩৭৪

(২০১১ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত লগ্নির হিসাব কোটিতে)

কোন মুখ্যমন্ত্রীর সময়ে কত লগ্নি

	সময়	লগ্নি
জ্যোতি বসু	১৯৯১-২০০০	১৭৫৮০ কোটি
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	২০০১-২০১০	৪৮১০৪ কোটি
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়	২০১১-সেপ্টেম্বর ২০১৫	৬৮৭১ কোটি

(সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১/১২/২০১৫)

শিল্পে দুর্গতির চিহ্নও ফুটে উঠছে রাজ্যের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজগুলির ফাঁকা আসন দেখে। তথ্য বলছে ২০১৫ সালে তিন দফায় কাউন্সিলিং-এর পর রাজ্যে ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ফাঁকা আসন ১৯,০০০। অর্থাৎ প্রায় ৬০ শতাংশ। যাদবপুরেও ফাঁকা প্রায় গত বছরের দ্বিগুণ আসন। জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী গত বছর ইঞ্জিনীয়ারিংয়ে মোট আসনের ৬৫ শতাংশ খালি ছিল। শিল্পে দুর্গতির কারণেই চাকরির বাজার মন্দা, তার প্রভাব পড়েছে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজগুলিতে। (সূত্র ঃ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম)

মেকী বামপন্থী ভাবধারা নিয়ে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েই মুখ্যমন্ত্রী মালিকদের খুশি করার জন্য ঘোষণা করেন 'আইন করে বন্ধ অবরোধ বন্ধ করে দেব।' যদিও মালিকদের লক আউট নিয়ে মুখে 'রা' নেই। শিল্পে বিনিয়োগের জন্য তাই বিভিন্ন সভায় মালিকদের বলেন এখানে ধর্মঘট হয় না, সস্তায় শ্রমিক পাওয়া যায় ইত্যাদি। আবার রাজ্যের জনগণের সঙ্গে কি নির্মম রসিকতা 'আমি কখনও শিল্পে বাধা দিইনি, বিরোধী থাকার সময়েও নয়।' এক্ষেত্রে কিছু অসত্য, কিছু সত্য বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যেমন ধর্মঘট কম হলেও লক আউট বেড়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়ছে। তথ্য অনুযায়ী ২০১৪-১৫ বর্ষে লক আউটের সংখ্যা পৌঁছেছে ৩২০তে। লক আউটের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ২৫ হাজারের বেশি শ্রমিক, যেখানে ২০১৩-১৪ বর্ষে লক আউটের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন ৯০ হাজারের বেশি শ্রমিক। অর্থাৎ তৃণমূলী জমানায় ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যা বাড়ছে। (সূত্র ঃ গণশক্তি, ১৫/১/২০১৬)

আর বর্তমান শাসকদল শুধু ২০০১ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বাংলা বন্ধ-ই করেছে ১২টি। যার মধ্যে কোনো কোনো বছরে একাধিক বন্ধও করেছেন যার

পরিসংখ্যানটি দেওয়া হলো ঃ

(১) ৫/১/২০০১; (২) ৭/৬/২০০২; (৩) ৫/৮/২০০২; (৪) ৩/২/২০০৪; (৫) ২/৪/২০০৪; (৬) ৯/১০/২০০৬; (৭) ১/১২/২০০৬; (৮) ৮/১/২০০৭; (৯) ১৬/৩/২০০৭; (১০) ৩১/১০/২০০৭; (১১) ১২/১১/২০০৭; (১২) ২১/৪/২০০৮। এ সবই বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর সক্রিয়তার উদাহরণ।

আর অবরোধ! সিঙ্গুর থেকে টাটাকে তাড়ানোর জন্য প্রায় দু'সপ্তাহেরও বেশি দিন ধরে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ করে রাখা মানুষ ভুলে যাননি।

শ্রমিক দরদী (!) মুখ্যমন্ত্রী এখানে সস্তায় শ্রমিক পাওয়ার বিষয়ে সত্যি কথা বলেছেন। ২০/২/১৫ তারিখে আমাদের রাজ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী চা শ্রমিকদের মজুরি ১২২.৫০ টাকা, এর সঙ্গে রেশন বাবদ দিনে ৩০ টাকা ব্যয় ধরলে হয় ১৫২.৫০ টাকা। অথচ তামিলনাড়ুতে চা শ্রমিকদের মজুরি ২০৬ টাকা, কেরালাতে ২২২ টাকা। (সূত্র ঃ সান্ধ্য সত্যযুগ, ৫/১১/১৫)

"শিল্পের থেকে শুঁড়িখানা অনেক বেশি। শিল্প মানে শুধু মদের বন্যা! আর বিষমদে মৃত্যুর কান্না!..." সত্যি! ভাবতে অবাক লাগে, এটা সত্যিই ৫ বছর আগে শাসকদলের ইস্তাহার তো? কারণ বর্তমান রাজ্য সরকারের রাজস্ব আদায়ের একটা ভাল অংশ মদ বিক্রি থেকে এবং মদ থেকে কি করে আরও রাজস্ব বাড়ানো যায় তার জন্য চার রকমের কৌশলও নেওয়া হয়েছে।

চলতি অর্থবর্ষে (২০১৫-১৬) রাজ্যে মদ বিক্রি থেকে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৪৪১৮ কোটি টাকা। আর চার কৌশল হলো— (১) ভেজাল ঠেকাতে টেট্রাপ্যাক। (২) নতুন বারের লাইসেন্স। (৩) মদের দোকান বা বার খোলার নিষেধাজ্ঞা শিথিল। বর্তমানে মন্দির, মসজিদ, গির্জা, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি থেকে ১০০০ ফুট দূরত্বের মধ্যে মদের দোকান বা বার খোলার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। পঞ্চায়েত এলাকায় এটা বহাল রাখা হলেও সূত্রের খবর পুর এলাকায় এই নিষেধাজ্ঞা শিথিল করে ৫০০ ফুট এবং কর্পোরেশন এলাকায় তা ৩০০ ফুট করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। (৪) পাইকারি কারবারিদের খুচরো বিক্রির লাইসেন্স। (সূত্র ঃ এই সময়, ৯/৬/১৫)

বলার অপেক্ষা রাখে কি বর্তমানে আমাদের রাজ্যে শিল্প মানে কি? ২০১১ সালে বর্তমান শাসকদলের নির্বাচনী ইস্তাহারে ব্যঙ্গ করে যে কথা লেখা ছিল, আজ বর্তমান শাসকদল তাকেই সত্যে পরিণত করছে। আর বিষমদে মৃত্যু? সে তো রাজ্য সরকারের ঐতিহাসিক ঘোষণা। সরকারে ক্ষমতায় আসার পরে পরেই বিষমদে মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এখন কাগজ খুললেই প্রত্যেকদিন কোথাও না কোথাও মহিলাদের মদের ঠেক ভাঙার খবর পাওয়া যাচ্ছে।

সত্যি! ২০১১ সালের নিজেদের ইস্তাহারকেই নিজেরাই কার্যকরী করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।

রাজ্যের মানুষ তাই একজোট হয়ে চলতে থাকা এই নৈরাজ্যের অবসান চাইছেন। পাঠকবন্ধুরা, আপনারাও সিদ্ধান্ত নিন।

—স্টাডি টিম

‘সততার’ অন্তর্জলি যাত্রা

“সুন্দরবনের পর্যটন কেন্দ্রে চূড়ান্ত অরাজকতা চলছে। চোখের সামনে সব চুরি হয়ে যাচ্ছে’—উক্তিটি বর্তমান সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী ও ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল-এর। (সূত্র ঃ এই সময়, ১৭/১১/১৪)

এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান রাজ্য সরকারের জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র বলেন, “উন্নয়নের কাজ করতে গেলে দুর্নীতি হবেই’। (সূত্র ঃ এই সময়, ১৭/১১/১৪)

উপরোক্ত দুটি উক্তিই বিধানসভায় প্রশ্ন-উত্তরের বক্তব্য।

মাননীয় মহাশয়দের বক্তব্য থেকে একটা জিনিস জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে দুর্নীতি যেন কোন প্রসঙ্গই নয়। মুখে যতোই সততার কথা বলা হোক না কেন, প্রচারে যতোই সততার প্রতিমূর্তি হিসাবে বর্তমান সরকারের প্রধানকে তুলে ধরা হোক না কেন, আসলে এ রাজ্যে এখন ‘সততার’ অন্তর্জলি যাত্রা শুরু হয়ে গেছে।

দুর্নীতির ক্ষেত্রে সব থেকে প্রধান ও অমানবিক প্রসঙ্গ হলো ‘টেট কেলেঙ্কারি’।

‘এরাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্ট বা টেট পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের হিসাবে এবারে বৈধ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিলো ১৭ লক্ষ ১২ হাজার। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন মাত্র ১৮,৭৯৩ জন। ১৭ লক্ষ পরীক্ষার্থীর মধ্যে অঙ্কের হিসাবে পাশের হার মাত্র ১.০৭ শতাংশ। স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা ঘিরে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। বিভিন্ন জেলা থেকে অভিযোগ এসেছে যে মেধাবী পরীক্ষার্থীরা সফল হয়নি, অথচ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের দেওয়া টাকার বিনিময়ে তুলনায় কম মেধাহীন পরীক্ষার্থীরা উত্তীর্ণ হয়েছেন। তৃণমূল বিধায়ক, তৃণমূল নেতাদের পরিবারের লোক, ঘনিষ্ঠরা মুড়ি-মুড়কির মতো চাকরি পেয়ে গেছেন। কালনার তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে সেখানকার তৃণমূলীরাই মিছিল করে বলছেন, ‘শুধু তাঁরই পরিবার ও ঘনিষ্ঠদের মধ্যে ৮ জন টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন।’

লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন সব কিছুকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের শিক্ষিত যুবসমাজ ক্রমশ হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে।

সারদার মতো বহুল প্রচারিত কেলেঙ্কারির প্রসঙ্গ এখানে আলোচনায় আনা হচ্ছে না। কেননা এই বিষয়ে সমগ্র রাজ্যের মানুষ কমবেশি জেনে বুঝে গেছেন। অনেকে মেনেই নিয়েছেন। কেননা এই প্রশ্নে অনেকেই জেলে গেছেন। এখনও কেউ কেউ জেলের মধ্যে রয়েছেন। এমনকি তৃণমূল দলের সুপ্রিমো ও তার প্রধান সহযোগীর বিষয়েও নানান সন্দেহ এবং প্রশ্নও জন্ম দিয়েছে।

সরকারে এসেই মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতির প্রসঙ্গে কি বক্তব্য বলেছিলেন?

তিনি বলেছিলেন বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালের ৩৪ বছরের দুর্নীতির তদন্ত হবে। শাস্তি দেওয়া হবে বামফ্রন্ট সরকারের দোষীদের। সরকার গঠনের ৬ মাস পরে এই লক্ষ্যে সরকার বিশেষ অডিট টিমও তৈরি করেছিলেন দপ্তরে দপ্তরে। মুখ্যমন্ত্রী হুমকি দিয়েছিলেন। অডিটে ত্রুটি ধরা পড়লেই সি আই ডি তদন্ত করানো হবে। জেলে পাঠানো হবে বামফ্রন্টের প্রাক্তন মন্ত্রীদের।’ কিন্তু সত্য ঘটনা হলো এটাই যে, এই চার বছরে বামফ্রন্টের কোনও মন্ত্রীকেই জেলে পোরা তো অন্য প্রসঙ্গ, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে নাকি বিশেষ অডিটের কাজও।

উল্টে টেট কেলেঙ্কারি ও দুর্নীতির গায়ে গায়েই ত্রিফলায়ও বিদ্ধ হয়েছে তৃণমূল পরিচালিত কলকাতা কর্পোরেশন।

খবরে প্রকাশ কর্পোরেশনের নিয়ম হলো, ৫ লক্ষ টাকার বেশি খরচ হলে তার জন্য টেন্ডার বা বরাত ডেকে কাজ করতে হয়। ত্রিফলা আলো বসাতে খরচ হয়েছে ২৭ কোটি টাকা। অবাক হওয়ার ঘটনা হলো, ৫ লক্ষ টাকার ৫৪০টি ফাইল তৈরি করা হয়েছে। কাজের পদ্ধতি নিয়ে সি এ জি’র রেসিডেন্সিয়াল অডিট অফিসার এবং প্রিন্সিপ্যাল অ্যাকাউন্টস জেনারেলের করা অডিট রিপোর্টে মেয়র পরিষদের সদস্যসহ স্বয়ং মেয়রকেও নাকি এ বিষয়ে দায়ী করা হয়েছে। কিন্তু ফলাফল কি? মেয়র সহ তৃণমূল নেতা নেত্রীদের লজ্জায় কি মাথানত হয়ে গেছে? আসলে দুর্নীতিই যাদের অলঙ্কার তারা লজ্জা পাবে কেন?

২০১২-র ৩ জানুয়ারি মহাকরণে মমতা ব্যানার্জী বলেছিলেন, ‘বামেরা দুর্নীতির আঁতুড়ঘর তৈরি করে গেছে। ...কোটি কোটি টাকা নয়ছয় হয়েছে।...’ ভাগ্যের কি নিদারুণ পরিহাস। বামফ্রন্টের একটা লোককেও জেলে ঢোকাতে পারেননি অন্তত দুর্নীতির প্রসঙ্গে। উল্টে তার দলের কেষ্টবিষ্টুরা ইতিমধ্যেই জেলের জল খেয়েছে ও খাচ্ছে, গরাদের অন্তরালে দিন কাটাচ্ছে।

সব থেকে অবাক লাগে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যারা কথা বলতে চাইছে, তদন্ত করে গলদ প্রকাশ্যে আনছে তাদেরকেই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। “শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের কোটি কোটি টাকা দুর্নীতির যিনি তদন্ত করেছিলেন, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছিলেন সেই পুলিশ অফিসারকে ‘কম্পালসারি ওয়েটিংয়ে’ পাঠিয়ে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি? আর যিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাকেই প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। আহা কি অপূর্ব নমুনা!

ইতিমধ্যে যা ধরা পড়েছে বা আলোচনা হচ্ছে তাতো হিমশৈলের চূড়া মাত্র। এখনও বহু প্রসঙ্গ জলের তলায় চাপা পড়ে আছে। ▯

—স্টাডি টিম

স্টিং শূলে বিদ্ধ মূল(!)

বিগত ১৪ মার্চ ২০১৬ "সোমবার 'নারদ নিউজ' নামে একটি বেসরকারি নিউজ পোর্টালে স্টিং অপারেশনের সৌজন্যে তৃণমূলের একঝাঁক নেতা-মন্ত্রী-সাংসদ-বিধায়কের ঘুষ নেওয়ার ছবি দেখল গোটা দেশ। ২৪ মিনিটের ওই ভিডিয়োতে দেখা যায়, ১১ জন নেতা-মন্ত্রী-সাংসদ-বিধায়ক ও একজন আই পি এস অফিসার সহ মোট ১৪ জন চেন্নাইয়ের একটি কোম্পানির কাছ থেকে হাত পেতে ঘুষ নিচ্ছেন।..."

ঘুষ নেওয়ায় যাদের নাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে—

 মুকুল রায়—২০ লাখ টাকা, সুব্রত মুখার্জী—৫ লাখ টাকা, সৌগত রায়—৫ লাখ টাকা, সুলতান আহমেদ—৫ লাখ টাকা, মদন মিত্র— ৫ লাখ টাকা, কাকলি ঘোষ দস্তিদার—৪ লাখ টাকা, শুভেন্দু অধিকারী—৫ লাখ টাকা, ফিরহাদ হাকিম—৫ লাখ টাকা, শোভন চট্টোপাধ্যায়—৫ লাখ টাকা, প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায়—৪ লাখ টাকা, ইকবাল আহমেদ—৫ লাখ টাকা, সৈয়দ মহম্মদ হুসেন মির্জা—৫ লাখ টাকা (আই পি এস অফিসার)

(সূত্র ঃ এই সময়, ১৫/৩/২০১৬)

'নারদ নিউজে'র ভিডিয়ো উত্তাল জলস্রোতের মতো ভাইরাল হলেও দলে দুর্নীতির ভাইরাস থাকার অভিযোগ জোর গলায় অস্বীকার করল তৃণমূল...'

ইতিমধ্যে '...তৃণমূল ভবনে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন, তাঁরা আইনি এবং রাজনৈতিক দু'ভাবেই এর মোকাবিলা করবেন।...'

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মমতা ব্যানার্জী ফাঁসিদেওয়ার সভায় যা বলেছেন—

'শুধু চক্রান্ত করে কালি লেপার চেষ্টা করছে। পলিটিক্যাল কুছ নেহি কর সকতা। ইসলিয়ে উল্টা-পুল্টা করতে হ্যায় ইয়ে লোগ। হামলোগ কাম করতে হ্যায়। ইয়েলোগ স্ক্যান্ডাল করতে হ্যায়। পলিটিক্যালি লড়তে পার না, উল্টোপাল্টা করো? সবাইকে চোর-ডাকাত' বানিয়ে এভাবে হবে না। লক্ষণরেখা আছে একটা'

অন্যদিকে সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপি নেতা সিদ্ধার্থনাথ সিং বলেছেন—

'মা-মাটি-মানুষের সরকার ক্ষমতায় এসেছিল ৩৪ বছরের বাম সরকারকে উৎখাত করে। কিন্তু দুর্নীতিতে তারা ৩৪ বছরকে টপকে গিয়েছে পাঁচ বছরেই। ভোটের আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত'

বিরোধী নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন—

'লুঠ হয়েছে হাজার কোটি, লুঠ করেছে হাওয়াই চটি'। নির্বাচন আপাতত পিছিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হোক রাজ্যে। রাষ্ট্রপতি শাসনে নতুন নির্ঘন্ট মেনে ভোট হোক। এটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের লজ্জা। দোষীদের গ্রেপ্তার করা উচিত'

কংগ্রেসের নেতৃত্ব অধীর চৌধুরী বলেছেন—

'তৃণমূল যে চোর লুটেরাদের দল, আমি তা বারবার বলে এসেছি। আজ আবার প্রমাণিত হল। পশ্চিমবঙ্গের মা-মাটি-মানুষের সরকার হচ্ছে অলিবাবা ও চল্লিশ চোরের সরকার' (সূত্র ঃ এই সময়, ১৫/৩/২০১৬)

ঘুষ নেওয়ার ভিডিও নিয়ে নানা বক্তব্য উঠলেও এই ভিডিও যে সম্পূর্ণ সত্য তার দাবি করেছেন ভিডিও'র সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিক।

কথা প্রসঙ্গে ম্যাথু স্যামুয়েল পত্রিকাকে বলেন— '...তিন বছর আগেই এই পোর্টালের পরিকল্পনা করা হয়েছিল।... এরই মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সারদা কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়েছে। শাসকদলের নেতা মন্ত্রীদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গে এসে খবর নিতে গিয়ে দেখা যায় সারদা কেলেঙ্কারি হিমশৈলের চূড়া মাত্র। দুর্নীতিতে ডুবে আছেন শাসকদলের নেতারা। ২০১৪ থেকে এই স্টিং অপারেশন শুরু হয়।...'

'স্টিং অপারেশনের জন্য আমরা একটি ভুয়ো সংস্থার নাম করে প্রকল্প তৈরি করি। সেই প্রকল্পে 'সাহায্যের জন্য' এই উৎকোচ দেওয়া হয়। প্রায় ৮৩ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে এই একটি অন্তর্তদন্তের জন্য।'

'...কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমার সংস্রবও নেই। সংবাদমাধ্যম জগৎ একথা ভালো করেই জানে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি নিয়েও আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। রাজনৈতিক দুর্নীতি ফাঁস আমাদের তদন্তের মূল উদ্দেশ্য। পশ্চিমবঙ্গে তা বেপরোয়া জায়গায় পৌঁছেছে। এই ভিডিয়োতেও তা স্পষ্ট।'

(সূত্র ঃ গণশক্তি, ১৫/৩/২০১৬)

উপরিউক্ত বক্তব্য বলতে গিয়ে ১৪ মার্চ সোমবার সন্ধ্যায় 'নারদ নিউজে'র মুখ্য সম্পাদক ম্যাথু স্যামুয়েল বলেছেন—

'ভিডিয়ো মানই বলে দিচ্ছে এর সত্যতা। আমি নিজে এই স্টিং করেছি। ৫২ ঘণ্টার প্রতিটা মুহূর্ত। ভিডিয়োর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আমি প্রস্তুত আছি। সত্যকে তুলে ধরেছি। এবার মানুষ সিদ্ধান্ত নেবেন।'

(সূত্র ঃ এই সময়, ১৫/৩/২০১৬)

—স্টাডি টিম

With Best Compliments From A-325

RANJIT PAUL [M : 8926770870]

Govt. Contractor & General Order Supplier

Vill.+P.O.- Khirpai
Dist.- Paschim Medinipur

PAS.MEDI.

নিবন্ধ

এই বেশ ভালো আছি

পিনাকী চক্রবর্তী

সময়টা ১৯৯৩ সাল। উচ্চমাধ্যমিক দেব পরের বছর। গান পাগল ছেলে। কানে ভেসে আসে নচিকেতা চক্রবর্তীর গানের কলি 'এই বেশ ভালো আছি' —প্রথমে সুর আর বাজনার চাকচিক্যে অন্তর্নিহিত মানে বুঝতে চেষ্টা করিনি। কিন্তু পরে বুঝলাম এ গান এক ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তি—অর্থাৎ আমরা ভাল নেই। হয়তবা আমরা কেউ কেউ ধুঁকে ধুঁকে ভাল থাকার অভিনয় করে চলেছি।

১৯৯৮ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পরে ২০০৯ সাল অবধি বেসরকারি সংস্থাতে কলুর বলদের মতো ঘানি টেনেছি। রাজ্য রাজনীতি নিয়ে আলোকপাত করার মতো কোনো সুযোগ আমার সামনে আসেনি, সেই সময়কালের মধ্যে, জানিনা এটা ব্যর্থতা না সাফল্য। পরে আস্তে আস্তে পরিস্থিতি বুঝতে বুঝতে যখন ঘুম ভাঙল তখন ঘুম থেকে উঠে দেখি মা-মাটি সরকারের কোলে শুয়ে আছি।

তুলনামূলক ভাবে বলা যায় কোনো শিশু ভূমিষ্ঠ হয় ধনী বংশে, আবার কোনো শিশু আস্তাকুড়ে। আস্তাকুড়ের শিশুগুলো লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, দুঃখ, দারিদ্র্যের নিদারুন কষ্টের মধ্যে বেড়ে উঠতে থাকে। হয়ত পরিণত অবস্থায় তাদের মধ্যে লড়াই আন্দোলনের রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটে ওঠে এবং সমাজে মাথা উঁচু করে সম্মানের সাথে ভাল ভাবে থাকার লক্ষ্যে এগিয়ে চলে। আর সাফল্য, সে তো অসীম ধৈর্য্য, নিরলস অধ্যবসায় আর চেষ্টার ফলে পাওয়া যায়।

সরকারি কর্মচারীর জায়গা থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে যদি একজন দায়িত্বশীল নাগরিকের ভূমিকায় নিজেকে বসাই, তাহলে এক ঝলকে বর্তমান সরকারের, কদর্য নোংরা রূপগুলো একে একে ভেসে উঠবে। কৃষকের আত্মহত্যা, ধর্ষণ, সারদা কেলেঙ্কারী, রাজ্যের কর্ম সংস্থানের বেহাল অবস্থা, স্বাস্থ্য বিভাগের পরিকাঠামোর অভাব, এসব মনে হয় সকলেরই অবগতির অন্তর্গত বিষয়। সে সব প্রসঙ্গে আলোচনা করলে এ লেখা হয়ত উপাখ্যানে বা উপন্যাসে পরিণত হতে পারে, তা বলাই বাহুল্য। আর যদি নিজের জীবিকার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তা হলে একটি বিষয় দগ্‌দগে ঘা'র মতো মনে হয় সেটা হলো আমাদের মহার্ঘভাতার বঞ্চনা। আমরা বর্তমানে সাব-এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার নাম বদলে জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ার হয়েছি। আমরা গ্রুপ-এ সার্ভিস করি। কিন্তু একজন কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রুপ-এ ক্যাডার থেকে রাজ্য সরকারের গ্রুপ-এ ক্যাডারের বেতনের পার্থক্য বেশ চোখে লাগার মতো।

অন্যদিকে আমাদের ধর্মঘটের অধিকার দিন দিন খর্ব হয়ে যাচ্ছে। এখনও অবধি ষষ্ঠ পে কমিশন ঠিক মতো কাজ শুরু করেনি। সব মিলিয়ে আমরা সেই গানের কথায় বলতে পারি কি—'এই বেশ ভাল আছি?'

পরিস্থিতি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে আমার প্রথমেই মনে আসে বিখ্যাত লেখক চিত্রকার, পরিচালক মানিকদা অর্থাৎ সত্যজিৎ রায়ের কথা। কি অসাধারণ গল্প ওনার "হীরক রাজার দেশে"। এ গল্পের প্রতিটি দৃশ্যই বোধ হয় পাঠকদের অজানা নয়। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তগুলোর দিকে একটু আলোকপাত করা যাক্‌।

১. নিতান্ত ভাল মানুষ হতদরিদ্র গায়ক চরণ দাস যখন হীরক রাজের সভাকক্ষে উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠল "ভাল যে জন রইল ভাঙা ঘরে, মন্দ যে সে সিংহাসনে চড়ে/আহা সোনার ফসল ফলায় যে তার, দুই বেলা জোটে না আহার/হীরার খনির মজুর হয়ে কানা কড়ি নাই।" তখন তার গান থামিয়ে দিয়ে, তার মুখ হাত বেঁধে নির্জন কক্ষে আটকে রাখা হলো; অর্থাৎ সত্য ভাষণের এমনই পুরস্কার(!) অর্থাৎ তিরস্কার প্রাপ্য সেই হীরক রাজের কাছ থেকে। রাজ্যের বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যার চরিত্রগত ফারাক কিছুই নেই বললেই চলে।

২. হীরক রাজের যেমন অনেক Cabinet Minister ছিল এবং তারা বাধ্য হয়ে সব সময় ভুলকেও "ঠিক-ঠিক" বলে ঢক্কানিনাদে বিজ্ঞাপিত করত, বর্তমান সরকারের Cabinet Minister-দের দশাও একইরকম।

৩. হীরক রাজের একটা যন্ত্রর মন্তর ঘর ছিল। যেখানে হতো মস্তিষ্ক প্রক্ষালন অর্থাৎ গোদা বাংলায় যাকে বলে থাকে মগজ ধোলাই। বর্তমানে এরাজ্যে এমনই কিছু তন্ত্র (system) অর্থাৎ পত্র-পত্রিকা, টিভি চ্যানেল এবং ধারাবাহিক অসত্য প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত তথা মোহগ্রস্ত করে রেখেছে।

৪. গল্পের শেষটা কিন্তু খুব সুন্দর এবং উপভোগ্য, তা হলো—"দড়ি ধরে মারো টান, রাজা হবে খান খান।" অর্থাৎ সবাই মিলে এমনকি হীরজ রাজা নিজেই নিজেকে ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠেছে। পণ্ডিত এবং তার ছাত্রদের সক্রিয়তা যেমন হীরক রাজাকে জনগণের উপকারার্থে আনতে পেরেছে। এরাজ্যেও তেমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

আসলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি একটা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে চলে। রাত যায় ভোর আসে। সে রাত যতই বড় হোক না কেন ভোর আসবেই। তাই নেতিবাচক চিন্তা না করে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লড়াই আন্দোলনে সামিল হওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমরাই অর্থাৎ আপামর জনগণই পারে দড়িতে টান মেরে "হীরক রাজা" তথা এই সরকারকে খান খান করে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনস্বার্থবাহী সরকারকে পুনর্বার অভিষিক্ত করতে। তবেই আমরা তমশা কাটিয়ে স্বপ্নের ভোরে পৌঁছে যাব। ▯

জঙ্গলের সরকার আর কি দরকার?

"আমরা আইনশৃঙ্খলা অটুট রাখব। পুলিশ প্রশাসনকে রাখব নিরপেক্ষ। মুক্ত স্বাধীন গণতান্ত্রিক পরিবেশে ঝলমল করবে বাংলার আকাশ।"

না, এটা এবারের বিধানসভা নির্বাচনে শাসক বা বিরোধী রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইস্তাহার নয়। কথাগুলি লেখা আছে পাঁচ বছর আগে বর্তমান শাসকদলের বিধানসভা নির্বাচনী ইস্তাহারে। কিন্তু পাঁচ বছর পর আমরা কি দেখছি। ক্ষমতায় আসার পরেই মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং ২০১১ সালে ৬ নভেম্বর ভবানীপুর থানা থেকে দুষ্কৃতিদের ছাড়িয়ে আনার পর থেকে মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় রাজ্য জুড়ে শুরু হয়ে যায় লুম্পেনরাজ। কখনও পুলিশকে পেটানো, কখনও থানা আক্রমণ, কখনও নেতা-নেত্রীদের মার পুলিশকে—এখন নিত্যদিনের ঘটনা। পুলিশ নিজে বাঁচার জন্য কখনও টেবিলের তলায় আশ্রয় নিচ্ছে আবার কখনও থানা থেকেই পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে। আবার পুলিশও অভিযুক্তকে না ধরে অভিযোগকারীকেই গরাদে পুরছে মুখ্যমন্ত্রীর চেলাদের নির্দেশে। মুক্ত স্বাধীন চিন্তার কথা বলা হলেও কার্টুন আঁকলে জেলে যেতে হচ্ছে, সারের দাম বাড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে 'মাওবাদী' তকমা দেওয়া হচ্ছে। টক্ শোতে মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর পছন্দসই প্রশ্ন না করা হলেই 'সি পি এম—মাওবাদী' আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন রাজ্যের কোথাও না কোথাও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে গোলাগুলি চলছে। মাঝে মাঝে তার শিকার হয়ে যাচ্ছে নিরীহ পথচারী, নিরীহ মানুষ। তোলাবাজি এখন শিল্পের পর্যায়ে এসে যাওয়ার পর শাসকদলেরই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সামলাতে হচ্ছে পুলিশকে। তাই বাংলার আকাশ কি সত্যিই ঝলমলে, নাকি ঝলমল করছে নির্ভীক(!) দুষ্কৃতিদের বুকের পাটা? আসুন, দেখি সংবাদপত্র কি বলছে—

□ মুখ্যমন্ত্রীর নানা মত

□ শরীর থাকলে খারাপ হবে, এত লোক যেখানে, সেখানে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে দু-একটা ঘটনা ঘটেছে। সেগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। (বিধানসভায় নিজের ঘরে বসে মন্তব্য।)

□ চোপ! বেশি কথা বলবেন না। নোংরা রাজনীতি করবেন না। (কামদুনির গণধর্ষণের পর প্রতিবাদী মহিলাদের ধমক।)

□ একটা ছোট ঘটনা নিয়ে যেভাবে তিলকে তাল করছেন, এটা প্ল্যান্টেড। কংগ্রেস-সি পি এম-এর হয়ে কেউ কেউ বাজারে নামছে। (রায়গঞ্জে টি এম সি পি-র হাতে প্রিন্সিপাল নিগ্রহের পর) (সূত্র ঃ এই সময়, ২৭/৫/১৫)

মেয়রের ভাইঝির পুলিশ নিগ্রহের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, "বাচ্চা ছেলে মেয়ের একটা ঘটনা ঘটেছে। আপনাদের হয় না? কনস্টেবলের অধিকার নেই লাইসেন্স সিজ করার। কার বাড়াবাড়ি, কে বাড়াবাড়ি করেছে পুলিশ তদন্ত করে দেখবে।

স্মল ইনসিডেন্ট। সবার সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটে। আমি ইন্টারফেয়ার করব না। সবার কাউন্সিলিং দরকার। (সূত্র ঃ এই সময়, ২৭/৫/১৫)

০৬/২/১৩ তারিখ রাতে বইমেলা থেকে বেরনোর সময় দেরিতে গাড়ি আসায় মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীকে হুমকি, 'আপনাকে চাবকানো উচিত'।

□ শাসকদলের নেতা-নেত্রীদের আইন শৃঙ্খলা অটুট রাখার নমুনা

(১) ১৭/২/১২ ঃ দোলা সেন (তৃণমূল নেত্রী) — বিবেকানন্দ সেতুর ওপর এক নিরাপত্তারক্ষীকে মারধর। (নিয়মমাফিক গাড়ি আটকানোর অপরাধে)

(২) ১৯/২/১২ ঃ আকাশ ব্যানার্জী (মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো) — খিদিরপুর মোড়ে তার গাড়ি আটকানোর অপরাধে দুই পুলিশকর্মীকে চড়।

(৩) জুলাই ২০১৪ ঃ সৈকত চ্যাটার্জী (জলপাইগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেস নেতা) — নো পার্কিং জোনে গাড়ি রাখতে বাধা দেওয়ায় পুলিশকর্মীকে মার।

(৪) ডিসেম্বর ২০১৪ ঃ আবু আয়েশ মণ্ডল (সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের তৎকালীন চেয়ারম্যান) — ডানকুনির টোল প্লাজায় টোল চাওয়ার অপরাধে এক কর্মীকে জুতো খুলে মার।

(৫) ১৪/১/২০১৫ ঃ প্রসূন ব্যানার্জী (তৃণমূলের সাংসদ) — বাগুইআটি থেকে উল্টোডাঙ্গার দিকে যাওয়ার সময় কর্তব্যরত পুলিশকর্মীকে চড়।

(৬) ১৯/৬/১৫ ঃ দোলা সেন (তৃণমূল নেত্রী) — রাজারহাটে এক সিভিক পুলিশকে চড় মারার হুমকি ও এক সাব ইন্সপেক্টরকে কান ধরে ওঠ-বস করার নির্দেশ।

(সূত্র ঃ গণশক্তি, ১৪/১/১৬)

তথ্য বলছে, ২০১৪ সালের ৮ আগস্ট থেকে ২২ জুন ২০১৫-এর মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের হাতে পুলিশ মার খেয়েছে ২৬ বার। আর ১০ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত পুলিশের ওপর হামলা হয়েছে আরও ৩২ বার। (সূত্র ঃ গণশক্তি, ১৫/১২/১৫)

□ সাংবাদিক নিগ্রহের কয়েকটি

(১) ২৮/২/২০১২ ঃ সাধারণ ধর্মঘটের দিন যাদবপুরের গাঙ্গুলিবাগানে আনন্দবাজার পত্রিকার শুভাশিস ঘটক, চিত্র সাংবাদিক পিন্টু মণ্ডল, স্টার আনন্দের চিত্র সাংবাদিক পার্থপ্রতিম ঘোষকে প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশকে দাঁড় করিয়ে রেখে তৃণমূলীদের মার। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য "মিথ্যা কথা, সব সাজানো। খোঁজ নিয়ে দেখেছি কিছু হয়নি।"

(২) ৭/৬/২০১৩ ঃ ব্যারাকপুর সদর এলাকায় তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষের খবর করতে গিয়ে ২৪ ঘন্টার চিত্র সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত ও এ বি পি আনন্দের চিত্র সাংবাদিক আস্তিক চ্যাটার্জীকে তৃণমূলের মস্তান বাহিনীর মার।

(৩) ৩/১০/২০১৫ ঃ বিধাননগরে পৌরসভার নির্বাচন কভার করতে গিয়ে তৃণমূলের হাতে ২০ জনেরও বেশি সাংবাদিককে মার।

(সূত্র ঃ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম)

□ তৃণমূলী দুষ্কৃতীদের হাতে পুলিশের মৃত্যু

(১) ১২/২/২০১৩ ঃ তাপস চৌধুরী, হরিমোহন কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে, গার্ডেনরিচ।

(২) ২৮/৬/১৪ ঃ হরিদেবপুরে পারিবারিক কোন্দল থামাতে গিয়ে এক হোমগার্ড।

(৩) ২৮/৭/১৪ ঃ অমিত চক্রবর্তী, দুবরাজপুরে দুবরাজপুর থানার সাব ইন্সপেক্টর।

(৪) ১০/১১/১৫ ঃ রঞ্জিত পাল, কোচবিহার-এ কোতয়ালি থানার সাব ইন্সপেক্টর (তৃণমূলীদের মদের ঠেক ভাঙতে গিয়ে)

(৫) ৮/১/১৬ ঃ নবকুমার হাইত, মহিষাদল।

(সূত্র ঃ গণশক্তি, ৯/১/১৬)

□ আইনশৃঙ্খলা নিয়ে সমাজের বিশিষ্টজনদের উক্তি

(১) **রাজ্যপাল (এম কে নারায়ণন) ঃ** ৭০ বছর বয়সী বিধায়ক আবদুর রেজ্জাক মোল্লার ওপর আক্রমণ এবং সেই ঘটনার প্রতিবাদ মিছিলেও গুলি চালানোর ঘটনায় ক্ষুব্ধ রাজ্যপাল ৯/১/২০১৩ তারিখে মন্তব্য করেন, "রাজনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে এই সবের কোন যোগ নেই। চারিদিকে এক ধরনের গুণ্ডাগিরি (গুন্ডাইজম) চলছে।" (সূত্র ঃ এই বাংলায় এখন, গণশক্তি)

(২) **বিজ্ঞানী অপরেশ ভট্টাচার্য ঃ** "জঙ্গলের রাজত্ব"। (সূত্র ঃ ঐ)

(৩) **বিচারপতি তপন সেন ঃ** ২০১২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টে কলেজ ছাত্রসংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলাকালীন স্বয়ং ওই বিচারপতি বলেন, "গোটা রাজ্য জ্বলছে। প্রতিদিন সকালে খবরে দেখছি। কী হচ্ছে, তা কি আমরা দেখতে পাচ্ছি না?" (সূত্র ঃ সংবাদমাধ্যম)

(৪) **হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুর ঃ** ১৬/৬/২০১৫ তারিখে কলকাতা হাইকোর্টে বেসরকারি অর্থলগ্নী সংস্থা এম পি এস-এর আমানতকারীদের টাকা ফেরৎ সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলা চলাকালীন প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, "এই পরিবেশে এখানে কোটি কোটি টাকা কে বিনিয়োগ করবে? কেরল, কর্ণাটকের থেকেও কেউ আসবে না। কারণ আমি জানি, মানসিকতা...।" (সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭/৬/১৫)

(৫) **জাতীয় পরিবেশ আদালত বা ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনাল ঃ** আদিগঙ্গার পার থেকে খাটাল, যাবতীয় বর্জ সরানোর নির্দেশ পুরসভা না মানায় বেঞ্চ বলে, 'গোরু-মোষেরও কি ভোট আছে? সে জন্যই কি আদিগঙ্গার পার থেকে খাটাল সরাতে এত বিলম্ব করছে প্রশাসন? ...এখানে পাগলের রাজত্ব চলছে। যেটা প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে না। শহরজুড়ে রাস্তায়, পার্কে এত আলো লাগানো হয়েছে অথচ এর সঙ্গে বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রশ্ন জড়িত। আবার আদিগঙ্গার পাড় থেকে খাটাল, আবর্জনার স্তূপ সরাতে প্রশাসনের হেলদোল নেই...।" (সূত্র ঃ এই সময়, ৪/৩/১৬)

(৫) **বিচারপতি সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ঃ** "রাজনৈতিক চাপের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হচ্ছে পুলিশ ও তদন্তকারী সংস্থা। পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ দায়ের

হওয়া মামলায় ইদানিংকালে প্রায়শই দেখা যাচ্ছে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করা সম্ভব হচ্ছে না তাদের পক্ষে" এভাবেই পুলিশের কাজে বিরক্তি প্রকাশ করলেন বিচারপতি। (লকআপে এক বন্দীমৃত্যুর মামলার পরিপ্রেক্ষিতে) (সূত্র ঃ এই সময়, ২৮/১১/২০১৩)

(৬) **বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ঃ** কান্দিতে কাউন্সিলর অপহরণের ঘটনার পুলিশি তদন্তের গতিপ্রকৃতিতে চরম বিরক্ত বিচারপতি বলেন, "এর থেকে প্রশাসনের কাজের করুণ চেহারাটাই বেরিয়ে এসেছে। সব মেরুদণ্ডহীন লোক প্রশাসনে বসে রয়েছে। এদের চাপ নেওয়ার ক্ষমতাই নেই। কাজ করার ইচ্ছেও নেই।" (সূত্র ঃ এই সময় ২৪/২/২০১৬)

(৭) **বিচারপতি প্রতাপ কুমার রায় ও বিশেষজ্ঞ পি সি মিশ্রের বেঞ্চ ঃ** (সুন্দরবনের গদখালিতে একটি পর্যটন নিবাস না ভাঙার পরিপ্রেক্ষিতে)— 'আইন না মানাটাই এরাজ্যের রীতি। রাজ্য প্রশাসনই পরিবেশ আইনকে মানতে দেয় না।' (সূত্র ঃ এই সময়, ৮/৩/১৬)

(৮) **বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ** (চা শ্রমিকদের সমস্যা মেটানো সংক্রান্ত মামলায়)— 'চা বাগানের শ্রমিকদের বকেয়া মিটিয়ে সমস্যা সমাধানে আন্তরিক নয় কোনও সরকারই। সব সরকারই এ থেকে রাজনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করছে। ...রাজনৈতিক নেতাদের মতো মুখ্যসচিবও শ্রমিকদের জীবন নিয়ে খেলা করছেন।' (সূত্র ঃ এই সময়, ৮/৩/১৬)

অপরাধীদের সাজা দেওয়ার ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে গত বছর গোটা দেশে অপরাধীদের সাজাদানের গড় হার ছিল প্রায় ৪৫ শতাংশ। রাজ্যগুলির তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান একেবারে তলানিতে (১১.১ শতাংশ), তার নীচে বিহার। যদিও ২০১০ সালে পশ্চিমবঙ্গে সাজার হার ছিল ১৩.৫ শতাংশ। (সূত্র ঃ এই সময় ২৪/৮/২০১৫)

'পুলিশ প্রশাসনকে রাখব নিরপেক্ষ' ২০১১ সালের এই নির্বাচনী ইস্তাহার কতটা ভাঁওতা, তার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত হলো জলপাইগুড়ির কর্মরত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জেমস কুজুরকে বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা করা। আর ওই অতিরক্তি পুলিশ সুপার প্রার্থী হয়েই পুলিশের চেয়ারে বসে সাংবাদিক সম্মেলন করেন।

বিভিন্ন তথ্যাবলী, শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের আচরণ, সমাজের বিশিষ্টজনের সরকারের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে উক্তি প্রমাণ করছে কি যে সত্যিই বাংলার আকাশ বাতাস ঝলমল করছে? প্রশ্ন রাজ্যবাসীর।

সুস্থ, সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনের জন্য এই নৈরাজ্যমূলক পরিস্থিতির অবসান একান্ত জরুরী।

—স্টাডি টিম

এসব কার কণ্ঠস্বর??

মা-মাটি আর মানুষের নামে শপথ নেওয়া মুখ্যমন্ত্রীর মুখোশ খসে পড়ে ক্রমেই ফ্যাসিস্ট-প্রবণ মুখ সামনে চলে এসেছে। রাজ্যের মায়েরা, রাজ্যের মানুষ কিংবা এরাজ্যের মাটি কিছুই তার আর অগ্রাধিকারে নেই। আছে শুধু সর্বময় কর্তৃত্বের হুঙ্কার আর মিথ্যাচার।

যেকোন মানুষই ঘটনার আয়নায় এসব মিলিয়ে নিতে পারবেন। এখানে বিনা মন্তব্যে কিছু উদাহরণ তুলে দেওয়া হলো।

 ২১/৭/২০১১ ঃ সরকার গঠন করেই বিরোধীদের হুমকি "বিরোধীদের দশ বছর মুখে লিউকোপ্লাস্ট লাগিয়ে রাখতে হবে।"

 ২১/৯/১১ ঃ "আইন করে বন্ধ ও অবরোধকে রুখে দেব, ওটা আমার প্রতিজ্ঞা।"

 ১০/১/২০১২ ঃ সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তিপ্রদান ও ঋণদান অনুষ্ঠানে তিনি বিরোধীদের উদ্দেশে বলেন, "বাবু চলে বাজার, কুত্তা ভোকে হাজার"।

 ১২/১/২০১২ ঃ ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষে যুব অনুষ্ঠানে তাঁর উক্তি "৩৫ বছর চুপ করে থাকুন। তারপর সমালোচনা করবেন। আমি যা বলি তাই করি। বাঘের বাচ্চা আমি। যা পারি না, বলি না। এখন মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে।"

 ২২/২/১৪ ঃ নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূল পরিচালিত সরকারি কর্মচারীদের সভায় "কো-অর্ডিনেশন কমিটি ভেঙ্গে দিন।"

 ২৬/২/১৬ ঃ বিধানসভায় বিরোধীদের উদ্দেশে "আই নো হাউ টু ট্যাকেল ইট। ডোন্ট সাউট। ... রংবাজি দেখাচ্ছে।

(সূত্র ঃ গণশক্তি, ২৭/২/১৬)

শুধু সাধারণ রাজ্যবাসী নয়, তার বর্তমান অনুচরেরাও তার কোন্ পরিচয় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ করেছেন, এই সুযোগে তাও একবার মিলিয়ে নিন।

 ১৯৯৮ সালে মমতা ব্যানার্জী যখন কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল দল গড়ে, 'বিজেপি অচ্ছুত নয়' উচ্চারণ করে বিজেপি জোটের হয়ে লোকসভার ভোটে অবতীর্ণ, সৌগত রায় সেই ভোটে দক্ষিণ কলকাতায় মমতা ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের হয়ে প্রার্থী ছিলেন। ভোটে একটি লিফেলেট দিয়েছিলেন তিনি, তাতে তিনি মমতা ব্যানার্জীর সৌজন্যবোধকে বেআব্রু করে দিয়ে লিখেছিলেন, "...প্রকৃতপক্ষে নিজেকে ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সম্মান দেখানোর অভ্যাস বোধহয় মমতা আয়ত্ত করতে পারেনি।... নরসিমা রাও থেকে শুরু করে সীতারাম কেশরী, কোনও কংগ্রেস সভাপতিই তার বাছা বাছা বিশেষণ থেকে রক্ষা পাননি। তাই ভালোই হয়েছে তিনি নিজের পার্টি

তৈরি করেছেন, সেখানে তিনিই প্রথম ও শেষ কথা। যদিও এটা ফ্যাসিস্ত মনের পরিচয়।"

(সূত্র ঃ গণশক্তি, ২৩/৫/১১)

(বর্তমানে সৌগত রায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ)

 ২০০৫ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনের আগে সুব্রত মুখার্জী তার দলবদলের চিরায়ত স্বভাব অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে ফের কংগ্রেসে ঢোকার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তৃণমূল ছাড়ায় তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বোঝাতে মমতা ব্যানার্জী তখন প্রকাশ্যেই বলেছিলেন, "রাঁধুনী যদি খাবারে বিষ মেশায় আপনি কি করবেন?" সেকথা শুনে উত্তরে সুব্রত মুখার্জী হাসতে হাসতে তাঁর স্বভাবসুলভ উচ্চারণে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, "আমি বিষ মেশাব কি! মমতা তো বিষের হাঁড়ি নিয়ে ঘুড়ে বেড়ায়।" (সূত্র ঃ গণশক্তি, ২৬/১২/২০১১)

(বর্তমানে সুব্রত মুখার্জী রাজ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী)

 "আমার দেখা সবচেয়ে নিকৃষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মানুষকে তিনি অনর্গল মিথ্যা বলে চলেছেন। তাঁর দেওয়া একটি প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করতে পারেননি। প্রতিশ্রুতি পালন করা তো দূরের কথা, প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য কোন চেষ্টা পর্যন্ত তিনি করেননি। বাংলার মানুষের কাছে তাঁর প্রশাসন দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। ....আজ দেখতে পাচ্ছি ব্যর্থতার নিরিখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার অতীতের সমস্ত সরকারকেই ছাড়িয়ে গেছে।" —কবীর সুমন (তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ)

(সূত্র ঃ সান্ধ্য সত্যযুগ, ৩১/১/২০১৩)

এরাজ্যের মানুষ স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এমন মুখ্যমন্ত্রী দেখেননি, তাই এবার মাটির ডাক পরিবর্তন।

—স্টাডি টিম

With Best Compliments From A-326

NIMAI MONDAL [M : 8926691285]

Govt. Contractor & General Order Suppliers

Vill.- Sanhabari, P.O.- Ghatmura

Dist.- Paschim Medinipur

PAS.MEDI.

জাগ্রত জনগণ, দেয় হুঁশিয়ারী
দূর করো মিথ্যার, দূর হটো স্বৈরাচারী

সোমেন ঘোষ

গত ২৮ জানুয়ারি ২০১৬ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে সরকারি কর্মচারীদের জমায়েত একালীন ইতিহাস সৃষ্টি করল। স্মরণ করিয়ে দেয় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ৫০ বছর পূর্তিতে উৎসব মুখর সেই সভার কথা। আর এইবারের জমায়েত চরিত্রে-বৈশিষ্টে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিগত সাড়ে চার বছরের বঞ্চনা-যন্ত্রনা-ক্ষোভ, বাঁধভাঙ্গা জলস্রোতে কলকাতার রাজপথে আছড়ে পড়ল। গত চার বছর ধরে সরকারকে একের পর এক চিঠি দেওয়া হয়েছে। বকেয়া মহার্ঘভাতা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য বারবার বলা হয়েছে। কর্মচারীদের উপর দৈহিক আক্রমণ, প্রতিহিংসামূলক বদলি, যত্র-তত্র যখন-তখন বদলি, শূন্যপদে নিয়োগ করা সহ নানান বিষয়ে সরকারকে অবগত করা হলেও একটা চিঠিরও জবাব দেওয়া ত দূরের কথা প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত করা হয়নি সরকারের পক্ষ থেকে। এই সময়ে বারে বারে এইসব বিষয়ের নিষ্পত্তির জন্য কর্মচারী সমাজ আন্দোলিত হয়েছে। মাননীয় সরকারের কানে সে সব কথা ঢোকেনি। এই সরকার তাদের কোন কথাই শুনবে না এটা কর্মচারী সমাজ ভালমত বুঝে গেছেন। তাই এখন একটাই রাস্তা—রাস্তায় নেমেই উৎখাত করতে হবে—এই সরকারকে।

দুপুর ২টোর মধ্যেই রাসমণি এভিনিউ-এর তিনটি লেন মিশে গেল ধর্মতলার সাথে। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ কর্মীদের প্রশ্ন আরও মিছিল আসবে নাকি? তখন মিছিলে মুখরিত স্লোগানে আকাশ বাতাস ধ্বণিত হচ্ছে জ্বলন্ত যে দাবিগুলি। অর্থাৎ ১। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের বিচার্য বিষয়ে পঞ্চম বেতন কমিশনের ২য় ও ৩য় অংশের সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত কর। সাথে সাথে বেতন কমিশনের সুপারিশ প্রদানে দ্রুত উদ্যোগ নাও। ২। মূল বেতনের ২৫ শতাংশ (ন্যূনতম ২০০০ টাকা) ইন্টারিম রিলিফ প্রদান কর এবং বকেয়া ৫০ শতাংশ মহার্ঘভাতা সম্পূর্ণ মিটিয়ে দাও। ৩। চুক্তি প্রথায় কর্মচারীদের বেতন কমিশনের বিচার্য বিষয় আওতাভুক্ত কর। ৪। নীতিহীন ও প্রতিহিংসামূলক বদলি রদ কর। ৫। ধর্মঘট সহ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সুনিশ্চিত কর এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখো। এই পাঁচটি দাবিই ছিল মুখ্য।

এদিনের বিপুল জমায়েতের আগে এই ইস্যুতে জেলাগুলিতে বিপুল উৎসাহ ও জমায়েতের মাধ্যমে জেলাগত কর্মসূচী পালিত হয়েছে। তাই ২৮ তারিখের সংগ্রামী

মেজাজের আঁচ আগেই পাওয়া গিয়েছিল। জেলাগত ও কেন্দ্রীয়ভাবে পালিত কর্মসূচীতে কর্মচারীদের অংশগ্রহণ এক লক্ষের কাছাকাছি। তাই, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভেঙ্গে দেওয়ার হুঙ্কারের বিরুদ্ধে শুধু ভেঙ্গে পড়া নয় বরং, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি আরও উজ্জীবিত, আরও সংগঠিত হয়েছে একথা বলা যায়।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা রাজ্য বিধানসভার বিরোধী নেতা মাননীয় সূর্যকান্ত মিশ্র যুক্তিপূর্ণ ও ধারালো বক্তব্যে সরকারকে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, তাঁকে লাল সেলাম নয় বরং, যে অজস্র কর্মচারী লড়াই সংগ্রামের ময়দানে রয়েছেন তাঁদের তিনি লাল সেলাম জানাচ্ছেন। রাজ্যের শ্রমিক, কৃষক, বেকার, যুবক, ছাত্র, মহিলা, সামাজিক ভাবে নির্যাতিত, নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষ, তপশিলি সংখ্যালঘু নানান অংশের সাথে রাজ্য সরকারি কর্মচারী সমাজও রয়েছেন একসাথে। কর্মচারীদের দাবিগুলিকে তিনি সহমত জানিয়ে বলেন, এই সরকারের কাছে এসব দাবি করে কোন লাভ নেই। রাজ্যে সরকার নেই, সার্কাস চলছে এখন। এ দাবি পূরণ হতে পারে যদি এই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে বামপন্থীদের বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠা করা যায়। রাজ্যে ৭০-এর দশকের আধা ফ্যাসিস্ট সরকারের থেকেও বেশি স্বৈরাচারী সরকার কায়েম রয়েছে। সংবিধান বহির্ভুত ক্ষমতা প্রদর্শন করছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সরকার ধর্মঘট নিষিদ্ধ করেছে, ধর্মঘটী কর্মচারীদের মাইনে কেটেছে, ডায়াসনন করেছে যা বেআইনি। ধর্মঘটে শ্রম দিবস নষ্টের অজুহাত দিয়ে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী অনেক শ্রম দিবস নষ্ট করেছেন যখন তখন, যা ইচ্ছে ছুটি ঘোষণা করে। জেলাগুলিতে সফরের নাম করে জনগণের কোটি কোটি টাকা হেলিপ্যাড তৈরি, খানাপিনায়, নানা রকম উৎসব করে, দান-খয়রাত করে নয়ছয় করছেন। আর যখন বিধানসভায় তাঁরা কর্মচারীদের মহার্ঘভাতার প্রসঙ্গ তোলেন তখন বলা হয় টাকা নেই। সব সময় মিথ্যা কথা বলেন। স্বৈরাচার আর মিথ্যাচার সবসময় পরস্পরের সাথী, সম্পর্কযুক্ত। সরকারের দুর্নীতি চরমে উঠেছে। যেখানে যা কাজ হচ্ছে তার পেছনে সরকারি টাকা লুঠের পরিকল্পনা রয়েছে।

রাজ্যে আক্রান্ত বিরোধীরা, সাধারণ মানুষ আক্রান্ত, আক্রান্ত কর্মচারীরা। বামফ্রন্টের আমলে, রাইটার্সে টিফিন টাইমে বিরোধী কর্মচারী সংগঠন মিছিল করতেন, সরকারের বিপক্ষে স্লোগান দিতেন; কারও শাস্তি হয়নি, (প্রতিহিংসামূলক) বদলি হয়নি। বিরোধীরা গণতন্ত্র ভোগ করতেন। দিল্লির সরকার আর এই সরকার এখন সহিষ্ণুতার কথা বলছেন। এখানে সবচেয়ে বড় অসহিষ্ণু হচ্ছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। বিধাননগর পুরভোটে একসাথে অনেকগুলি সংবাদ মাধ্যম আক্রান্ত হয়েছেন। যে নির্বাচন কমিশনকে একমাত্র লোকসভায় ইমপিচমেন্ট করে পদত্যাগ করানো যায় তা এই সরকারের কয়েকজন লোক কয়েকঘন্টায় নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন করে দেখিয়েছে। থানার অফিসাররা ফাইলে মুখ লুকোন। মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ অফিসারদের চাবকে ছাল ছাড়িয়ে নেবার কথা বলেন। ভারতবর্ষে একমাত্র বামপন্থীরাই প্রথম মানবাধিকার কমিশন গঠন করে দিশা দেখিয়েছিল। এখন বশংবদ, অভিযুক্ত অফিসারকে চেয়ারম্যান করে সেই কমিশনকেও ভোঁতা করে দেওয়া হয়েছে।

বেকারদের কাজ পাওয়া তো দূরের কথা, শ্রমিকরা কাজ হারাচ্ছেন। রাজ্যে কোন শিল্প নেই, কারখানা বন্ধ হচ্ছে, চা-বাগান বন্ধ হচ্ছে, চটকল বন্ধ হচ্ছে। একটাই শিল্প, তোলাবাজী। সরকারি দপ্তরে ফাঁকা পড়ে রয়েছে লক্ষাধিক পদ সব জায়গায় ঠিকা পদ্ধতিতে লোক নিয়োগ হচ্ছে। ডায়েড-ইন-হারনেস-এর চাকরি বন্ধ, দুবার টেট পরীক্ষা হয়েছে, ফল বের করতে পারছে না। রেশন কার্ড নিয়ে চরম অব্যবস্থা, জানা যাচ্ছে ২০ শতাংশ লোক রেশন পাবেন, বাকী ৮০ শতাংশ খাদ্য সুরক্ষার বাইরে। কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, সাইকেল দেওয়া ইত্যাদিতেও ভাঁওতা দেওয়া হচ্ছে, নিম্নমানের সাইকেল দেওয়া হচ্ছে। মা-বোনেদের সুরক্ষা নেই।

রাস্তা একটাই, যে দাবির জন্য এই লড়াই সেগুলিই হবে লড়াইয়ের ইস্তেহার, সংগ্রামের ইস্তাহার, এ দাবি অর্জন করতে হবে। আর তার জন্য দরকার একটা বিকল্প সরকার— বামপন্থীদেরই প্রধান দায়িত্ব। বামফ্রন্টই তৈরি করবে সে ইস্তাহার।

তিনি বলেন, বামফ্রন্টের ভিত্তি আরও শক্ত করতে হবে। কৃষকের মৃত্যুমিছিল বন্ধ করতে হবে, বন্ধ কারখানা খুলতে হবে, তাড়িয়ে দেওয়া শিল্পগুলি ফেরত আনার চেষ্টা করতে হবে। অস্থায়ী কর্মচারী, শিক্ষক, আই সি ডি এস, আশা, মিড-ডে-মিল কর্মীদের কাজের নিরাপত্তা দিতে হবে। গণবন্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। সবচাইতে বড় হচ্ছে মানুষের অধিকার যা লুণ্ঠিত হয়েছে তা কি করে ফিরিয়ে আনা যায়। সরকারি কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার, ধর্মঘট করার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। মিথ্যা মামলাগুলো প্রত্যাহার, যাঁদের অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে সেগুলি রদ, মাইনে কাটা হয়েছে তা রদ করতে হবে। সামনে যে লড়াই শুরু হয়েছে সে লড়াইয়ে বামপন্থীরা ডাক দিয়েছে "তৃণমূল হটাও বাংলা বাঁচাও" আর তারপরের লড়াই "বিজেপি হঠাও দেশ বাঁচাও"। কর্মচারীদের বলেন সকলের কাছে যান, কে কোন সংগঠন করে দেখবেন না। একজন বঞ্চিত, আক্রান্ত কর্মচারী হিসাবেই দেখবেন। সকলকে নিয়েই জোট গড়ে আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারব।

সভার প্রারম্ভে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্য নির্দিষ্ট পাঁচটি প্রস্তাব সম্বলিত প্রস্তাব পত্র পাঠ করেন। প্রস্তাবের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ। তিনি বলেন, আর্থিকভাবে বঞ্চিত, গণতান্ত্রিক অধিকার হারিয়ে আমরা আজ পথে নামতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের কথা বলার অধিকার নেই। ধর্মঘট করার অধিকার নেই। তারই বহিঃপ্রকাশ এই সুবিশাল সমাবেশ। পরিস্থিতি পরিবর্তন করার শপথ নিতে হবে এই সমাবেশ থেকে।

এই সভায় কয়েকটি জেলার পক্ষ থেকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে চা-বাগান শ্রমিকদের সাহায্যে তোলা তহবিলের টাকা সাধারণ সম্পাদকের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

সভা পরিচালনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি অশোক পাত্র ও সহ-সভাপতিত্রয় চুনীলাল মুখার্জী, চন্দন ঘোষ এবং কৃষ্ণা বসুকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। □

With Best Compliments From B-323

DECON INDIA

Govt. Contractor

VILL.- MAJDIA, P.O.+P.S.- BERHAMPORE
DIST.- MURSHIDABAD (W.B.)

MOBILE NO. : 9434125173, 9434336706
9434115749, 9434640170,
9233356224

MURSHIDABAD

শিক্ষাঙ্গণে মুষল পর্ব

শাসকদলের ২০১১ সালের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 'শিক্ষার অবস্থা বেহাল... নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে' বলা হলেও সমগ্র পাঠককূলের এটা নিশ্চিতভাবেই অনুভূতির মধ্যে আছে যে এক অভূতপূর্ব শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এই মুহূর্তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত সমস্ত শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী ও শিক্ষানবিশগণ আবর্তিত হচ্ছেন। রোজনামচার শিরোনামে থাকছে শিক্ষকদের অপমান, অশিক্ষক কর্মচারীদের ওপর আক্রমণ, স্কুল কলেজ পরিচালন সমিতি নির্বাচনে নৈরাজ্য, ছাত্রসংসদ নির্বাচন ঘিরে পুলিশ প্রশাসনের দমনপীড়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তিকে কেন্দ্র করে গুণ্ডামী, বোর্ডের পরীক্ষার সময় অবাধ গণটোকাটুকি ও শিক্ষক নিয়োগের প্রসঙ্গে দারুণ কেলেঙ্কারী, এমনকি যাদের হাতে আমাদের জীবন সেই ডাক্তারদের ফাইনাল পরীক্ষাতেও বিপুল টোকাটুকি। সব জেনেও মুখে কুলুপ কর্তৃপক্ষের। কিন্তু কেন ডাক্তারি পরীক্ষাতেও টোকাটুকি? সংবাদমাধ্যমের থেকে জানা যাচ্ছে—শাসকদলের নেতা-মন্ত্রী, এম পি, এম এল এ-দের পুত্র কন্যা এবং নিকট আত্মীয়রা পরীক্ষার্থী, শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের নেতা ও ক্লাস ফাঁকি দেওয়া ছাত্রদের ভালো নম্বর সহ পাশ নিশ্চিত করা (সূত্র ঃ এই সময়, ১৩/১/১৬)। এর সঙ্গে ইদানিং যুক্ত হয়েছে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শান্তিপূর্ণ ছাত্র আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতিক বলপ্রয়োগ।

রাজ্যবাসীর আশঙ্কা যে এইভাবে এত দ্রুত সত্যে পরিণত হবে তা বোধ হয় বর্তমান শাসকদলের অতি বড় সমর্থকের কল্পনার অতীত ছিল, অবাধ রাজনীতিকরণের মধ্যে দিয়ে আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হয়ে উঠেছে শাসকদলের ক্ষমতায়নের পাঠশালা। রায়গঞ্জ কলেজ ও মাঝদিয়া কলেজ দিয়ে যে পর্বের শুরু তাতে একে একে যুক্ত হয়েছে ভাঙড় কলেজ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, গৌড়বঙ্গ বিদ্যালয়, বর্ধমান রাজ কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, সবং কলেজ, আসানসোল পলিটেকনিক, পাঁশকুড়া কলেজ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম, খিদিরপুর কলেজের ঘটনায় নিহত পুলিশকর্মী তাপস মুখার্জীর পরিবার এখনও দোষীদের শাস্তির আবেদন জানিয়ে চলেছেন, যেখানে মূল অভিযুক্তরাই এখনও অধরা। কোথাও 'দামাল ছেলে', কোথাও 'দুষ্টুছেলে' আবার কোথাও বা 'বাচ্চা বাচ্চা' ছেলেদের দৌরাত্মে শিক্ষাঙ্গণ আজ কলুষিত। শাসক শিবিরের অনুগত শিক্ষক সংগঠন, অশিক্ষক কর্মচারীদের সংগঠন ও ছাত্রসংগঠনের অনুপ্রেরণায় শিক্ষাঙ্গণের স্বাভাবিক পরিবেশ আজ বিঘ্নিত।

বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষা পর্ষদের চূড়ায় অযোগ্য দলীয় সমর্থক নিয়োগের

ফলে বারবার প্রশ্নের মুখে উঠে এসেছে এ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা। সিলেবাস আধুনিকীকরণের নামে অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে সরকারের কাজের প্রশস্তি। টেট ও এস এস সি পরীক্ষায় দুর্নীতি উন্মোচিত করেছে শাসকদলের ক্ষমতায়নের চূড়ান্ত প্রয়াস। 'বেতন দেয় সরকার', এই অজুহাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাধিকার প্রসঙ্গে নয়া তত্ত্ব শোনা গেছে শিক্ষামন্ত্রীর গলায়। প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একের পর এক স্বনামধন্য শিক্ষকের স্বেচ্ছাপ্রস্থান হতাশ করেছে এ রাজ্যের শিক্ষামহলকে। অকাল বিদায় নিতে হয়েছে বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে।

শিক্ষাক্ষেত্রে অকাল বিদায়

সুনন্দ সান্যাল ঃ পদ—উচ্চশিক্ষা উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান এবং স্কুল শিক্ষা পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি কমিটির চেয়ারম্যান। **দায়িত্ব নেন**—জুন, ২০১১। **পদত্যাগ করেন**—সেপ্টেম্বর ২০১১। **কারণ**—শিক্ষাবিদদের সুপারিশ না দেখেই রাজ্য মন্ত্রিসভা একতরফাভাবে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেয়।

চৈতালি দত্ত ঃ পদ—মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি। **দায়িত্ব নেন**—১৭ আগস্ট, ২০১১। **পদত্যাগ করেন**—৩১ জুলাই, ২০১২। **কারণ**—শাসকদলের এক সাংসদের সঙ্গে মতবিরোধ।

শৌভিক ভট্টাচার্য ঃ পদ—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। **দায়িত্ব নেন**—জুলাই ২০১২। **পদত্যাগ করেন**—২২ অক্টোবর, ২০১৩। **কারণ**—উচ্চশিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্য অভিজিৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে মতবিরোধ ও বিভিন্ন সিদ্ধান্তে সরকারের সঙ্গে মনোমালিন্য।

মুক্তিনাথ চট্টোপাধ্যায় ঃ পদ—উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি। **দায়িত্ব নেন**—১৪ জুলাই, ২০১১। **পদত্যাগ করেন**—১২ আগস্ট, ২০১৩। **কারণ**—শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে মতবিরোধ এবং সঠিক সময়ে একাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দিতে না পারা।

সুব্রত পাল ঃ পদ—বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। **দায়িত্ব নেন**—১ মে, ২০০৮। **পদত্যাগ করেন**—১১ সেপ্টেম্বর ২০১১। **কারণ**—বাম জমানায় নিয়োগ হওয়ায় তৃণমূল সরকারের সঙ্গে নানা বিষয়ে বিরোধ।

গোপা দত্ত ঃ পদ—গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। **দায়িত্ব নেন**—বাম জমানায় (নির্দিষ্ট তারিখ পাওয়া যায়নি)। **পদত্যাগ করেন**—ফেব্রুয়ারি ২০১২। **কারণ**—বাম জমানায় নিয়োগ হওয়ায় তৃণমূল সরকারের সঙ্গে মতবিরোধ।

অচিন্ত্য বিশ্বাস ঃ পদ—গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। **দায়িত্ব নেন**—১৫ মে, ২০১২ **পদত্যাগ করেন**—১১ জুলাই, ২০১৩। **কারণ**—তৃণমূলপন্থী শিক্ষকদের কাজে বাধা দেওয়া এবং টি এম সি পি-র নেতৃত্বে ছাত্রদের লাগাতার আন্দোলন, বিরোধ বাধে শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গেও।

সুগত মারজিৎ ঃ পদ—উচ্চশিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান। **দায়িত্ব নেন**—আগস্ট, ২০১১ সালে। **পদত্যাগ করেন**—৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৩। **কারণ**—প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্বাচন ঘিরে সরকারের সঙ্গে মতবিরোধ বলে জল্পনা।

মনোমালিন্য ঃ এছাড়াও স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান চিত্তরঞ্জন মণ্ডল-কে পদত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার, শাসকদলের এক সাংসদের সঙ্গে মতবিরোধের কারণেই এমন সিদ্ধান্ত। (সমস্ত কারণই অভিযোগ ও সূত্রের মতামত অনুযায়ী)

(সূত্র ঃ এই সময়, ২৩/১০/২০১৩)

সারা রাজ্য জুড়ে বিগত ৪ বছরে বহু কলেজে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপাচার্য সহ বহু শিক্ষাবিদরা দৈহিকভাবে আক্রান্ত ও অপদস্থ হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাই আজ ঘোরতর সমস্যার সম্মুখীন।

ইতিমধ্যে যাদবপুর শিক্ষক সমিতির (জুটা) সম্পাদক নীলাঞ্জনা গুপ্ত বলেছেন, 'শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত প্রশাসনিক ও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রগুলিকে বর্তমান সরকার পরিকল্পিতভাবে পঙ্গু করে দিয়েছে। ফলে সকলের মতামত নিয়ে গণতান্ত্রিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় অথবা অন্যান্য শিক্ষা প্রশাসন পরিচালনা করার পরিবেশই এরাজ্যে নেই। এমন অগণতান্ত্রিক আবহাওয়ার কারণেই শিক্ষা জগতের ব্যক্তিত্বরা কাজ করতে পারছেন না।' (সূত্র ঃ এই সময়, ২৩/১০/১৩)

শিক্ষাক্ষেত্রে এই নৈরাজ্যের পাশাপাশি রাজ্যে শিল্পের আকালের ফলে প্রভাব পড়েছে কর্মসংস্থানের ওপর, অথচ বর্তমান সরকার ইতিমধ্যেই ৬০টি নতুন পলিটেকনিক চালু করতে উদ্যোগী হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ার ফলে যেমন সেগুলো চালু করা যায়নি, তেমন যথেষ্ট পরিমাণে ছাত্রছাত্রীর অভাবে সংশ্লিষ্ট আবাসনগুলোও ইতিমধ্যেই ভুতুড়ে বাড়িতে রূপান্তরিত হয়েছে। স্কুল কলেজগুলোতেও স্থায়ী পদে শিক্ষক নিয়োগের বদলে প্যারাটিচার ও আংশিক সময়ের শিক্ষকদের দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে।

সর্বশিক্ষা অভিযানের অবস্থাও তথৈবচ। ঢাক ঢোল পিটিয়ে উন্নয়নের কথা, ইস্তাহার অনুযায়ী দেড় বছরে সব কাজ করে দিয়েছি বলা হলেও সর্বশিক্ষার বরাদ্দ খরচই করতে পারেনি সরকার। ২০১০-১১ সালে যখন সরকার ১৬৩.৪৮ কোটি টাকা খরচ করতে পারেনি, তখন ২০১২-১৩ সালে দেখা যাচ্ছে সেই পরিমাণ ৭২৭.৪১ কোটিতে পৌঁছেছে। (সূত্র ঃ এই সময়, ২/১/'১৬)

এ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা, তার মান ও পুরানো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে গেলে যুবসমাজ সহ গণতন্ত্রপ্রিয় সমস্ত মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। যে অধঃপতনের দিকে যুবসমাজ ও ছাত্রসমাজকে ধাবিত করা হচ্ছে তার বিপক্ষে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের প্রয়োজন। প্রয়োজন এই ব্যবস্থা পরিবর্তনের, প্রয়োজন গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার।

—স্টাডি টিম

With Best Compliments From B-674

M/s. S. N. CONSTRUCTION & CO.

C/o. Shibnath Sarkar
Maheshmati, Malda, West Bengal
Mobile No. : 9434682911

MALDA

With Best Compliments From B-673

M/s. MAHABUB & BROTHERS

Govt. Contractor & Order Supplier

At 16 Mile, P.O.- Gurutola, P.S.- Kaliachak,
Dist.- Malda (W.B.), Pin-732127

MALDA

With Best Compliments From B-671

BRIGHT MOON COMPANY

Office : 56C. Belgachia Road, Kolkata-700037
Phone : 2556-5498/2532-1752, Fax : 91-033-2532-1751
E-mail : brightmoon@vsnl.net

MALDA

With Best Compliments From B-676

M/s. SAHA CONSTRUCTION

Govt. Contractor & General Order Supplier

Vill. & P.O.- Hyderpur, Bangaltuli Lane
Dist.- Malda-732101
Mobile : 8653029211

MALDA

With Best Compliments From B-558

JOYDEB SEN

Govt. Contractor & Order Supplier
(1st Class Enlisted Contractor of Ranibandh Panchayat Samity)

Ranibandh, Bankura
Mobile : 9434362167

BANKURA

With Best Compliments From B-677

SUMAN CHANDRA CHAKRABORTY

S.C. CONSTRUCTION

Vivekananda Pally, Malda
Mobile No. : 9434420993

MALDA

স্বাস্থ্য ঃ রাজ্য এখন মৃত্যুপুরী

বর্তমান তৃণমূল সরকার তার সময়কালে পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের জোয়ারের (ঢক্কানিনাদ) ঢাক বাজিয়ে চলেছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তা আরও উচ্চস্বরে বাজানো হবে। তা আবার মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অধীনস্ত দপ্তর হলে তো কথাই নেই। সেইমতো মাননীয়ার অনুপ্রেরণায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। আসল চিত্রটা আমাদের বুঝে নেওয়া জরুরি। তার আগে দেখে নেওয়া যাক ক্ষমতায় আসার পূর্বে ওই দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে কি বলা হয়েছিল—

"অদক্ষ ও দুর্নীতিগ্রস্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা পশ্চিমবঙ্গে নিম্নবিত্ত শ্রেণির জীবনে এক অশনি সংকেত নিয়ে এসেছে। গ্রামীণ-দরিদ্র মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ১০টা নতুন মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হবে পশ্চিমবাংলায়। সব সদরে ও জেলায় উন্নতমানের হাসপাতাল তৈরি হবে। ... শিশুমৃত্যুর হার পশ্চিমবঙ্গে ১০০০-এ ৩৮। সেখানে এই মৃত্যুহার ত্রিপুরাতে কম।"

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রধান একটা ধাপ যেমন ইনফাস্ট্রাকচারাল ডেভলপমেন্টের পাশাপাশি অত্যন্ত জরুরি স্বাস্থমান রক্ষা করা, সাধারণ মানুষকে দ্রুত রোগমুক্তির ব্যবস্থা করা ও রোগ সংক্রমণ বন্ধ করা। এক্ষেত্রে আমরা যদি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের "স্টেট বুরো অফ হেল্‌থ ইনটেলিজেন্স ২০১৩-১৪" রিপোর্ট দেখি, যেটি ২০১৫-তে প্রকাশিত হয়েছে তাহলে আমরা দেখব ২০১০ সাল থেকে ২০১৩ শিশু মৃত্যু বা সাধারণ মৃত্যু দুটির হারই বেড়েছে, যেখানে সারা দেশের গড় অতি সামান্য হলেও কমেছে। এ রাজ্যে ২০১০ সালে মৃত্যু হয়েছে ১১,৯৮৮ জন শিশুর (১ বছরের কম বয়সী) সেখানে ২০১৩ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১৮,৯৯২ জন। সাধারণ মৃত্যুও প্রতি ১ হাজার মানুষ পিছু ৬.০ জন থেকে বেড়ে হয়েছে ৬.৪ জন।

শুধু পি জি-তেই যদি শিশু মৃত্যুর হার দেখি, তবে দেখা যাবে ২০১১ সালের থেকে ২০১৩ সালে ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে।

সাল	ভর্তি নবজাতক	মৃত্যুর হার (শতাংশে)
২০১১	১৩৯৯	৭.১
২০১২	১২৯০	৮.০০
২০১৩	১১৯৬	১১.৬
২০১৪	১১৯২	১২.৪
২০১৫ (৩০/১১/'১৫ পর্যন্ত)	১১০৫	১৩.৬

(সূত্র ঃ এই সময়, ২/১/১৬)

হাসপাতালগুলিতে শিশু শল্যরোগ বিশেষজ্ঞই বা কত এখন—

হাসপাতাল	বাস্তবে কতজন থাকার কথা	অনুমোদিত পদ	এখন আছেন
বি সি রায় শিশু হাসপাতাল	১২	৮	৩
এন আর এস	১২	৮	৮
এস এস কে এম	৮	৮	৬
কলকাতা মেডিক্যাল	৮	৪	৩
আর জি কর মেডিক্যাল	৪ (ন্যূনতম)	৪	১
ন্যাশনাল মেডিক্যাল	৪ (ঐ)	৪	১

(সূত্র ঃ এই সময়, ২০/১/১৬)

'গ্রামীণ দরিদ্র মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে' ২০১১ সালের নির্বাচনী ইস্তাহারে বলা হয়েছিল। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ৭০ শতাংশ মানুষ সরকারি হাসপাতাল থেকে পরিষেবা পেতেন। উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও সরকারি পরিসংখ্যানেই বলছে হাসপাতালগুলিতে বেডের সংখ্যা ৩০/১১/১২-তে যেখানে ৫৮,৩৬২টি ছিল সেখানে ১৫/৬/১৫-তে হয়েছে ৫৬,৭৬৯টি। (সূত্র ঃ এই সময়, ১/৪/১৫)

আবার ডাক্তার ছাড়া উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া যায় কি করে সেটা হয়তো বর্তমান সরকার জানেন, কারণ পরিসংখ্যানই বলছে বিভিন্ন হাসপাতালে ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল অফিসারদের ঘাটতি বিপুল।

হাসপাতাল	অনুমোদিত পদ	আছেন
এস এস কে এম	১৪	৮
কলকাতা মেডিক্যাল	১৪	৭
এন আর এস	১৫	৮
আর জি কর	১৪	৮
ন্যাশনাল মেডিক্যাল	১২	৫

জেলায় জেলায় মাল্টি/সুপার কোয়ালিটি হাসপাতালে বদলির জেরে এই ঘাটতি সম্প্রতি আরও বেড়েছে। (সূত্র ঃ এই সময়, ৪/৩/১৬)

রোগ প্রতিরোধেও এই সরকার ব্যর্থ। জাপানি এনকেফেলাইটিস, একিউট এনকেফেলাইটিস, ডেঙ্গু ইত্যাদিতে আক্রান্তের সংখ্যাও এই সময়ে বেড়েছে। শুধু ডেঙ্গুতেই ২০১০ সালে আক্রান্তের সংখ্যা ৪৩৭ জন থেকে ২০১২ সালে বেড়ে হয়েছে ৩৩৬১ জন। ২০১২ সালে ডেঙ্গুতে মৃত্যু ১১ জনের। (সূত্র ঃ স্টেট বুরো অফ হেল্‌থ ইনটেলিজেন্স ২০১৩-১৪)

এই সময়কালে সবচেয়ে আলোড়ন ফেলেছে ন্যায্য মূল্যের দোকান। মানুষ ভাবছেন ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে কম দামে ওষুধ কিনতে পারছেন বা পারবেন। কিন্তু, অনেক

সময়ই ডাক্তারবাবু জেনেরিক নামে ওষুধ লেখার পর ন্যায্যমূল্যের দোকান যে ব্র্যান্ডনামের ওষুধ বিক্রি করছেন তাতে দেখা যাচ্ছে সেই ব্র্যান্ড নামের ওষুধটি সাধারণ বাজারে আরও কম দামে পাওয়া যায় এবং বেশ কিছু ওষুধ মানুষ ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে কিনতে বাধ্য হচ্ছেন, যেটা বিনামূল্যে হাসপাতাল থেকে দীর্ঘদিন ধরে পাওয়া যেত। ফলে গরিব মানুষরা প্রতিনিয়ত সরকার দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে। (সূত্র ঃ স্টেট বুরো অফ হেল্‌থ ইনটেলিজেন্স ২০১৩-১৪)

বর্তমান সরকার দাবি করছে যে সব হাসপাতালে বিনা পয়সায় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এ সম্বন্ধে বেশিরভাগ হাসপাতালে কোন লিখিত আদেশ আসেনি। মৌখিকভাবে চিকিৎসকদের বলা হয়েছে কোন বাইরের ওষুধের প্রেসক্রিপশন না দিতে। সরকার প্রায় কোন ব্যবস্থা করেনি এই বিশাল পরিমাণ ওষুধ দেওয়ার জন্য। ফল হয়েছে মারাত্মক। রোগীর যা ওষুধ পাওয়া উচিত সেগুলো পাচ্ছে না, আবার যারা কিনতে পারত, তারাও তা পাচ্ছেন না, কারণ তারা ওষুধের কোন প্রেসক্রিপশন হাতে পাচ্ছে না, এই কারণে নানান হাসপাতাল এমনকি অনেক মেডিকেল কলেজেও অনেক অপারেশন বন্ধ হয়ে রয়েছে। (সূত্র ঃ স্টেট বুরো অফ হেল্‌থ ইনটেলিজেন্স ২০১৩-১৪)

বর্তমান রাজ্য সরকারের উন্নয়নের প্রচারের একটা বড় 'সাবজেক্ট' হলো সুপার স্পেশালিটি/মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে সুপার স্পেশালিটি বলতে যে পরিকাঠামো বোঝায় তা তো দূরঅস্ত, সাধারণ জেলা হাসপাতালের পরিকাঠামোর মানের থেকেও অনেক নিচে এই নতুন চকচকে নীল-সাদা হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো। কোথাও একজন স্পেশালিস্ট চিকিৎসক নেই, কোথাও নতুন যন্ত্র নেই, তার ফলে স্পেশালিস্ট টেকনিশিয়ানও নেই, কোথাও আবার হাসপাতাল উদ্বোধন হয়েছে কিন্তু রোগীর বেডই নেই। সব জায়গাতেই প্রায় সাধারণ চিকিৎসককে জেলা/মহকুমা হাসপাতাল থেকে বদলি করে কাজ চালানো হচ্ছে। অপরদিকে মেডিকেল কলেজগুলো থেকে চিকিৎসক-শিক্ষককে জেলায় বদলি করা হচ্ছে ফলে আবার মেডিকেল কলেজের পঠনপাঠন সহ জটিল রোগ নিরাময় ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে গত সাড়ে চার বছর আগের প্রতিশ্রুতি মতো এই জানুয়ারি মাস পর্যন্ত জেলায় জেলায় নয় নয় করেও ১৭টি মাল্টিসুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ১৭টির একটিতেও নেই সাধারণ হাসপাতালের ন্যূনতম পরিকাঠামো। (সূত্র ঃ এই সময়, ১০/২/১৬)

একদিকে বিপুল ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্টের কথা বলা হচ্ছে অথচ অপরদিকে স্বাস্থ্য বাজেটে খরচ ২০১৪-১৫-তে ২,৬২৫.৭৪ কোটি থেকে কমিয়ে ২০১৫-১৬-এর বাজেটে ২,৫৮৮.৯০ কোটি টাকা করা হয়েছে। আসলে নতুন ডাক্তার-নার্স-টেকনিসিয়ান নিয়োগ বন্ধ রেখে শুধু হাসপাতাল নীল-সাদা রঙ করলে স্বাস্থ্য পরিষেবা বাড়ানো সম্ভব নয়। (সূত্র ঃ স্টেট বুরো অফ হেল্‌থ ইনটেলিজেন্স ২০১৩-১৪)

এইসবের সঙ্গে রয়েছে অগণতান্ত্রিক পরিবেশ। এই অবস্থার প্রতিবাদ করতে গেলেই

চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর নেমে আসছে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক আঘাত এবং শাস্তি। যেমন সংবাদপত্রের পাতা থেকেই জানা যাচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ ব্যক্তিতন্ত্রের কোপে পড়ে হয় বদলি হয়েছেন নয় সাসপেন্ড হয়েছেন।

ব্যক্তিতন্ত্রের কোপে সঙ্কটে চিকিৎসকরা

তৃণমূলের কোপে চিকিৎসকগণ

চিকিৎসক	কেন শাসকের কুনজরে
শ্যামাপদ গড়াই *(অধিকর্তা, বি আই এন)*	মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে 'মুখে মুখে কথা' বলেছিলেন প্রকাশ্যে
মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় *(প্রধান, সার্জারি, মেডিক্যাল কলেজ)*	তৃণমূলের চিকিৎসক নেতাদের আমল না-দেওয়ায় নির্মল মাঝির কোপে
সুবীর গঙ্গোপাধ্যায় *(প্রধান, রেডিয়োথেরাপি, এন আর এস)*	পি ডি এ-র সদস্যপদ নিতে অস্বীকার করায় নির্মল মাঝির কোপে
বিপ্লব আচার্য *(প্রধান, অর্থোপেডিক, এন আর এস)*	তৃণমূলের চিকিৎসক নেতাদের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় নির্মল মাঝির কোপে
মানস গুমটা *(জেনারেল সার্জারি, এন আর এস)*	বামপন্থী চিকিৎসক সংগঠনের নেতা হয়েও প্রবল জনপ্রিয়তা, আনুগত্য বদলে অসম্মত
অনির্বাণ বিশ্বাস *(প্রধান, চেস্ট মেডিসিন, বর্ধমান মেডিক্যাল)*	তৃণমূল চিকিৎসক নেতাদের আমল না-দেওয়া
অনুপ রায় *(প্রিন্সিপাল, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল)*	বামপন্থী চিকিৎসক সংগঠনের প্রভাবশালী সদস্য, এনকেফেলাইটিস বিতর্কে স্বাস্থ্যভবনকে বিপাকে ফেলে সত্যি কথা বলে ফেলা
সুবীন ভৌমিক *(সি এম ও এইচ, দার্জিলিং)*	সি পি এম মন্ত্রীর আত্মীয়, এনকেফেলাইটিস বিতর্কে সত্যি কথা বলা
কমলেশ দাস *(নিউরোমেডিসিন, বর্ধমান মেডিক্যাল)*	তৃণমূলের চিকিৎসক সংগঠনের সঙ্গে বনিবনা না-হওয়া
অরুণ সিং *(নিওন্যাটোলজি, এস এস কে এম)*	ত্রিদিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মনোমালিন্য
শ্যামল সর্দার *(নিওন্যাটোলজি, এস এস কে এম)*	নির্মল মাঝি ও ত্রিদিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মনোমালিন্য
প্রদীপ মিত্র *(অধিকর্তা, এস এস কে এম)*	নির্মল মাঝি, অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্তাদের বিরাগভাজন হওয়া।

(সূত্র ঃ এই সময়, ১৫/১২/২০১৪)

সরকারি কোপে অধ্যক্ষ (২০১১-২০১৫)

প্রদীপ ঘোষ, এন আর এস (একরোখা মনোভাবের জন্য স্বাস্থ্যভবনের আপাত গুরুত্বহীন পদে বদলি)

অনুপ রায়, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল (এনকেফেলাইটিস বিতর্কে মুখ খুলে স্বাস্থ্যভবনকে বিপাকে ফেলায় সাসপেন্ডেড)

মনোজ চৌধুরী, আইডি (প্রকাশ্যে সত্যি কথা বলে ফেলায় পিজি-তে অধ্যাপক পদে বদলি)

প্রদীপ সাহা, মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল (স্বাধীনভাবে কাজ করতে যাওয়ায় কম্পালসরি ওয়েটিং)

উচ্ছল ভদ্র, মালদা মেডিক্যাল কলেজ (স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে মতবিরোধের জেরে আইডি-তে বদলি)

কৃষ্ণাংশু রায়, ট্রপিক্যাল (তৃণমূলপন্থী চিকিৎসক সংগঠনের বিরাগভাজন হওয়ায় হেলথ ইনস্টিটিউটে বদলি)

তাপস রায়, সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ (স্বাধীনচেতা মনোভাবের খেসারত দিয়ে ন্যাশনালের অধ্যাপক পদে বদলি)

(সূত্র ঃ এই সময়, ২৫/০৬/২০১৫)

সরকারি চাকরি ছাড়তে চান আরও ২৫০ ডাক্তার

অব্যাহতি চাওয়া সরকারি চিকিৎসকগণ

অরুণ সিং (পিজি থেকে সাগর দত্তে বদলি, সদ্যোজাত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ)

কিরণ মুখোপাধ্যায় (এন আর এস থেকে উত্তরবঙ্গে বদলি, অস্থিশল্য বিশেষজ্ঞ)

অনিন্দ্য সরকার (রায়গঞ্জ থেকে বিষ্ণুপুরে বদলি, অস্থিশল্য বিশেষজ্ঞ)

সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় (ন্যাশনাল থেকে উত্তরবঙ্গে বদলি, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ)

টি কে হাজরা (ন্যাশনাল থেকে উত্তরবঙ্গে বদলি, ই এন টি বিশেষজ্ঞ)

সুব্রত সরকার (সিউড়ি সদর হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ)

সুমন্ত মুখোপাধ্যায় (জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ)

(সূত্র ঃ এই সময়, ২৫/০৬/২০১৫)

সমস্ত পরিসংখ্যান প্রমাণ করছে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করা তো দূরের কথা, নির্বাচনী ইস্তাহার অনুযায়ী অদক্ষ নয়, দক্ষ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের বদলি করে বা শাস্তি দিয়ে সরকার হাসপাতালগুলিকে ক্রমশ মৃত্যুপুরীতে পরিণত করেছে। চিকিৎসার পরিবর্তে বিভিন্ন হাসপাতালগুলিতে সৌন্দর্যায়নের নামে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হলেও পরিষেবার মান ন্যূনতম, যা মানুষকে ক্রমশ বেসরকারি হাসপাতালমুখী করার চেষ্টা। □

—স্টাডি টিম

With Best Compliments From B-466

SEKH MOMEN

Vill.- Sainla, P.O.- Raykhan
Haroa, North 24 Parganas
N.24-PGS.

With Best Compliments From B-835

S. M. ENGINEERING [M : 9339841781]

Manufacturer of all pipe fittings
24/3, Naskarpara 1st by-Lane
Howrah-711104
N.24-PGS.

With Best Compliments From B-790

M/s. AEON

Govt. Contractor & General Order Supplier
Prop.: **Tarun Das**
15, Belat Ali Road, P.O.- Talpukur, Barrackpore-700123
N.24-PGS.

With Best Compliments From B-428

PUSPA CONSTRUCTION

(UJJWAL KR. DAS) [M : 9233841430]

Govt. Contractor & General Order Suppliers
Hajipukuria, Habra, North 24 Parganas
N.24-PGS.

With Best Compliments From B-558

DILIP SANTRA

M : 9733668150
Govt. Contractor & General Order Supplier
Vill.+P.O.- Ghona, P.S.- Basirhat, 24 Parganas (N)
N.24-PGS.

With Best Compliments From B-967

ASIT KUMAR BANERJEE

Govt. Contractor & General Order Suppliers
Vill.+P.O.- Kaiyar
Khandaghosh, Burdwan
BURD.

With Best Compliments From 1582

PROLOY BANERJEE

Govt. Contractor & General Order Suppliers
Barasat
North 24 Parganas
N.24-PGS.

সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল না সুপার চালাকি

"ক্ষমতায় আসার মাস ছয়েকের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দিতে শহর ও জেলায় জেলায় গড়ে উঠবে সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল। এই সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার মুখে আবার তিনি জানালেন এমন দুটি হাসপাতাল ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গিয়েছে।...' সেই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন গার্ডেনরিচ সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল"... (সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২/২/১৬)

'কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কি জানেন—সুপার স্পেশ্যালিটি পরিষেবা তো দূরের কথা, পরিকাঠামো বলতে সেখানে শুধুই গুটিকয়েক আউটডোর?' (সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২/২/১৬)

"গত ২৩ নভেম্বর নয়াগ্রাম সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ৩০০ শয্যার হাসপাতালটি অবশ্য নামেই চালু হয়েছে। এখনও ইন্ডোর পরিষেবা চালু হয়নি। রয়েছে শুধু আউটডোর। তবে সেখানেও চিকিৎসক থাকে না।..." (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২/২/১৬)

"...মুখ্যমন্ত্রীর হাসপাতাল উদ্বোধন কিন্তু থেমে নেই। ...নয়াগ্রামের প্রশাসনিক সভা থেকে চার জেলায় আরও ছয়টি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের উদ্বোধন করেছেন তিনি। ...স্বাস্থ্যকর্তারা এও জানাচ্ছেন, পরিকাঠামোর ব্যবস্থা না করেই হাসপাতালগুলি চালু করে দেওয়া হচ্ছে। ফলে, সেখানে সাধারণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মতো জ্বর, পেট খারাপের ওষুধ দেওয়া ছাড়া এই মুহূর্তে আর কিছু পাওয়ার আশা নেই।..." (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২/২/১৬)

"কি হওয়ার কথা—স্নাতকোত্তর স্তরের পরে যে বিষয়গুলি নিয়ে উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে, সেই বিষয়গুলিতে বিশেষ পরিষেবার ব্যবস্থা থাকলে তাকে বলা হয় সুপার স্পেশ্যালিটি। যেমন নিউরো সার্জারি, কার্ডিয়াক সার্জারি, এন্ডাক্রিনোলজি ইত্যাদি। সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে থাকার কথা নির্দিষ্ট (ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট) এবং আই টি ইউ (ইনটেনসিভ থেরাপি ইউনিট-ও)

কি হয়েছে—"সুপার স্পেশ্যালিটি পরিষেবার কিছুই নেই। শুধু সার্জারি আর মেডিসিন-এর মতো স্পেশ্যালিটি বিষয়ে আউটডোর চালু হয়েছে। তাও সব দিন চিকিৎসক থাকেন না। ডে-কেয়ার এর ভিত্তিতে ছোটখাটো অস্ত্রোপচারেরও পরিকাঠামো নেই। আশপাশের মেডিক্যাল কলেজগুলি থেকে ডাক্তার ধার করে আনা হচ্ছে। ইন্ডোর কবে হবে কেউ জানে না।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২/২/১৬)

—স্টাডি টিম

পশ্চিমবঙ্গ কি বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে?

রাজ্যে বড় ও মাঝারি শিল্পের মতো ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অবস্থা খারাপ হলেও গত পাঁচ বছরের জমানায় বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে বাজি কারখানার নামে বোমা তৈরি করতে গিয়ে বিস্ফোরণে বাড়ির ছাদ পর্যন্ত উড়ে গিয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে, তাতে প্রমাণ হচ্ছে এই শিল্পটির দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। যেভাবে চারিদিকে বিস্ফোরণ ঘটছে আমরা নিরাপদ তো? যেন কিছুই হয়নি, নিরপেক্ষ(!) পুলিশের প্রায় সেরকমই সাফাই। শুধু বাজির আড়ালে বোমা নয়, প্রতিবেশী রাষ্ট্রে জঙ্গী কার্যকলাপ চালানোর জন্য অস্ত্র, বোমা তৈরি করে সরবরাহ করার ছক কষেছিল আমাদেরই রাজ্যে, বর্ধমানের খাগড়াগড়ে। শাসকদলের নেতার বাড়িতে। খাগড়াগড়ের ওই বাড়িতে বিস্ফোরণ না হলে জানাই যেত না কোন্ ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে যাচ্ছিল আমাদের রাজ্য। এছাড়া কখনও নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বা বিরোধী দলকে টাইট দেওয়ার জন্য হামেশাই বাজি কারখানার নামে বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটছে।

সংবাদপত্রের পাতা থেকে তার কয়েকটি ঃ

বেআইনী বাজির আড়ালে বোমা?

- অক্টোবর, ২০১৪ ঃ চুঁচুড়ায় বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত ১ জখম ১২।
- মে, ২০১৫ ঃ পিংলায় বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত ১২।
- ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ ঃ তপসিয়ার বাড়িতে বিস্ফোরণে উড়ল দেওয়াল, জখম ৬।
- ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ ঃ খয়রাশোলে বাড়িতে বিস্ফোরণ, মৃত ২।
- মার্চ, ২০১৬ ঃ বজবজে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ, মৃত ২।

(সূত্র ঃ এই সময়, ৩/৩/১৬)

▯ মার্চ ২০১৬ ঃ মুর্শিদাবাদের ভরতপুরে একটি মাঠে বোমা বাঁধার সময় বিস্ফোরণ, মৃত ২। (সূত্র ঃ এই সময়, ৯/৩/১৬)

এরকমই গত আড়াই বছরে বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা ৬০। (সূত্র ঃ গণশক্তি, ১১/৩/১৬)

—স্টাডি টিম

মুখ্যমন্ত্রীর কিছু টুকরো মণিহার

▯ ২০১২ সালে রবীন্দ্র জয়ন্তীর সরকারি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের পরে নাইট উপাধি ত্যাগ করেছিলেন এবং তার পরেই গান লেখেন 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে'।' যদিও এই গানের সঙ্গে জালিয়ানওয়ালাবাগের কোনো সম্পর্ক নেই। জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা ঘটেছিল ১৯১৯ সালে, আর রবীন্দ্রনাথ এই গানটি লেখেন ১৯১৩ সালে ২৪ আগস্ট এবং এটি লন্ডনে বসে, এটি পূজা পর্যায়ের গান।

▯ অতীতে বলেছিলেন, বেলেঘাটায় গান্ধীজীকে অনশন ভাঙাতে ফলের রস খাইয়ে রবীন্দ্রনাথ নাকি গেয়েছিলেন 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো', বেলেঘাটায় গান্ধীজীর অনশনের সময় রবীন্দ্রনাথ আদৌ .... বেঁচে ছিলেন না।

(সূত্র ঃ গণশক্তি, ৮/৫/২০১২)

▯ **মুখ্যমন্ত্রীর কথাঞ্জলি**

▯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের হাতে ফলের রস খাইয়ে বেলেঘাটায় গান্ধীজীর অনশন ভেঙ্গেছিলেন।

▯ ১৮৫৫ সালে হুল বিদ্রোহে সিধো-কানহোর সঙ্গে ডহরও শহীদ হন। ডহরবাবুর বাড়ির লোক আসেননি?

▯ ভারতের রাকেশ রোশন চাঁদে গিয়েছিলেন।

▯ রবীন্দ্রনাথ যখন লন্ডনে যান, তখন তিনি গীতাঞ্জলি রচনা করছেন, কিটস এবং সেক্সশপিয়রের এই জমানার সঙ্গে তাঁর ভাল রিলেশন ছিল।

▯ ভুলে গেলে চলবে না, সতীদাহ প্রথা বিলোপ আইনও সবার আগে পাশ করেছিল এই বিধানসভা।

(সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১/৭/১৫)

—স্টাডি টিম

শিলাদেবীর গমনস্তুতি

কৌমুদী

যা দেবী সর্বনাশেষূ
সততা রূপেন সংস্থিতা
(খুড়ে) নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমৌ নমোহঃ

যা দেবি— সর্বপাপেষূ
নির্যাতিতা রূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমৌ নমোহঃ

যা দেবী— অন্নপাপেষূ
রেশন রূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমৌ নমোহঃ

যা দেবী— অর্থপাপেষূ
সারদা রূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমৌ নমোহঃ

যা দেবী— কর্মনাশেষূ
সিঙ্গুরেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমৌ নমোহঃ

যা দেবী— শিল্পনাশেষূ
শালবনি নামেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমৌ নমোহঃ

যা দেবী— বিদ্যানাশেষূ
'টেট্' সরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমৌ নমোহঃ

যা দেবী— শান্তিনাশেষূ
সিন্ডিকেটেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমৌ নমোহঃ

যা দেবী— সংস্কৃতিনাশেষূ
সুশীল নামেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমৌ নমোহঃ

যা দেবী— কিষাণনাশেষূ
মান্ডি রূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমৌ নমোহঃ

যা দেবী— যৌবননাশেষূ
সমাজসংহারেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমৌ নমোহঃ॥

* দেবীর পাটের কোণা ধরে উল্টাতে উল্টাতে বলতে হবে।

বিসর্জন মন্ত্র ঃ

গচ্ছ গচ্ছ পরমং স্থানং
যৎ আস্তাকুড়েন আগচ্ছতা
ইহজন্মে নঃ আগতাং দেবিং
পরজন্মে শুভায়চ॥

With Best Compliments From B-299

STAR ENTERPRISE

Air Conditioning & Refrigeration
Govt. Contractor (SSI Unit)

CST : 19709911024, VAT : 19709911024
PAN NO. : BBIPS7438G
SSI NO. : 190161109194
SERVICE TAX NO. : BBIPS7438GSD003

BANKURA

সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের জীবন যন্ত্রণা বাড়ানোর বাজেট

দিলীপ ব্যানার্জী

অতি সম্প্রতি দেশের সংসদে এবং রাজ্য বিধানসভায় তিন ধরনের বাজেট প্রস্তাব পেশ হয়েছে। সংসদে পেশ হয়েছে রেল বাজেট ও আগামী অর্থ বর্ষের জন্য সাধারণ বাজেট, রাজ্য বিধানসভায় পেশ হয়েছে রাজ্য বাজেট। যা এখন দেশের বা আমাদের রাজ্যের সাধারণ জনগণের দৈনন্দিন আলোচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হিসাবে ঘোরা ফেরা করছে। কারণ বাজেটের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আপামর সাধারণ জনগণের বর্তমান, ভবিষ্যৎ। বাজেট মানে কোটি কোটি টাকা অর্থাৎ কিছু সংখ্যা আর কিছু তথ্য পরিসংখ্যান ও আয় ব্যয়ের হিসাব বলে আমাদের সাধারণভাবে মনে হয়। কিন্তু বাজেটে ওই কোটি কোটি টাকার সংখ্যার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে জনগণের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি, জনগণের দায় গ্রহণ, জনগণের জীবনমানের প্রকৃত উন্নয়নের দিকে সরকার কতখানি আন্তরিক, তার অভিমুখ। সরকারে আসীন দল নির্বাচনের আগে যে প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছিল সরকারে আসার পর সেই প্রতিশ্রুতিগুলো পালনে বা কার্যকর করতে ওই দল সত্যিই কতটা সৎ সেটাও বাজেটের সংখ্যা-তথ্যের মধ্যে দিয়ে বোধগম্য হয়। বেশীরভাগ সময়েই রেল ও কেন্দ্রীয় সাধারণ বাজেট দেশের সাধারণ জনগণকে তেমন ভরসা দিতে পারেনি। কারণ ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক দলগুলি কখনো সরকারে আসীন থেকে শাসকশ্রেণীর স্বার্থ না দেখে সাধারণ মানুষের স্বার্থ দেখাটা তার অগ্রাধিকারে রাখেনি। আর তা রাখার কথাও নয়। এখন তো দেশের বৃহৎ বুর্জোয়া, দেশী বিদেশী কর্পোরেটদের নির্দেশে বাজেট তৈরি হয়। তাই আগে বাজেটে ছিটেফোঁটা যেটুকু জনকল্যাণের দিক থাকতো এখন সেটুকুও আর থাকে না। উপরোক্ত বাজেট প্রস্তাবগুলির ওপর একটু নজর বোলালেই এর প্রতিফলন দেখা যাবে।

রেল বাজেট ২০১৬-১৭

রেল বাজেট শুধুমাত্র লাভ লোকসানের ক্ষেত্র নয় যা শুধুই আয় ব্যয়ের খতিয়ান নয়। রেলের খুব গুরত্বপূর্ণ দুটি সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে। প্রথমত, রেল হচ্ছে দেশের সর্ববৃহৎ নিয়োগ ক্ষেত্র। কর্মসংস্থানের এত বড় ক্ষেত্র ভারতবর্ষে আর নেই। দ্বিতীয়ত, রেল হচ্ছে দেশের সর্ববৃহৎ গণপরিবহন ব্যবস্থা। দেশের শ্রমজীবী মানুষের অর্থে, শ্রমে,

লাইন পাতা থেকে শুরু করে আজকে রেল এই বৃহৎ জায়গায় এসে পৌঁছেছে। রেলের কাছে আমাদের এই প্রত্যাশাটা তো স্বাভাবিক যে আমাদের ঘরের উচ্চশিক্ষিত, অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত বা খুবই কম শিক্ষিত নির্বিশেষে বেকার ছেলেমেয়েদের রেলে কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। ছেলেমেয়েরা একটু কাজের সুযোগ পাবে। কিন্তু কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে বা নতুন কাজের জায়গা তৈরি করার প্রশ্নে, নতুন নিয়োগের প্রশ্নে নীরব থেকেছেন রেলমন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় সরকার। নতুন কর্মস্থানের বদলে বেশ কিছুদিন ধরে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমছে। এখনো যে মানুষগুলি কর্মরত আছেন তাঁদের সুরক্ষা বা জীবনমানের উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়া হয়নি বরঞ্চ তাঁদের দায় ঝেড়ে ফেলার প্রবণতা দৃশ্যমান। রেলের প্রায় সিংহভাগ ক্ষেত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে বেসরকারি সংস্থার হাতে। এবছরের বাজেটেও তার প্রতিফলন আছে। দেশের জনগণের শ্রমে ঘামে অর্থে গড়ে ওঠা রেলের সাজানো বাগান এখন তুলে দেওয়া হচ্ছে বেসরকারি দখলকারীদের হাতে। তাদের বিনিয়োগ এবং সীমাহীন মুনাফার সুযোগ করে দেওয়া আছে রেল বাজেট প্রস্তাবে। ফলে সময়ানুবর্তিতা, যাত্রী নিরাপত্তা, যাত্রী স্বাচ্ছন্দে এগুলি এখন গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে যাত্রীদের সুযোগ সুবিধার কথা বলে, কিছু নতুন ব্যবস্থা বা গতি বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আসল লক্ষ্যটা হচ্ছে মানুষকে বিভ্রান্ত করে বেসরকারি বিনিয়োগের নতুন নতুন ক্ষেত্র খুলে দেওয়া।

দ্বিতীয় ক্ষেত্র অর্থাৎ সর্ববৃহৎ গণপরিবহণ ব্যবস্থা হিসাবে বর্তমান বাজেট প্রস্তাবে যাত্রীভাড়া বা পণ্যমাসুল বাড়ানোর কোন প্রস্তাব নেই ঠিকই কিন্তু রাজ্যগুলিকে ফাঁকি দেবার লক্ষে বাজেটের আগেই যাত্রীভাড়া বা পণ্য মাসুল বাড়ানো হয়ে গেছে। রেল পরিষেবা সম্প্রসারণের কোন পরিকল্পনা চোখে পড়েনি। নতুন নতুন ভৌগোলিক জায়গাকে রেল পরিষেবার আওতায় নিয়ে আসা বা যেখানে রেলপথ আছে সেখানে লাইন বাড়ানো, রেলপথের উন্নতিসাধন এগুলি বাজেট প্রস্তাবের বিবেচনায় স্থান পায়নি। এককথায় রেল বাজেট প্রস্তাবের নির্যাস হিসাবে বলা যায় যে রেল বাজেট প্রস্তাব দেশের সাধারণ শ্রমজীবী জনগণকে কোন দিশা দেখাত পারেনি বরং সামগ্রিকভাবে হতাশই করেছে।

কেন্দ্রীয় সাধারণ বাজেট ২০১৬-১৭

নির্যাস হিসাবে বলা যেতে পারে দেশের সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করার লক্ষে কিছু অন্তঃসারশূন্য জনহিতকর ঘোষণার আড়ালে কার্যত দিশাহীন এবং সর্বস্তরে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির বাজেট পেশ করেছেন বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, বেতনভুক শ্রমিক কর্মচারীদের ঘাম ঝড়ানো পারিশ্রমিক বা বেতনের ওপর কর ছাড়ের সীমা বিন্দুমাত্র বাড়ানো হয়নি অথচ কর্পোরেটকে ছাড় দেওয়া হয়েছে ৬৮ হাজার কোটি টাকা। অন্যদিকে শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন থেকে সঞ্চিত ই পি এফ-এ নতুন করে কর বসানো হয়েছে, ই পি এফ থেকে টাকা তুললে সেই টাকার ৬০ শতাংশ টাকার ওপর কর দিতে হবে। তা নিয়ে দেশ জুড়ে তোলপাড়

হচ্ছে। অবশেষে সরকার বাধ্য হয়েছে এই কর প্রত্যাহারের। আগামী চার বছরে কর্পোরেট কর ৩০ শতাংশ থেকে নামিয়ে ২৫ শতাংশ করার ঘোষণা আছে বাজেটে। ছোট কর্পোরেট অর্থাৎ যাঁদের লেনদেন ৫ কোটি টাকার মধ্যে তাঁদের জন্য করের হার ১ শতাংশ কমানো হয়েছে।

তীব্র মূল্যবৃদ্ধির দাপটে যখন দেশের মানুষ বিপর্যস্ত তখন সরকার তার বাজেটে নতুন করে সযত্নে মূল্যবৃদ্ধিকে আহ্বান জানাচ্ছেন। যা মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনকে দুর্বিষহ করে তুলবে। প্রত্যক্ষ কর বাবদ সরকার ত্যাগ করেছেন ১০৬০ কোটি টাকা। পরোক্ষ করের মাধ্যমে ২০,৬৭০ কোটি টাকা আয়ের ঘোষণা করা হয়েছে বাজেটে। যার অবশম্ভাবী পরিণতি ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি। প্রত্যক্ষ কর থেকে কিছুটা রেহাই পাবে ধনীরা। কয়লার ওপর সেস দ্বিগুণ বাড়ানো হয়েছে। টন প্রতি ২০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০০ টাকা করা হয়েছে। ফলাফলে শুধুমাত্র কয়লার দাম বাড়বে তাই নয় ব্যাপক হারে বাড়বে বিদ্যুতের দাম, তার প্রভাব পড়বে সমস্ত ধরনের উৎপাদনে। আর এক ধরনের তীব্র মূল্যবৃদ্ধির দাপট জেঁকে বসবে। পরিষেবা কর বাড়ানো হয়েছে ০.৫ শতাংশ হারে। আর এক ধরনের মূল্যবৃদ্ধি যুক্ত হবে। এসবের সম্মিলিত প্রভাবে মূল্যবৃদ্ধি হহেব আকাশচুম্বি।

ট্রাইবাল সব প্ল্যান, সংখ্যালঘু উন্নয়ন, আই সি ডি এস, তপসিলি জাতি সব প্ল্যান, ইত্যাদির মত সমাজের বিভিন্ন অংশের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মানুষদের কল্যাণের প্রকল্পগুলিতে নির্মমভাবে বরাদ্দ ছাঁটাই করা হয়েছে। খাদ্য এবং সারে ভর্তুকি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে ৫০০০ কোটি ও ২০০০ কোটি টাকা। এরও প্রভাব মূল্যবৃদ্ধিতে পড়বে। অর্থমন্ত্রী যতই ঢাক ঢোল পিটান না কেন রেগায় প্রকৃত অর্থে মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি বিবেচনায় নিলে বরাদ্দ কমানো হয়েছে।

দেশের কোটি কোটি বেকার ছেলেমেয়েদের কাছে এখন যেটা সবচেয়ে মহার্ঘ চাহিদা—কাজের সুযোগ সেই কর্মসংস্থানের কোন বাস্তব পরিকল্পনা বা ব্যবস্থাপনা বাজেটে অনুপস্থিত। উপরন্তু বিভিন্ন শিল্পে, কারখানায় কর্মরত শ্রমিকরা প্রতিদিন ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছেন। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র বেচে দেওয়ার মধ্য দিয়ে সরকারই ছাঁটাইয়ের সুযোগ করে দিচ্ছে, এবারও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র বিলগ্নির মধ্য দিয়ে ৫৬,০০০ কোটি টাকা আয়ের প্রস্তাব আছে বাজেটে। অঙ্গনওয়াড়ি, আশা, মিড ডে মিল ইত্যাদি প্রকল্পের কর্মীদের বেতন ভাতা বাড়ানো বা সামাজিক সুরক্ষার বিষয় অবহেলিতই থেকে গেছে বাজেটে।

অন্তঃবর্তী রাজ্য বাজেট ২০১৬-১৭ (ভোট অন অ্যাকাউন্ট)

রাজ্য বিধানসভার ভোট সমাসন্ন থাকায় পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশের সুযোগ না থাকায় বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে আগামী চার মাসের জন্য ভোট অন-অ্যাকাউন্ট প্রস্তাব পেশ হয়েছে বিধানসভায়। একটা পূর্ণাঙ্গ বাজেট নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যেভাবে বিশ্লেষণ করা হয় এই রাজ্য ভোট অন অ্যাকাউন্ট নিয়ে তা হওয়ার

তেমন সুযোগ নেই। তার ওপর এই ভোট অন অ্যাকাউন্টকে বাজেটের অংশ না বলে নির্বাচনের আগে দলীয় প্রচারপত্র বলাই হয়তো শ্রেয় হবে যা একটা অসত্যের খতিয়ানে পর্যবসিত হয়েছে। তার মধ্যেও যেটুকু দৃষ্টিগোচর হচ্ছে তা হলো গত অর্থবর্ষে সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা, পৌর বিষয়ক, সেচ, খাদ্য সরবরাহ, ক্ষুদ্র শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, জনস্বাস্থ্য কারিগরী, স্কুল শিক্ষা, কৃষি বিপনন, আবাসন শ্রম, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন, সুন্দরবন উন্নয়ন প্রভৃতি দপ্তর বা ক্ষেত্রকে বাজেট বরাদ্দের থেকে অনেক কম টাকা দেওয়া হয়েছে। সেই বিপুল টাকা অন্য কোন্ খাতে বা কাজে ব্যবহার করা হয়েছে তার কোন হদিশ ভোট অন অ্যাকাউন্টে নেই। অল্প সময়ের মধ্যে বাজার থেকে ঋণ নেওয়ায় শীর্ষে পৌঁছে গেছে রাজ্য সরকার। সেই ঋণের টাকায় রাজ্যে কি ধরনের স্থায়ী সম্পদ তৈরি হয়েছে, বা সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের কি কল্যাণের খাতে খরচ হয়েছে বা কোন খরচ মেটানোর জন্য এই বিপুল পরিমাণ ঋণ নেওয়া অপরিহার্য ছিল তারও কোন সুদত্তর নেই।

আমরা হয়তো বিস্মৃত হইনি যে ২০১১ সালে এই একই নির্বাচনের কারণে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার সরকারি কর্মচারী সহ সরকার পোষিত শিক্ষক অশিক্ষক সহ সমস্ত ধরনের সরকারি শ্রমিক কর্মচারীদের পাওনা মহার্ঘভাতা দিয়ে যেতে না পারলেও তৎকালীন ভোট অন অ্যাকাউন্টে মহার্ঘভাতার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করে রেখে গেছিল। কিন্তু নির্বাচনে সরকার পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার জন্য আমরা সেই মহার্ঘভাতা আর পাইনি। কিন্তু সেই টাকা কোথায় গেল তা আজও অজানা। কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকার বর্তমান ভোট অন অ্যাকাউন্টে মহার্ঘভাতা সম্পর্কে কোন সংস্থান রাখেনি। দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ স্পষ্ট।

পরিশেষে এই সমগ্র আলোচনার উপসংহারে বলা যায় যে, শিক্ষক, অশিক্ষক, শ্রমিক, কর্মচারী সহ সাধারণ শ্রমজীবী জনগণের কল্যাণে বা স্বার্থে ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত কি রাজ্যে, কি দেশের কোথাও তুলনা করার মত কোন সরকার আবির্ভূত হয়নি তা এখন শ্রমজীবী মানুষ নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতায় হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন। সেই অভিজ্ঞতাই নির্ধারণ করে দিয়েছে আগামী বিধানসভার নির্বাচনে সামগ্রিক শ্রমজীবীদের করণীয়। আমরাও সেই জনগণেরই অংশ যারা তাদের স্বার্থের নিয়োগকর্তা নিয়োগ করতে পারে। সেই প্রস্তুতিই এখন আমাদের একমাত্র কাজ। ▯

মাননীয়ার কথা অমৃত সমান!

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—'...আমার রাজ্যে যাতে একজন মানুষেরও কোন কষ্ট না হয়, তার জন্য আমি প্রতি মুহূর্তে ভাবি। কোন ধর্ষণ, অগ্নিকাণ্ড এমনকি পথ দুর্ঘটনা হলেও আমার খারাপ লাগে। ...

'...আমি সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে। সংবাদপত্র গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় স্তম্ভ, সেটা আমার চেয়ে বেশি কে জানে?...' (সূত্র ঃ সান্ধ্য সত্যযুগ, ১০/৪/১২)

অথচ ধর্ষণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় যা বলেছেন তাতে তাঁর মানবিক মনের কি পরিচয় আমরা পাই।

বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, '...আপনারা বলছেন ধর্ষণ বাড়ছে। জনসংখ্যাও তো বাড়ছে। শপিং মল বাড়ছে। ছেলেমেয়েরা আধুনিক হচ্ছে। আর কিছু কিছু খবরের কাগজ ডেলিবরেটলি লিখছে...' (সূত্র ঃ গণশক্তি, ২৩/২/১৩)

প্রশ্ন হলো ছেলেমেয়েরা আধুনিক হলেই কি ধর্ষণ বাড়ে? কোন্ ছেলেমেয়েদের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন? সারা রাজ্য জুড়ে বিগত ৪ বছরে যত ধর্ষণ কান্ড ঘটেছে তার মধ্যে কোন স্তরের ছেলেমেয়েরা জড়িত? যা ঘটেছে, দৈনিক কাগজে সে খবর কি ছাপা হবে না? যে যন্ত্রণার কথা তিনি বিগত সময়ে বলেছেন তাকেই তো তিনি খণ্ডন করছেন।

'১৪ বছরের আদিবাসী ছাত্রীকে ধর্ষণ করে তৃণমূল নেতা ঈশান মান্ডি। তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি অলক বেরা চেপে যেতে বলেন ঘটনাটা। সব বাধা উপেক্ষা করে কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।'

'ধূপগুড়িতে তৃণমূলের সালিশি সভা থেকে বামপন্থী কৃষক পরিবারের বড় মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়ে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে ও পরে খুন করা হয়। অভিযুক্ত ১৩ জন তৃণমূলের নেতা ও কর্মীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে না।'

'আসানসোল রূপনারায়ণ পলিটেকনিক কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্রীকে জোর করে মদ খাইয়ে ছাত্রসংসদ কক্ষেই পরপর ধর্ষণ করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ছেলেরা। ছাত্র সংসদের সম্পাদক সাম্ব মণ্ডল সহ পাঁচজন এই ধর্ষণকান্ডে যুক্ত ছিল...'

'কোচবিহারের দিনহাটায় নবম শ্রেণীর ছাত্রীকে স্কুল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি আজিকার রহমান এবং সন্তোষ বর্মন।' —ছাত্রীটি পরে পালিয়ে যায়। নির্যাতিতা ও তার মা থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে ৩ ঘন্টা তাদের বসিয়ে রাখা হয়।'

'কাকদ্বীপের দশম শ্রেণীর ছাত্রীকে পরপর ধর্ষণ করে খুন করা হয়। পুলিশ অভিযোগ

নিতে নারাজ হলে প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে কাকদ্বীপ। মেয়ের দেহ নিয়ে ৭২ ঘন্টা বসে থাকে বাবা-মা।'

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর মানবিক মুখ তখন নিশ্চুপ ছিল কেন? বিগত চার বছরে যত ধর্ষণ কাণ্ড ঘটেছে তাতে পাতার পর পাতা ভরে যাবে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর মুখে কখনও কি মর্মবেদনার সুর শোনা গেছে? উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ কি নেওয়া হয়েছে, নাকি এগুলিকে ছোট ঘটনা বলে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে?

আর যারা এইসব ঘটনায় যুক্ত তারা কারা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী? দুঃখের হলেও সত্য এটাই, খবরে কাগজে যত নাম প্রকাশ পেয়েছে তাতে ৯০ শতাংশের বেশি মানুষ তৃণমূল কংগ্রেস দলের সাথে জড়িত।

আপনার দলের দর্শন এই আধুনিকতার কথা বলে?

গণতন্ত্র নিয়ে বলতে গিয়ে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের স্তম্ভ ইত্যাদি নানা কথা বলেছেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী। অথচ তিনি ক্ষমতায় এসেই হুমকি দিয়ে বলেছেন বিরোধী দল এখন ১০ বছর চুপ করে থাকুন।

'২০১২-র মার্চে রাজ্যের প্রায় আড়াই হাজার পাঠাগারে যে পত্রিকাগুলি রাখার নির্দেশ তৃণমূল সরকার জারি করেছিল তাতে সারদা গোষ্ঠী পরিচালিত 'সকালবেলা' এবং 'আজাদ হিন্দ'-র নামও ঢোকানো হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে। ২০১২ সালের এপ্রিলে সারদা'র দৈনিক 'কলম' পত্রিকা মমতা ব্যানার্জীই উদ্বোধন করেছিলেন। শোনা যায় 'কলম' এখনও তৃণমূলের বেনামী মুখপত্র।

কেবলমাত্র সংবাদপত্র বা পাঠাগারের প্রসঙ্গ নয়। টিভির বিভিন্ন চ্যানেল সম্বন্ধেও নানা বক্তব্য তিনি বলেছেন এক্ষেত্রে—

▯ টিভি দেখা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য

▯ ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ ধর্মঘটের আগের দিন মহাকরণে বসে তিনটি খবরের চ্যানেলকে সাক্ষাৎকার দেন মুখ্যমন্ত্রী। চ্যানেলগুলি হলো, চ্যানেল টেন, কলকাতা টিভি, নিউজ টাইম। তিনি বলেন, 'মানুষকে বলছি, আপনারা এমনিতেই অনেক অশান্তিতে থাকেন, টিভি চালাবেন না, টিভির খবর দেখবেন না। তাতে মানসিক অশান্তি আরও বাড়ছে...।' মুখ্যমন্ত্রী এমন কথা বলা মাত্র সাক্ষাৎকার নিতে বসা একটি চ্যানেলের প্রতিনিধি অসহায়ভাবে বলেন, আপনি যদি টিভির খবর দেখতে বারণ করে দেন, তাহলে আমাদের কি হবে? মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের আশ্বস্ত করে বলেন, 'না, না, আপনাদের কথা বলছি না। আপনারা তো খুব ভালো কাজ করেন। আমি সি পি এম-এর চ্যানেলের কথা বলেছি।' (সূত্র ঃ গণশক্তি, ৫/৩/১২)

প্রশ্ন হলো বাজারের সব সংবাদপত্র, রাজ্যের সব পাঠাগার, এমনকি টিভি'র সব চ্যানেল কি তৃণমূল দলের হয়ে প্রচার করলে তিনি খুশী হবেন? অন্য কোন মত বা দলের বক্তব্য কি প্রচারিত হবে না? তাহলে গণতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য তো ধোপে টেঁকে না। ▯

—স্টাডি টিম

তেলেভাজাও শিল্প!

শিল্প প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী প্রায়ই তেলেভাজার প্রসঙ্গ সামনে তুলে ধরেন। এ বিষয়ে যে বক্তব্য তিনি বলেছেন তা তুলে ধরা হলো—

 ১১/২/২০১৫ ঃ নবান্ন-এ এক সরকারি অনুষ্ঠানে—"এই তো আমার এলাকাতে তিন-চারটে তেলেভাজার দোকান আছে। এতটুকু দোকান। কিন্তু এই দোকান থেকেই তেলেভাজা বিক্রি করে চার-পাঁচ-দশতলা বাড়ি করেছেন।" "কে বলেছে ছোট ব্যবসা করা যায় না। একদিনে কেউ বড় শিল্পপতি হয় না। তার জন্য সময় লাগে।" ... "একবার ছোট থেকে বড় হয়ে গেলে ছোটতে নামার কোন জায়গা নেই।"

(সূত্র ঃ গণশক্তি, ১২/২/১৫)

 ১৮/১১/২০১৫ ঃ নেতাজী ইন্ডোরে— "সরকারী কাজে আর আয় কত? ব্যবসায় তার থেকে বেশি আয়। মুড়ি ভাজলেও মাসে অনেক টাকা আয় হয়।" "মুড়ি ভাজার ব্যবসা হলো নিজের বাড়িতে বসে নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টুক টুক করে বিশ্বকে জয় করে ফেলা।" (সূত্র ঃ গণশক্তি, ১৯/১১/১৫)

কিন্তু রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদা দিয়েই প্রমাণ করা যায় রাজ্যের শিল্পের খরা ক্রমশই বেড়েছে। এ প্রসঙ্গে সংবাদপত্র যা বলছে—

 "তেলেভাজা শিল্পে তেমন বিদ্যুৎ দরকার হয় না। আর, এ রাজ্যে তেলেভাজা শিল্পের কতটা প্রসার আর রমরমা, তার কোনও তথ্যও সরকারের তরফে প্রকাশ করা হয়নি। কিন্তু এত কাল মানুষ শিল্প বা কারখানা বলে তাকেই জেনে এসেছে, যেখানে একটা কারখানা থাকে, তার চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বের হয়। সেখানে কিন্তু বিদ্যুতের ব্যবহার যে কেবল বাড়ছে না, তাই নয়, বরং কমছে।..."

"...বামফ্রন্ট রাজত্বের শেষ পাঁচ বছরের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজত্বের প্রথম পাঁচ বছরের একটা তুলনা করতেই হচ্ছে। প্রথমটির সময়কাল ২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১। দ্বিতীয়টির ব্যাপ্তি ২০১১-১২ থেকে ২০১৪-১৫ অবধি। ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষ এখনও শেষ হয়নি বলে তার হিসেব নেওয়া হচ্ছে না।

দেখা যাচ্ছে, বন্টন কোম্পানি এলাকায় ফ্রন্ট শাসনের শেষ পাঁচ বছরের সময়ে সামগ্রিক বিদ্যুৎ চাহিদা বেড়েছিল ১০.৬৮ শতাংশ। অন্যদিকে, তৃণমূলের শাসনের প্রথম পাঁচ বছরে ৬.৩৬ শতাংশ। তেমনই সি ই এস সি এলাকায় বাম জমানার শেষ পাঁচ বছরে বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েছিল ৫.৪১ শতাংশ। কিন্তু তৃণমূল সরকারের প্রথম পাঁচ বছরে সামগ্রিক চাহিদা বাড়ল ২.৩৯ শতাংশ মাত্র।

এবার দেখা যাক, শিল্পে চাহিদার ওঠা-নামার হিসেব। ফ্রন্ট শাসনের শেষ পাঁচ বছরে বন্টন কোম্পানি এলাকায় শিল্পে চাহিদা বেড়েছিল ১০.৪৮ শতাংশ হারে, তৃণমূলের প্রথম পাঁচ বছরে বাড়ল মাত্র ৩.৩ শতাংশ হারে। সি ই এস সি এলাকায় বাম জমানার শেষ পাঁচ বছরে চাহিদা বেড়েছিল ৪.১১ শতাংশ হারে। কিন্তু তৃণমূল সরকারের প্রথম পাঁচ বছরে চাহিদার উল্টো রথ দেখা গেল—চাহিদা কমে গেল ২.০৫ শতাংশ হারে।..."

(সূত্র ঃ এই সময়, ১২/৩/১৬)

—স্টাডি টিম

With Best Compliments From B-101

MASOOM ALI KHAN

Panskura
Paschim Medinipur

PAS.MEDI.

With Best Compliments From B-116

RELIANCE POLYMERS

Uttarpara
Hooghly

PAS.MEDI.

With Best Compliments From B-114

S. N. POLYMERS PVT. LTD.

27, Tilak Road
Hakimpara
Siliguri-734001

PAS.MEDI.

With Best Compliments From B-113

UTKARSH TUBES & PIPES LTD.

23A, Netaji Subhas Bose Road
Kolkata-700001

PAS. MEDI.

With Best Compliments From 848

PAUL CONSTRUCTION

Puratan Bazar, Kharagpur
Paschim Medinipur

PAS.MEDI.

With Best Compliments From S-610

AMIT MAITY

Govt. Civil Contractor & General Order Supplier

Jhargram, Paschim Medinipur
(Mobile No. : 8972975853)

PAS.MEDI.

৭ম রাজ্য কাউন্সিল সভার রিপোর্টিং

অভিজিত দাস

গত ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ রাজ্য কাউন্সিল সভার সপ্তম সভা কর্মচারীদের বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ২০১ জনের উপস্থিতিতে অরবিন্দ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রথমদিন ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সভাপতির শোকপ্রস্তাব পাঠ সহ শোক জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে বিকাল ৪.০০টায় শুরু হয়। সভার শুরুতে সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ কাউন্সিল সভার প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাব পেশ করার মধ্য দিয়ে বর্তমান সর্বগ্রাসী পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেন। পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ভারতবর্ষে দক্ষিণপন্থী সরকার বিরাজমান। আর এস এস পরিচালিত বিজেপি সরকার সাম্প্রদায়িক শক্তি ফ্যাসিস্ট সুলভ মনোভাব নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছে গরীব খেটে খাওয়া প্রতিবাদী মানুষের উপর। এর উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দলিত ছাত্র গবেষক রোহিত ভেমুলাকে প্ররোচনা দিয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে যা খুনেরই নামান্তর। এছাড়াও জওহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটি (জে এন ইউ)-এর ছাত্র সংসদের প্রতিবাদী ছাত্র কানহাইয়া কুমার ও অন্যান্য আরও ২ জন ছাত্রকে দেশদ্রোহিতার অপরাধে জেল হেপাজতে পাঠানো হয়েছে, কোন প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও। তাই সহজে জামিনও পাচ্ছেন না। গণতন্ত্র আজ পদদলিত হচ্ছে এইসব ঘটনার মধ্য দিয়ে। এর সঙ্গে সঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা প্রমাণ করে আমাদের রাজ্যেও গণতন্ত্র পদদলিত। চারিদিকে কি দেশে কি আমাদের রাজ্যে অসহিষ্ণুতার বাতাবরণ। প্রতিবাদ করলেই সমস্ত মানুষের মধ্যে সর্বগ্রাসী আক্রমণ নামিয়ে আনছে। রাজ্যে আক্রমণের মুখে একটার পর একটা প্রতিবাদী মঞ্চ তৈরি হচ্ছে।

এরপর তিনি গত কাউন্সিল সভা থেকে বর্তমান কাউন্সিল সভার মধ্যে যে সমস্ত কর্মসূচী প্রতিপালন করা হয়েছে তার পর্যালোচনা করেন। ২৪ নভেম্বর ২০১৫ ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন, বকেয়া মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান ইত্যাদি দাবি নিয়ে রাজ্যব্যাপী টিফিন বিরতিতে বিক্ষোভ, ১-২ ডিসেম্বর ২০১৫ পাঁচ দফা দাবিতে দপ্তরে ব্যাজ পরিধান, ধর্ণা-অবস্থান, ২৯ ডিসেম্বর জেলায় জেলায় বিক্ষোভ সভা স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছে। সদস্য, কর্মী নেতৃত্বের মধ্যে বিপুল উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। সর্বশেষ ২৮ জানুয়ারি ২০১৬ ঐতিহাসিক কেন্দ্রীয় সমাবেশের কর্মসূচী সকল স্তরের সহযোগিতায় ব্যাপক সাফল্য লাভ করেছে।

এছাড়াও ২৮-২৯ নভেম্বর সারা ভারত রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের জাতীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভা এবং ২৩-২৪ জানুয়ারি '১৬ সারা ভারত ৫ম মহিলা কনভেনশন যথাক্রমে মনিপুর ও ওয়ারঙলি শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই কর্মসূচীর মধ্যেও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি পে কমিশন ও রাজ্য সরকারকে ইন্টারিম রিলিফ, মহার্ঘভাতা, ৫ম বেতন কমিশনের অমিমাংশিত অংশ ষষ্ঠ বেতন কমিশনে বিবেচনার জন্য অন্তর্ভুক্তি চিঠি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ চা বাগানের দুর্গত শ্রমিকদের রান্না সামগ্রী ও শিক্ষার সামগ্রী প্রদান অনুষ্ঠানে আলিপুরদুয়ারের কালচিনি ব্লকের মুথু চা বাগানে ৮৫২টি পরিবারকে দেওয়া হয়েছে, তাতে প্রায় ৪.৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। এই বাবদ মোট তহবিল উঠেছে ১০ লক্ষ টাকা। বাকী টাকা দিয়ে জলপাইগুড়ির বাগরাকোট চা বাগানের দুর্গত শ্রমিকদের সাহায্য দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছে কাউন্সিল সভায়।

কর্মসূচীর পর্যালোচনার পর আগামী কর্মসূচী হিসাবে কাউন্সিল সভায় ডাক দেওয়া হয়েছে যে— ২৮ জানুয়ারি ২০১৬ কর্মসূচীর সাফল্যের আলোকে সংগঠনের গণভিত্তি অটুট রাখা ও ভিত্তি সম্প্রসারণের জন্য সদস্য সংগ্রহ অভিযানের ব্যাপক উদ্যোগ নিতে হবে। তরুণ কর্মীদের সংগঠনের মধ্যে আবৃত করে তার তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদের বিপদ সম্পর্কে কর্মচারীসমাজকে অবহিত করতে হবে। আসন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য ব্যাপক প্রচার প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবে মহকুমা স্তর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সফরকে (১৫-১৬ মার্চ ২০১৬) ব্যাপকভাবে সফল করার উদ্যোগ নিতে হবে।

কর্মচারীদের অধিকার অর্জন এবং গরীব খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে পরিবার পরিজন সহ উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করে বর্তমান সরকার উৎখাত করার আহ্বান এর মধ্য দিয়ে কাউন্সিল সভা শেষ হয়েছে। □

With Best Compliments From A-324

PRASANTA KUMAR MULA

Tube Well Contractor & General Order Supplier

Vill.+P.O.- Paschim Chilka, Panskura, Purba Medinipur

PUR.MEDI.

With Best Compliments From A-430

TEHATTA-1 BLOCK CONTRACTORS ASSOCIATION

Tehatta
Nadia

NADIA

এ রাজ্যের নারীদের আতঙ্ক কন্যাশ্রী দিয়ে ঢাকা যাবে?

[*"...এই বাংলায় ধর্ষণে, খুনে, শ্লীলতাহানিতে, ডাকাতিতে, রাহাজানিতে, সন্ত্রাসে দেশের মধ্যে প্রথম। আজ কোনও পিতা-মাতা জানেন না, কাজে বেরোনো সন্তান সন্ধ্যায় ফিরবে কিনা! জানেন না, কলেজে পড়তে যাওয়া কন্যা সম্ভ্রম বজায় রেখে বাড়ি ফিরবে কিনা!... অত্যাচার-নির্যাতনে এই বাংলা প্রথম। রাজ্যজুড়ে চলছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস।..."*]

পাঠকবৃন্দের মনে হতেই পারে বর্তমান সময়ের এমন সত্যকে সরাসরি না বললেই হতো। না, এটা বর্তমান সময়ের জন্য নয়। পাঁচ বছর আগে বিধানসভা নির্বাচনের সময় বর্তমান শাসকদলের নির্বাচনী ইস্তাহারে লেখা ছিল। এটা কাদের উক্তি, পাঠকবৃন্দদের ভাবার জন্য ইচ্ছা করেই ইস্তাহারের ওই উক্তির শুরুতে 'আর ৩৫ বছর ধরে' কথাটা লেখা হয়নি। ওই ইস্তাহারে ৩৫ বছর ধরে কথাটা উল্লেখ করা হলেও বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে এই কথাগুলি কি অদ্ভুত মিল, তাই না?

এই পাঁচ বছরে আমরা কি দেখছি? সত্যকে কি চাপা দেওয়া যাচ্ছে? না, সত্যকে চিরদিন চাপা দেওয়া যায় না। তথ্যই পারে কপট সত্যের মুখোশ খুলে প্রকৃত সত্যকে প্রকাশ করতে।

খুব বেশি পেছনে যাওয়ার দরকার নেই। সাম্প্রতিক কিছু তথ্য এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। জাতীয়স্তরের সমীক্ষা—

(১) ২০১৪ সালে মহিলাদের উপর আক্রমণের ঘটনায় এরাজ্য দেশে দ্বিতীয়। প্রথম উত্তরপ্রদেশ। উত্তরপ্রদেশের জনসংখ্যা প্রায় ৩০ কোটি—সেখানে আক্রান্ত মহিলা ৩৮৪৯৮ জন। আর পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা প্রায় ১০ কোটি অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশের ১/৩ অংশ, এখানে মহিলা আক্রান্ত হচ্ছেন ৩৮,৪৬৪ জন। এই তথ্য কি সত্য প্রকাশ করছে, আপনি রাজ্যবাসী হয়ে ভাবছেন নিশ্চয়। (সূত্র ঃ গণশক্তি, ১৫/১২/১৫)

২০১৫ সালে সংখ্যাটা বেড়েছে সন্দেহ নেই। ২০১৪ সালেই সাধের বিশ্ব-বাংলা ধর্ষণের চেষ্টায় দেশে প্রথম, মানব পাচারে প্রথম (২য় তামিলনাড়ু, সংখ্যায় ৫০৯, এ রাজ্য ১০৯৬), দুষ্কৃতির হাতে পুলিশ খুনেও দেশে প্রথম। (সূত্র ঃ এই সময়, ১৩/১/১৬) (আরও বহু তথ্য আছে আমরা উৎসাহী পাঠককে ওয়েবসাইটে দেখে নেওয়ার অনুরোধ করছি)

(২) দেশে কোথাও অপরাধ কমেনি বরং বেড়েছে। যার মূল কারণ দেশের নীতি, যা বৈষম্যকেই ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে এটা সত্য, কিন্তু প্রশাসনিক কর্তারা অপরাধীকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন এমন খোলাখুলিভাবে, সেটা আগে দেখা যায়নি। যেমন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ২০১৩ সালের মার্চ মাসে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, 'আপনারা বলছেন ধর্ষণ বাড়ছে। জনসংখ্যাও তো বাড়ছে। শপিং মল বাড়ছে। ছেলেমেয়েরা আধুনিক হচ্ছে। আর কিছু কিছু কাগজ ডেলিবারেটলি লিখছে'। বারাসাতের বিধায়ক তো আবার ছোট ছোট স্কার্ট পরাকেই দায়ী করেছেন।

ইস্তাহারের লেখাগুলি সত্যিই যে এত তাড়াতাড়ি নির্মম সত্যে পরিণত হবে, তা রাজ্যবাসী কল্পনাও করতে পারেনি। তাইতো বাবা-মার চিন্তা সন্তান সন্ধ্যায় বাড়িতে ফিরতে পারবে কি না—যা এখন ঘটছে। আর অদ্ভুতভাবে প্রত্যেকটা অপরাধকে আড়াল করার চেষ্টা করছে বর্তমান রাজ্য সরকার।

উদাহরণ ঃ (ক) পার্কস্ট্রীট কাণ্ড (ফেব্রুয়ারী ২০১২)—সাজানো ঘটনা, দর কষাকষি ইত্যাদি উক্তি নিশ্চয় মানুষের মন থেকে উড়ে যায়নি। দময়ন্তী সেনকে বদলি—তারপর হাইকোর্টে অপরাধ প্রমাণিত ও সাজা ঘোষণা, ততদিনে নির্যাতিতা 'জর্ডান' প্রয়াত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ হিসাবে আমরা তো এখনো মরিনি।

(খ) কামদুনি কাণ্ড (জুন ২০১৩)— মাওবাদী সহ নানান অপপ্রচার, তারপর হাইকোর্টে সাজা ঘোষণায় রাজ্যবাসী নিজেদের জয় বলে ভাবতে পেরেছেন।

(গ) কৃষ্ণনগরে সন্ন্যাসিনী ধর্ষণ—সি পি এম-এর গন্ডগোল পাকানোর চেষ্টা বলে অপপ্রচার, পরে দোষী প্রমাণিত।

এই সময়কালে এরকম আরও বহু ঘটনা আছে, কিন্তু সরকার করছে কি?

(ক) অপরাধীকে শাসনের কথা না বলে আক্রান্তের জন্য ক্ষতিপূরণ যা রাজ্যে অনন্য, গোটা দেশে নজিরবিহীন। ধর্ষিতা নাবালিকার জন্য ৩০,০০০ টাকা, ধর্ষিতা প্রাপ্তবয়স্কাদের জন্য ২০,০০০ টাকা আর ধর্ষিতা মারা গেলে পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ।

(খ) নারীদের ওপর অপরাধকারীদের প্রায় সকলেই শাসকদলের লোক বা শাসক ঘনিষ্ঠ বলে অধিকাংশ মিডিয়ায় প্রচার হলেও কোথাও ঐ দলের পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয়েছে, এমন সংবাদ মিডিয়ায় পাওয়া যায়নি।

(গ) নারী ধর্ষণের অভিযোগ নিতে থানাগুলি নারাজ, উল্টে ধর্ষিতার পরিবারের ওপর চলছে হুমকি-মামলা।

(ঘ) মুখ্যমন্ত্রী সহ সরকারের মন্ত্রীরা নির্যাতিতা মহিলাদের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলে এবং 'ছোট ঘটনা', 'সাজানো ঘটনা', 'ব্যক্তিগত ঘটনা' ইত্যাদি বলে দুষ্কৃতীদের আড়াল করার চেষ্টা।

(ঙ) ১১ বছর আগে এক নির্যাতিতার স্বামী মারা গেলেও মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য 'ওই মহিলার সি পি আই (এম) সমর্থক স্বামী আমাদের অপদস্থ করার জন্য ধর্ষণের মিথ্যা অভিযোগ সাজিয়েছেন।' স্বাভাবিকভাবে প্রমাণের অভাবে অভিযুক্তরা বেকসুর খালাস পেয়ে যায়।

শুধু এখানেই শেষ নয় পার্ক স্ট্রিট ধর্ষণকান্ডের মামলায় সরকারি আইনজীবী দাবি করেন এই দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত তিন জন সরাসরি যুক্ত না থাকায় তাই তাদের যেন সর্বোচ্চ শাস্তি না দেওয়া হয়।

এইরকম আরও বহু ঘটনা কাগজ খুললেই প্রতিদিন রাজ্যের কোথাও না কোথাও ঘটেই চলেছে।

নারীদের ওপর এই অত্যাচারের প্রবণতা কন্যাশ্রী দিয়ে কি ঢাকা যাবে? তাই কন্যাশ্রীর সাইকেল সব বাধা ভেঙ্গে বেরোতে পারবে কিনা তা আগামী ঝোড়ো সময়ই বলবে। ▯

—স্টাডি টিম

কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বান

কল্যাণ কুমার দাস

৬৫-৬৬তম বার্ষিক রাজ্য সম্মেলনের পর সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হলো ১৩ মার্চ ২০১৬ তারিখ কলকাতার মৌলালীর হরেকৃষ্ণ কোঙার ভবন-এ। নির্বাচনী কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব এবং মার্চ ফাইন্যাল-এর প্রশাসনিক কাজে যুক্ত হয়েও সারা রাজ্য থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা উপস্থিত হয়েছিলেন এই সভায়। প্রথমেই সভাপতি ও সহ-সভাপতিগণ আসনগ্রহণ করার পর শহীদ স্মরণে নীরবতা পালন করা হয়। তারপর এজেন্ডা নোটের ভিত্তিতে প্রাথমিক প্রস্তাবনা উত্থাপন করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক সুমন কান্তি নাগ। তিনি সুচারুভাবে সমিতির বিগত রাজ্য সম্মেলনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড-সহ তহবিল সংগ্রহ, বিশেষ সংখ্যা সংযোগের প্রকাশনা, সদস্যপদ নবীকরণ ইত্যাদি নানা বিষয় সাফল্য ও দুর্বলতা সহ বর্তমান সময়ের কঠিন অবস্থা এবং তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করেন। একই সাথে জানুয়ারি ২০১৭-এর শেষ এর দিকে বিভাগীয় সংগঠনগুলির সম্মেলন করার পরিকল্পনা এবং সমিতির কেন্দ্রীয় ভবন সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় কমিটির পরিকল্পনা এবং উপরোক্ত সকল বিষয়ে সকল সদস্যদের মতামত জানাতে অনুরোধ করেন। পরে এজেন্ডা নোটের উপর ১৮টি জেলা ও ৫টি বিভাগের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখা হয়। বক্তব্যে সারা বাংলার এস এ ই-দের উপর নানা আক্রমণ, রাজ্য সম্মেলনের সাফল্য, উদ্বোধনী মিছিল না করতে পারার বেদনা, বুক স্টল এবং সম্মেলনের মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে সংগঠনের করণীয় নিয়ে সদস্যদের আলোচনায় নানাভাবে এসেছে। সম্মেলনে ৬ জন অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সংবর্ধনা প্রতিনিধিদের উৎসাহিত করেছে এই বক্তব্যও উঠে এসেছে। পাশাপাশি পে-কমিশনের কাছে নানা দাবির প্রসঙ্গও সদস্যরা আলোচনা করেন।

এরপর মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রণব চট্টোপাধ্যায় তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় তথ্য নির্ভর আকর্ষণীয় বক্তব্য রাখেন। তিনি এই মুহূর্তে সদস্যদের কি করণীয় তা বুঝিয়ে বলেন। তিনি বলেন, বিগত ২-৩ বছরে আইনসভার ভিতরে এবং বাইরে বামপন্থীদের লাগাতার লড়াই পুনরায় 'বামপন্থীদের উপর' মানুষের আস্থা ফিরিয়ে এনেছে। মানুষ এখন বিশ্বাস করছে যে এই সরকারকে সরানো সম্ভব। তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গের এই নির্বাচনের দিকে সারা ভারতবর্ষ তাকিয়ে আছে। এখানে গণতান্ত্রিক

পরিবেশ ফিরিয়ে না আনতে পারলে সারা ভারতে তার প্রভাব পড়বে।

শেষে সমস্ত আলোচনার উপর জবাবী ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক মানবেন্দ্র পাল। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের সরকারের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রশাসনের নৈরাজ্যবাদী অবস্থার সুযোগ নিয়ে একদিকে বিরোধী সংগঠনের দালাল শক্তি এবং প্রশাসনের একাংশের আধিকারিকদের নীতিহীন আক্রমণে আক্রান্ত হচ্ছেন কর্মচারী, আমাদের কর্মী ও নেতৃত্বরা। এর বিরুদ্ধে লাগাতার ও ধারাবাহিক উদ্যোগ সংগঠনের মাধ্যমে জারি আছে। এরসাথে কর্মী ও নেতৃত্বদের আরও বর্ধিত উদ্যোগ নিয়ে সদস্যদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে যোগাযোগের কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি একাংশ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের ভূমিকা নিয়েও তিনি সমালোচনা করেন।

সর্বশেষে সভাপতি দিলীপ ব্যানার্জী সভার সকলকে সুষ্ঠুভাবে সভা পরিচালনার জন্য অভিনন্দন জানান। মার্চ মাসের মধ্যে সদস্যপদ নবীকরণের কাজ শেষ করতে বলেন। তিনি জানান সমিতি এস এ ই-দের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে সর্বোচ্চ সুবিধাযুক্ত দাবিসনদই কো-অর্ডিনেশন কমিটির কাছে পেশ করবে। তবে এই কমিশনের দ্বারা কর্মচারীসমাজ আদৌ উপকৃত হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। শেষে তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচনের কাজে অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

আগামী কর্মসূচীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ ঃ

□ বেতন কমিশনের ঘোষিত সময়সীমা মেনে সর্বভারতীয় অভিজ্ঞতার নিরিখে সদস্যদের সর্বোচ্চ স্বার্থরক্ষাকারী সুপারিশ সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদানে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর দায়িত্ব প্রদান।

□ ২ সেপ্টেম্বর ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী অগ্রনী কর্মী-সদস্যদের অংশকে যুক্ত করে দ্রুত জেলা/অঞ্চলে উপসমিতিগুলি পুনর্গঠন করা।

□ বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রচারমূলক কর্মসূচী পরিবার-পরিজনস্তর পর্যন্ত। ভোটকর্মী হিসাবে দায়িত্ব পালন এবং সপরিবারে ভোটাধিকার প্রয়োগে যুক্ত হওয়া।

□ বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রিক প্রশাসনিক কর্মসূচীর সময়সূচী বিবেচনায় রেখে কেন্দ্রীয় কমিটির সভার পরপরই সমস্ত বিভাগীয় সংগঠনকমিটির সঙ্গে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক অনুষ্ঠিত করা।

□ জানুয়ারির ২০১৭ সালের শেষে বিভাগীয় সংগঠন কমিটিগুলির সম্মেলন সম্পন্ন করার পরিকল্পনা।

□ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের পক্ষ থেকে সমিতির কেন্দ্রীয় ভবন সংস্কার, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারকে কেন্দ্র করে পরিকল্পনার সুপারিশ। □

টাকা মাটি, মাটি টাকা

টাকা মাটি, মাটি টাকা ভাবতেও অবাক লাগে, তবু কথাটা নাকি সত্যি। রাজ্যের এই ঘনঘোর অর্থনৈতিক সমস্যার দিনেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এক একটি সরকারি সভার আয়োজনের খরচ দাঁড়িয়েছে নাকি ৮০ লক্ষ টাকা। আগেকার দিনে রাজারা রাজসূয় যজ্ঞ করতেন। প্রজাদের রক্ত শুষে সেই অর্থ দিয়ে রাজার বৈভব ও শক্তির প্রকাশ দেখাতেন। বর্তমানে এ রাজ্যে যা ঘটছে তা বিগতদিনের সেই ঘটনার কথা পুনরায় মনে করিয়ে দিচ্ছে।

খবর থেকে জানা যাচ্ছে ১১ ফেব্রুয়ারি '১৬ পশ্চিম মেদিনীপুরের লালগড়ে একটি সভা ছিল। সভার জন্য খরচ ধরা ছিল নাকি ৮০ লক্ষ টাকা। রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তর ইতিমধ্যে সেখানে খরচ করেও ফেলেছিলো ৭০ লক্ষ টাকা। কিন্তু যেকোন কারণেই হোক মুখ্যমন্ত্রী সেখানকার সভা হঠাৎ বাতিল করে দেন। ফলে টাকা মাটি, মাটি টাকার মতো ৭০ লক্ষ টাকা এক ফুঁয়ে উড়ে গেলো।

শোনা যায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর স্বঘোষিত শততম বৈঠকের জন্যও প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল।

অভাবী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সভার জন্য কি ব্যবস্থা ছিল—৮৭ হাজার বর্গফুটের সভাস্থলের মুখ্যমন্ত্রীর হেঁটে চলে বেড়ানোর জন্য দু'হাজার বর্গফুটের মঞ্চ, এক হাজার বর্গফুটের এলাকা জুড়ে অ্যান্টি চেম্বার, সভার দু'দিকে ৩৬টি স্টলের ব্যবস্থা, এছাড়া ব্যারিকেড ও হেলিপ্যাড সহ ছিল নানান ব্যবস্থা।

রাজ্যের মানুষ কল্পনা করতে পারবে না, এই চার বছরের তৃণমূলের রাজত্বে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সারা রাজ্য জুড়ে মানুষের কাজে উন্নয়নের গল্প শোনাতে কত সভা করেছেন আর কত কোটি টাকা খরচ করেছেন।

এর সঙ্গে যে সংবাদটুকু যুক্ত না করলে অনেক কিছুই অজানা থেকে যাবে তা হলো, গত সাড়ে চার বছরে বাজার থেকে সরাসরি ঋণ গ্রহণ করেছেন ১ লক্ষ ৩ হাজার ৫৪৬ কোটি টাকা।

অথচ পূর্ববর্তী বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরে বাজার থেকে ঋণ ছিল ৭২ হাজার কোটি টাকা।

এ থেকে বোঝা যায় কার টাকা কে কোথায় উড়িয়ে দেয়।

মানুষ আর কত সহ্য করবে?

—স্টাডি টিম

ক্লাবে বিনিয়োগের ফিডব্যাক—অশনি সংকেত

এতদিন রাস্তাঘাটে, ট্রেনে, বাসে সাধারণ মানুষ যা আলোচনা করতেন, তা সত্যে পরিণত হলো। এতদিন সরকার বলে এসেছে টাকার অভাবে সরকারি কর্মচারীদের ডি এ দেওয়া যাচ্ছে না। সরকারি কর্মচারীদের বেতন, পেনশন ও বামফ্রন্ট সরকারের নেওয়া ঋণ শোধ করতে করতেই সব টাকা চলে যায়। ফলে উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। তাই বাজার থেকে ধার করতে হচ্ছে ইত্যাদি। কিন্তু দানখয়রাতির বিরাম নেই। তারই অন্যতম হলো ক্লাবগুলিকে টাকা বিলানো, যার পরিমাণ ২৭০ কোটি টাকা। সমালোচনা হচ্ছিল ফসলের দাম না পেয়ে কৃষক আত্মহত্যা করলেও, অনাহারে-অর্ধাহারে চা শ্রমিকরা মারা গেলেও বা সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডি এ না দেওয়া হলেও কেন ক্লাবগুলি সহ অন্যদের এত দানখয়রাতি। তার উত্তর গত ২৮/২/১৬ তারিখে তৃণমূলের সাংসদ সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার এক অনুষ্ঠানে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত ক্লাবগুলির কর্তাদের সামনে দিয়েছেন। কোন রাখঢাক না করেই বলেছেন, 'নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিন। দেখিয়ে দিতে হবে, বাংলায় তৃণমূল যা আসন জিততে পারে, অন্য রাজ্যে কেউ তা পারে না।...নাই বা ধরলেন তৃণমূলের পতাকা, নাই বা পরলেন তৃণমূলের ব্যাজ। কিন্তু এই নির্বাচনে ভারতকে দেখিয়ে দিতে হবে।' (সূত্র ঃ গণশক্তি, ২৯/২/১৬)

একইভাবে বিভিন্ন দপ্তরের বাজেট বৃদ্ধির প্রসঙ্গ তুলে খোদ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিও প্রশ্ন তুলেছেন। যেমন—

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪/১২/১৫ তারিখে জলাশয় বোজানোর মামলায় বলছেন, 'যুব কল্যাণ দপ্তরের জন্য বরাদ্দ ২০১০-১১ সালে ছিল ২৮ কোটি টাকা। পরের বছর তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৬০ কোটি টাকা। ২০১১-১২ সালে ক্রীড়া দপ্তরের বাজেট ছিল ৫০ কোটি টাকা। পরের বছরই তা হয় ১৮০ কোটি টাকা। একইভাবে ২০১০-১১ সালে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বাজেট ছিল ৩৬ কোটি টাকা। ২০১১-১২ সালে তা একলাফে বেড়ে হয় ২০০ কোটি টাকা। এসব কি পুরস্কার দেওয়ার জন্য।' (সূত্র ঃ আনন্দবাজার, ১৫/১২/১৫)

রাজ্যের জনগণের বুঝতে কি অসুবিধা হয় কি কারণে, কিসের জোরে ওই ক্লাবগুলিকে এই নির্দেশ? অর্থাৎ বিনিয়োগের 'ফিডব্যাক'। তাই জনগণের আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হলো। বিগত নির্বাচনগুলিতে তারা যেমন ইলেকশন মেশিনারী হিসাবে কাজ করেছে শাসকদলের হয়ে এবারেও তাই করতে হবে।

এর বিরুদ্ধেই মানুষ আজ জোটবদ্ধ হচ্ছেন।

—স্টাডি টিম

দপ্তর সম্পাদকের ডেস্ক থেকে

অজয় সমাদ্দার

অতিক্রম করে এলাম প্রায় একটা অর্ধ দশক। এই সময়টায় একজন মানুষ হিসাবে, কর্মচারী হিসাবে বা এক এস এ ই হিসাবে কী পেলাম আর কী হারালাম, তার হিসাব করতেই হবে। একই সঙ্গে নিজেকে রক্ষার জন্য নিজের পরিবারকে রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম আন্দোলনে নিজেকে কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছি? একের সমস্যা অপরের উপলব্ধিতে কতটা এসেছে? অন্যের বিপদে আমি কি পেরেছি আমার বলিষ্ঠ হাতটি তার কাঁধে রেখে বলতে 'বন্ধু আমি তোমার পাশে আছি।' আমি, তুমি, আমাদের লক্ষ্য, লক্ষ্য অর্জনের জন্য পথ তৈরি করে এগিয়ে চলা—এই নিয়েই তো সংগঠন। আমাদের ভাবনার ঐক্যই সংগঠনের হৃদ্‌স্পন্দন। অভিষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের মরণপন লড়াই, সংগঠনের শক্তি। নব্বই বছরের তারুণ্যে ভরপুর এই সংগঠন, অতীতে বহু ঝড় ঝঞ্ঝাকে অতিক্রম করেছে দৃঢ় মানসিকতাসম্পন্ন লড়াকু সদস্যবন্ধুদের মরণপন সংগ্রামের মাধ্যমে। নিজেকে যুক্ত করেছে বৃহত্তর কর্মচারী আন্দোলনে। আবারো সে এগিয়ে চলছে এক চরম প্রতিকূল প্রতিকূল পরিস্থিতিকে প্রতিহত করে। সদস্যবন্ধুদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমেই তৈরি হয়েছে চলার পথ।

এই অর্ধদশকে রাজনৈতিক মদতপুষ্ট একশ্রেণীর প্রশাসক প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়েছে কর্মচারীদের পদানত করতে। তাদের অনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক লড়াকু কর্মচারী তথা তাদের সংগঠন। তাই তারা কেড়ে নিতে সচেষ্ট হয়েছে কর্মচারীর অধিকার। বদলির অপশনপ্রথাকে বানচাল করতে এই সময়ে বারংবার চেষ্টা হয়েছে। সংগঠনও এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছে। এই আন্দোলনকে দমন করতে তারা নিয়োগ করেছে একদল খোঁচরকে। এই খোঁচরদের দ্বারা নির্দিষ্টকৃত নেতৃত্বকে বদলির মাধ্যমে তারা চেয়েছে আন্দোলনকে দূর্বল করতে। কিন্তু পারেনি। জায়গা ভরাট করতে এগিয়ে এসেছে আরেক দল তরুন। সেচ ও জলপথ দপ্তরে বদলির মাধ্যমে শুধুমাত্র এস এ ই-দের উপর আক্রমণ আসেনি। প্রশাসনের এক অংশ এবং তাদের দালালদের এই কাজের মাধ্যমে সমগ্র প্রশাসনিক কাজে চলে আসে এক স্থবিরতা। সমিতির প্রতিনিয়ত যোগাযোগ এবং যুক্তি নির্ভর ডেপুটেশন, সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে কিছুটা অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। পুনরায় অপশন প্রথা চালু হয়েছে। যদি এই অপশন প্রসঙ্গ এবং তার ভিত্তিতে বদলির বিষয়ে কিছু প্রশ্ন অবশ্যই আছে। এই বিষয়ে সমিতির প্রয়াস নিরন্তর চলছে। সদস্যবন্ধুদের স্বার্থবিরোধী প্রত্যেকটি বিষয়ের সমাধানে সমিতি

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কন্‌ফরমেশনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

পূর্ত নির্মাণ পর্ষদ (অধুনা সোস্যাল সেক্টর) এবং জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরে সমিতির নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে অপশন অর্ডার এই সময়কালে প্রকাশ পেলে কায়েমী স্বার্থবাজদের মধ্যে আত্মকের সৃষ্টি হয়। নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে তারা রাজনৈতিক মদতপুষ্ট হয়ে এস এ ই বন্ধুদের অপশনের সুবিধা হতে বঞ্চিত করতে উঠে পড়ে লাগে। সমিতির প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরবর্তী বদলির আদেশনামাতে সদস্যবন্ধুদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার প্রচেষ্টা হয়েছে। কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি, সে ক্ষেত্রেও ধারাবাহিক পারসুয়েশন বজায় আছে। বর্তমানে পূর্ত দপ্তরের রিস্ট্রাকচারিং-এর মাধ্যমে কর্মচারীরা যে সমস্যার সম্মুখীন হন তা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহায়তায় নিরসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বর্তমানে ওই দপ্তরের একশ্রেণীর আধিকারিক ও বিভেদপন্থীদের গর্ভে সদ্যজাত সন্তান ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়রত যে কিভাবে এস এ ই-দের প্রাপ্য অধিকারকে জলাঞ্জলি দেওয়া সম্ভব। কিন্তু তাদের এই অপচেষ্টাকে প্রতিহত করতে সমিতির ঐক্যবদ্ধ লড়াই চলছে।

জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরেও বিভেদকামী শক্তি ও প্রশাসনের একাংশের মেলবন্ধনের ফলাফলে এস এ ই বন্ধুরা বদলি, গ্রেডেশন লিস্ট বা সি এ এস-এর ক্ষেত্রে দারুণ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন। এই দপ্তরেও সমিতির যুক্তিপূর্ণ ক্রমাগত ডেপুটেশনের মাধ্যমে অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক আর ডব্লু এস-এর এস এ ই বন্ধুদের বদলির আদেশনামা প্রকাশ করলে সমিতির তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অগ্রগতি ঘটে।

এই সময়ে পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তর এবং পরিকল্পনা দপ্তরের সমস্যাগুলি জেলা সংগঠন ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সংশ্লিষ্ট জেলা শাখার উদ্যোগে সমাধানের চেষ্টা জারি ছিল। আবার পরিকল্পনা দপ্তরের রাজ্য ভিত্তিক গ্রেডেশন লিস্ট প্রণয়ন কয়েকটি জেলা প্রশাসনের সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণের বিলম্বতার কারণে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট জেলা সংগঠনের সহায়তায় এই সমস্যা নিরসনের চেষ্টা চলছে। অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ দপ্তরে কর্মরত সদস্যবন্ধুদের বিগত লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে বদলির আদেশনামা প্রকাশিত হয়। কিন্তু নির্বাচনের পরবর্তীতে তাদের পূর্বের স্থানে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ ওই দপ্তরের পক্ষ হতে নেওয়া হয়নি। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন সদস্যবন্ধু অবসরের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছেন। এই বিষয়ে সমিতি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের সাথে আলোচনা করেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিক নীতিগতভাবে সমিতির ভাবনার সাথে একমত হয়েছেন।

৬১-৬২তম সম্মেলনের পরবর্তীতে সম্মেলনের মঞ্চের সিদ্ধান্তক্রমে বিভিন্ন দপ্তরে ডেপুটেশন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ডেপুটেশনে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা এস এ ই শূন্যপদ পূরণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একমত হন। পি এস সি-তেও সমিতির ডেপুটেশন ও তার মাধ্যমে যে অগ্রগতি তা সংযোগে বিভিন্ন সময়ে উল্লিখিত হয়েছে। এও উল্লেখ করা হয়েছিল যে পি এস সি-এর মাধ্যমে এস এ ই নিয়োগ বর্তমানে সরকারের সদিচ্ছার

উপর নির্ভরশীল। কারণ সমিতির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ক্ষেত্র প্রস্তুত। অর্ধ দশক পর আজ পি এস সি-র নোটিফিকেশন হয়েছে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে। আমাদের মনে আছে, বিগত বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এরিয়ার সহ বকেয়া ডি এ-এর গাজর কর্মচারীর সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ষষ্ঠ বেতন কমিশন বা পি এস সি-এর মাধ্যমে এস এ ই-এর নিয়োগ আবার সেই গাজর ঝুলানোর ঘটনা কিনা তা আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝে নিতে পারব।

পূর্ত দপ্তরের গেজেট নোটিফিকেশন নং-২৪, তারিখ ২৫.০২.২০১৬-তে আমাদের সার্ভিসের নমেনক্লেচার পরিবর্তন করে ওয়েষ্ট বেঙ্গল সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস করা হয়েছে। সমিতির দীর্ঘ আন্দোলনের ফল হিসাবে তার সার্ভিসের নমেনক্লেচার পরিবর্তন হয়ে ওয়েষ্ট বেঙ্গল সাব-অর্ডিনেট সার্ভিস অফ ইঞ্জিনীয়ারস হয়। তার মাধ্যমেই এস এ ই বন্ধুদের অগ্রগতি শুরু হয়। বর্তমানে আবার ইতিহাসের চাকাকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দেবার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। আমাদের সমিতি পদের এই অবমূল্যায়ণকে কখনই মেনে নেবে না। তার জন্য আবার আর এক সংগ্রাম শুরু হবে।

সাথী, বিগত অর্ধ দশকের পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, আমাদের অর্জিত অধিকার হরণের সার্বিক প্রচেষ্টা। রাজনৈতিক মদতপুষ্ট প্রশাসনের একাংশ, স্বার্থলোভী বিভেদকামী ও তাদের সদ্যজাত সন্তানের জোট সদা সচেষ্ট স্বাভিমানী এস এ ই-দের দমন করতে। অনৈতিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাকারী এই এস এ ই বন্ধুরা ওদের চক্ষুশূল। তাই আমাদের সদস্য বন্ধু তথা সমিতির উপর নেমে আসছে একের পর এক আক্রমণ। কিন্তু সমিতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। প্রতিটি আক্রমণের মুখোমুখি হয়ে তাকে প্রতিরোধ করে সমিতি এগিয়ে চলছে। আবার একই সঙ্গে ৬৫-৬৬তম রাজ্য সম্মেলনের আহ্বান নিয়োগকর্তার পরিবর্তন—তাকে সফল রূপ দিতে ঐক্যবদ্ধ কর্মচারী সমাজ ও তাদের পরিবার পরিজনসহ সংগ্রাম স্থলে অবতীর্ণ। ▯

মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক ও সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সদস্য পরিবারের সন্তান-সন্ততিদের নামের তালিকা

মাধ্যমিক – ২০১৫

ক্র.নং	পুত্র/কন্যার নাম	মাতা ও পিতার নাম	দপ্তর	জেলা/অঞ্চল
১.	সম্পূর্ণা সেন	মিঠু/বিপুল	উন্নয়ন ও পরিকল্পনা	জলপাইগুড়ি

উচ্চমাধ্যমিক – ২০১৫

১.	অভীক মুখার্জী	কল্পনা/অশোক	জনস্বাস্থ্য কারিগরী (যান্ত্রিক)	বীরভূম
২.	সায়েরী মণ্ডল	মানসী/রঞ্জিত	পূর্ত	বীরভূম
৩.	অরুণাশীষ মণ্ডল	বীনা/শুভাশীষ	পূর্ত (সড়ক)	বীরভূম
৪.	সায়নী ঘোষ	মল্লিকা/নয়ন	সেচ ও জলপথ	বীরভম

ভ্রমসংশোধন

মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক ও সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সদস্য পরিবারের পুত্র-কন্যাদের তালিকায় মাধ্যমিক ২০১৫ ক্রমিক সংখ্যা ১৪-তে যে নামটি আছে সেটি মালদা জেলার পরিবর্তে মুর্শিদাবাদ জেলা হবে।

ক্র.নং	পুত্র/কন্যার নাম	মাতা ও পিতার নাম	দপ্তর	জেলা/অঞ্চল
১৪.	শ্রী মুখার্জী	রুমকি/পার্থ গোপাল	উন্নয়ন ও পরিকল্পনা	মুর্শিদাবাদ

With Best Compliments From B-79

SATHI CONSTRUCTION

63, Jaharlal Nehru Road
Krishnagar, Nadia

NADIA

With Best Compliments From B-102

GOBINDA MAITY

Pingla
Paschim Medinipur

PAS.MED.

With Best Compliments From A-320

KAKALI CONSTRUCTION

TAMLUK
PURBA MEDINIPUR

PURBA MEDINIPUR